উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মে মাসে মহাকাশে শুভাংশু
›› ৭

গীতাকে সম্মান ইউনেসকোর

ইউনেসকোর 'মেমরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ ঠাঁই পেল শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। এই খবরে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

চাকরিহারাদের অভিযানে সৌরভের 'না'
›› ৩

শিলিগুড়ি ৫ বৈশাখ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 19 April 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 329

ক্রুশ বহনরত যিশুর সামনে প্রার্থনা। গুডফ্রাইডেতে শিলিগুড়ির একটি চার্চে। ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

ভবঘুরের বস্তায় শিশুকন্যা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দির সংলগ্ন ফুটপাথের হোটেলে তখন রান্নায় ব্যস্ত রতন ভদ্র, সোমবালা বর্মন। সামনের টেবিলে বসে ভাত খাচ্ছিলেন অর্জুন দাস, প্রভাত সরকাররা। হঠাৎই উসকোখুসকো চুলের এক ভবঘুরে এসে হাজির সেখানে। হাতে ছোট একটা বস্তা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি বাচ্চা পেয়েছি। দেখবে তো এসো।'

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেখানে থাকা সকলেই। বস্তায় উঁকি দিতেই চোখ ছানাবড়া সোমবালার। তার ভেতরে কাপড়ে মোড়া একটি শিশু। ততক্ষণে খবর পৌঁছে গিয়েছে কিছুটা দূরে থাকা প্রধাননগর থানার পুলিশকর্মীদের কাছে। পুলিশ এসে পৌঁছাতেই এক তরুণী ওই ছোট বস্তা থেকে শিশুটিকে বের করেন। প্রথমে সবাই ভেবেছিলেন, শিশুটি হয়তো মৃত। কিন্তু ব্যাগ থেকে শিশুটিকে বের করতেই হকচকিয়ে ওঠেন রোশনি খাতুন নামে ওই তরুণী। চিৎকার করে ওঠেন, 'আরে, বাচ্চাটা তো বেঁচে আছে।' এরপর আর দেরি করেনি পুলিশ। শিশুটিকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। আসেন রোশনিরাও। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন একরত্তিটি।

হাসপাতালের চিকিৎসক এস মণ্ডল বলছেন, 'শিশুকন্যার বয়স মাত্র একদিন। শিশুটির মাথায় জল জমে রয়েছে।' প্রশ্ন উঠছে, অসুস্থ থাকার কারণেই কি ওই শিশুকে পরিবারের তরফে ফেলে দেওয়া হয়েছে? নাকি কন্যাসন্তান জন্মানোয় ঠাঁই হয়েছে আস্তাকুঁড়েতে? যদিও এইসব প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে পায়নি পুলিশ।

শিশুটিকে নিয়ে আসা ওই ভবঘুরেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে আটক করেছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। পরে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের কথায়, 'কোনও থানায় কোনও পরিবারের তরফে শিশু হারিয়ে যাওয়া বা ওই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েনি। ওই ব্যক্তি চাঁদমণি মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে ছোট বস্তাটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে বলে জানিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তির শিশু বিক্রি বা ওই সংক্রান্ত কোনও উদ্দেশ্য ধরা পড়েনি। আমাদের ধারণা, পরিবারই বাচ্চাটিকে ফেলে গিয়েছে।'

পুলিশের গাড়িতে সেই ভবঘুরে।

রোশনিও পুলিশের সঙ্গে একমত। তিনি বলছেন, 'বাচ্চাটিকে প্রথম যখন বস্তা থেকে বের করি, দেখেই মায়া লাগছিল। বাচ্চাটির মাথায় চোটও রয়েছে। সম্ভবত বাচ্চাটি অসুস্থ বলেই পরিবার ফেলে গিয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ভবঘুরে মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দিরের কাছেই রাত কাটায়। এদিক-ওদিকে যা পান, কুড়িয়ে এনে বিক্রি করেন। শুক্রবারও সেজন্য মাটিগাড়ায় গিয়েছিলেন তিনি। দুপুর একটা নাগাদ জিনিসপত্র কুড়িয়ে আস্তানায় চলে আসেন। সোমবালার কথায়, 'ভাগ্যিস, ও বস্তা খুলে দেখিয়েছিল। নাহলে বাচ্চাটাকে হয়তো বাঁচানোই যেত না।'

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
© 740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি | মালদা | কোচবিহার

সাদা চোখে সাদা কথায়

রাজনীতির প্রসাদ পান নেতারা, ভাগ জাতিগোষ্ঠীতে

গৌতম সরকার

দিঘায় মন্দির গড়ছে তৃণমূল সরকার। জাতের, ধর্মের লড়াইয়ে ব্যস্ত শুভেন্দু-দিলীপরা। চুলোয় যাচ্ছে ভাতের লড়াই। হিন্দু, মুসলমান শব্দগুলি পাকাপাকি ঠাঁই পাচ্ছে রাজনৈতিক ভাষ্যে। তবে বিভাজন কিন্তু শুধু ধর্মে ধর্মে, জাতে জাতে নয়। জাতের লড়াইয়েও ভাগ! উত্তরবঙ্গে দেখুন, আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গিয়েছে সেই কবে। যে সংগঠনটির প্রভাব একসময় উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নিজমকে প্রায় তুলে দিয়েছিল, টুকরো টুকরো হয়ে সেই পরিষদের এখন নিছক কাগুজে অস্তিত্ব।

জাতি আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ কেঁপেছিল গত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকে। রেশ ছিল চলতি শতাব্দীর প্রায় প্রথম দেড় দশক। চা বাগানে যেমন আদিবাসী আন্দোলন, তেমন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তখন পাহাড় ও ডুয়ার্সের কিছু অংশ অচল করে দেওয়ার ক্ষমতাধর ছিল। একই সময়ে কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহারের দাবি উত্তরবঙ্গের সমতলে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। আদিবাসী, গোর্খা ও রাজবংশী-সেই তিনটি আন্দোলনের ধার এখন অনেক কম।

মাঝেমধ্যে কিছু হুমকি শোনা যায় বটে। তাতেও ঐক্যবদ্ধ সুর নেই। রাজবংশী আন্দোলনে কত ভাগ দেখুন। কামতাপুর পিপলস পার্টি, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি ইত্যাদি। কামতাপুর প্রগ্রেসিভ ও গ্রেটার কোচবিহার নামে আবার একাধিক দল, সংগঠন। তাছাড়া আছে কেএলও। মেইন স্ট্রিম রাজনীতির ছোঁয়ায় বিষাক্ত, বিভক্ত রাজবংশী জাতিসত্তার আন্দোলন। ক্ষমতার প্রসাদ পেতে মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকুতিও কম নয়। এরপর দশের পাতায়

বাইসনের সঙ্গে তিরিশ মিনিট 'যুদ্ধ' তরুণের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ এপ্রিল : চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়ার কথা মাঝেমধ্যেই শোনা যায় ডুয়ার্সে। কিন্তু বাইসনের সঙ্গে লড়াই! তাও কিনা শেষে বাইসনই পালাতে বাধ্য হল। এমন ঘটনাই ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে ফালাকাটার কুঞ্জনগরে। বাইসনের হামলায় গুরুতর জখম হয়ে বছর ছাব্বিশের তরুণ কালিদাস বর্মন বর্তমানে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। নার্সিংহোমের বেডে শুয়েও ওই রাতের ঘটনা বলতে গিয়ে বারবার আঁতকে উঠছিলেন তিনি। শুক্রবার বন দপ্তর গুরুতর জখম ওই তরুণের খোঁজখবর নিয়েছে।

কুঞ্জনগরের উত্তরপাড়ার কালিদাস রাতে শৌচকর্ম করতে ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন। বাড়ির অদূরে শৌচকর্ম সেরে পিছন ফিরতেই দেখেন সামনে বিশাল বাইসন দাঁড়িয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর উপর হামলা চালায় বুনোটি। বাইসনের গুঁতোয় কালিদাস মাটিতে পড়ে যান। এমন সময় ফের বাইসনটি ধেয়ে আসে। কোনওকিছু না ভেবেই কালিদাস বাইসনের দুটি শিং শক্ত করে ধরে ফেলেন। এতেই আরও খেপে যায় বুনোটি। কালিদাস ও বাইসনের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বাইসনটি কালিদাসকে টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে নিয়ে যায়। এতেও অবশ্য শিং ছাড়েননি তিনি। দুজনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। শেষে এক হাত দিয়ে শিং ধরে আরেক হাতে রাস্তার ধুলো তুলে বাইসনের চোখে ছিটিয়ে দেন কালিদাস। আর এতেই বাইসনটি জোরে ঝটকা দিয়ে ওই তরুণকে দূরে ফেলে দেয়। তারপর পালিয়ে যাওয়ার সময় সেটি ওই তরুণের পায়ে সজোরে পা দিয়ে আঘাত করে। এতেই তরুণের পা টুকরো হয়ে যায়। কালিদাসের চিৎকার শুনেই তাঁর বাড়ির এবং আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এরপর দশের পাতায়

ফুটপাথ বড় ব্যবসায়ীদের দখলেই

হিলকার্ট রোডের ফুটপাথে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের পসরা।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : গরিব ব্যবসায়ীরা নন, বড় বড় দোকানের মালিকেরাই শিলিগুড়ি শহরের সিংহভাগ ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড থেকে শুরু করে সেবক রোড, বিধান রোড সর্বত্র গেলেই একই ছবি ধরা পড়বে। কেউ দোকানের সামগ্রী ফুটপাথে রেখে ব্যবসা করছেন তো কেউ আবার সাইনবোর্ড রেখে দিচ্ছেন। প্রশ্ন করলে বলা হচ্ছে, আগে বাকিদের সরানো হোক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি পুরনিগম যতবারই অভিযান করছে ততবারই ফুটপাথে বসা চায়ের দোকান কিংবা খাবারের দোকান তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'আমি নিজে শহর ঘোরা শুরু করেছি। দু'দিন আগে মহাবীরস্থানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে এসেছি। যাঁরা দোকানের বাইরে সামগ্রী রাখছেন তাঁদের সামগ্রী তুলে নেওয়া হবে। ফুটপাথ কোনওভাবেই দখল করা যাবে না।' তবে এগুলি সবই ফাঁকা আওয়াজ বলে মন্তব্য করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'সাড়ে তিন বছর ধরে শহরের ফুটপাথকে দখলমুক্ত করতে পারল না এই বোর্ড। বড় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তো কোনও পদক্ষেপই করা হয় না।'

শহরের হিলকার্ট রোড, বিধান রোড, সেবক রোড সর্বত্রই দখল হয়ে গিয়েছে ফুটপাথ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সামনে থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত দু'পাশেরই ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দেখলে। হাসপাতাল থেকে কোর্ট মোড়ের দিকে যেতে ফুটপাথে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই দখল করে ব্যবসা করছেন। ঠিক উলটো ফুটের রাস্তা আবার দখলে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত দোকান রয়েছে এমন ব্যবসায়ীদের। এরপর দশের পাতায়

প্রশ্ন যেখানে

- শহরের সিংহভাগ ফুটপাথ দখল করে চলছে ব্যবসা
- কেউ দোকানের সামগ্রী ফুটপাথে রেখে ব্যবসা করছেন তো কেউ আবার সাইনবোর্ড রেখে দিচ্ছেন
- পুরনিগম বারবারই ফুটপাথে বসা চায়ের দোকান কিংবা খাবারের দোকান তুলে দিচ্ছে
- প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না

এডিশন স্পেশাল

মোদির সঙ্গে ফোনালাপ মাস্কের
›› সাতের পাতায়

বাঙ্গারের মেয়ের বিস্ফোরক অভিযোগ
›› তেরোর পাতায়

ফেরানোর জন্য জোর, নালিশ বোসকে

অরিন্দম বাগ

পারলালপুর (মালদা), ১৮ এপ্রিল : আছেন আশ্রয় শিবিরে। কিন্তু ভয় ঘিরে আছে ধুলিয়ানে হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের। পুলিশ চাইলেও বাড়ি ফিরতে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা। অথচ পুলিশ তাঁদের জোর করে ফেরাতে চাইছে বলে অভিযোগের শেষ নেই। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে পেয়ে একজনের পর একজন ক্ষোভ উগরে দিলেন শিবিরে আশ্রিতরা।

রাজ্যপালের সামনে স্পষ্ট দাবি উঠল সমস্বরে, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প না হওয়া পর্যন্ত কোনওমতেই ঘরে ফিরব না। মহিলারা জানালেন তাঁদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ। পরে রাজ্যপাল বলেন, 'মহিলারা, শিশুরা আমাকে জানিয়েছেন কীভাবে দুষ্কৃতীরা তাঁদের বাড়িতে ঢুকে নির্মম অত্যাচার করেছিল, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছিল।'

রাজ্যপাল জানান, 'ওঁরা এখন শুধু নিরাপত্তা চান। যাবেনই বা কোথায়? তাঁদের বাড়িঘর যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ঘরও চাইছেন।' শুক্রবার মালদা জেলার পারলালপুর হাইস্কুলে প্রশাসনের তৈরি আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিলেন তিনি। জাতীয় মহিলা কমিশন তাঁর আগে পৌঁছেছিল সেখানে। কমিশনের কাছে আশ্রিতরা অভিযোগ করেন, তাঁদের জন্য যাঁরা রান্না করছিলেন, পুলিশ তাঁদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে। তাঁদের খাবার বন্ধ করে জোর করে বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা করছে পুলিশ।

রাজ্যপাল ও মহিলা কমিশনের পরিদর্শনের আগে থেকে আশ্রয় শিবিরে সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। আশ্রিতদের অভিযোগের সমর্থন মিলল জাতীয় এরপর দশের পাতায়

মুর্শিদাবাদের ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার পারলালপুরের আশ্রয় শিবিরে।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অ্যাম্বুল্যান্সচালকের দাদাগিরি

অভয়ার মতো অবস্থা করে দেব, নার্সকে হুমকি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : আরজি কর যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের নার্সকে আরজি করে বদলির হুঁশিয়ারি দিল অ্যাম্বুল্যান্সচালক। শুধু বদলির হুঁশিয়ারি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি সে। অভয়ার মতো অবস্থা করে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হল নার্সকে।

জেলা হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের দাদাগিরি নতুন নয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাঁদের অবাধ যাতায়াত রয়েছে। আর এই অবাধ যাতায়াত আটকাতে গিয়েই হুমকির মুখে পড়তে হল ওই মহিলাকে।

ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাতে। বৃহস্পতিবার অ্যাম্বুল্যান্সচালক মিঠু দাসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নার্স। সেদিনই চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। গোটা ঘটনায় নার্সদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ঠিক কী ঘটেছিল? ওই রাতে অবজার্ভেশন ওয়ার্ড খালি ছিল। মিঠু বারবার ওয়ার্ডের ভেতর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। বিষয়টা নজরে আসে অভিযোগকারীর। ইমার্জেন্সির বাইরেই ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁকে ডেকে নার্স নির্দেশ দেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সচালককে বাইরে বের করে দিন।' নার্সের বক্তব্য, 'সিভিক ভলান্টিয়ার বাইরে যেতে বললেও সেটা শোনেনি অ্যাম্বুল্যান্সচালক। ওয়ার্ডের সামনে হুজ্জতি শুরু করে।' এরপর দশের পাতায়

হাসপাতালে হইচই

- বুধবার রাতে অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে উঁকি দিচ্ছিল অ্যাম্বুল্যান্সচালক
- নার্স সিভিক ভলান্টিয়ার ডেকে চালককে বের করে দিতে বলেন
- সিভিক ভলান্টিয়ার বাইরে যেতে বললেও শোনেনি অ্যাম্বুল্যান্সচালক
- এরপর নার্স নিজে গিয়ে চলে যেতে বললে চালক গালি দিতে থাকে

বিয়ে করেই দিলীপ বললেন, পরিবর্তন আনব

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : শুক্রবার গোধূলি লগ্নে নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অপরাহ্নের রাঙা আলোয় নিউটাউনের ভিলার সিঁড়িতে তখন কনে রিঙ্কু মজুমদারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে দিলীপ। যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা গুন গুন করছেন- 'অনন্ত গোধূলি লগ্নে সেইখানে বয়ে চলে ধলেশ্বরী...যে আছে অপেক্ষা করে পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিন্দুর।'

'জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল'। ৬১ বছর জন্মদিনের আগের রাতে বিয়ের পিঁড়িতে এই উপলব্ধি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। যদিও বিয়ের পরে দিলীপ জানিয়েছেন, তিনি রাজনীতিতেই থাকছেন, দল তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে যে দায়িত্ব দেবে, দু-জনে সেই দায়িত্ব পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী ফুল, মিষ্টি সহ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান দিলীপ। আর স্ত্রী রিঙ্কু বলেছেন, 'আমি দিলীপ ঘোষকে আগের ফর্মেই দেখতে চাই।'

শুক্রবার নিউটাউনের আইডিয়াল ভিলার বাইরে দিলীপ ঘোষের বিয়েকে কেন্দ্র করে দিনভর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। বিয়ের অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি তো দূরে থাক, দলের নেতাদেরও আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাননি দিলীপ। তা সত্ত্বেও এদিন সকালে কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশলের উদ্যোগে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই নিউটাউনের বাড়িতে এসে দিলীপকে শুভেচ্ছা জানান। সকালেই এসেছিলেন সুনীল বনশল, মঙ্গল পাণ্ডে, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহারা।

নববিবাহিত দম্পতির জন্য পাঞ্জাবি ও শাড়ি দিলীপকে উপহার দিয়েছেন সুকান্ত। শমীক দিয়েছেন শাড়ি। বাকিরা ফুল আর মিষ্টির শুভেচ্ছা। এরই মধ্যে ছন্দপতন ঘটল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুপস্থিতি নিয়ে। বিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ে অনুপস্থিত বলতে শুভেন্দু ও পাত্রী রিঙ্কুর ছেলে প্রীতম।

বিকাল ৫টা নাগাদ লাল বেনারসি পরে কনের সাজে সেজে ভিলায় পৌঁছোন রিঙ্কু। পাপারাৎজিদের এড়াতে ঘুরপথে দিলীপের বাংলোয় নিয়ে আসা হয় তাঁকে। তা সত্ত্বেও গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ছেকে ধরে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা। খানিকটা সেলিব্রিটি নায়িকার মতো হাত নাড়তে নাড়তে দ্রুত ভিলার মধ্যে ঢুকে যান রিঙ্কু। ভিতরে তখন বিয়ের আসর প্রস্তুত। রিঙ্কুর অপেক্ষায় দিলীপ। বিয়ের আসরে রিঙ্কু উপস্থিত হওয়ার পরেই শুরু হয়ে যায় বাগদান পর্ব। সম্পূর্ণ হিন্দু প্রথা মেনে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হল দিলীপ-রিঙ্কুর বিয়ে। ঘণ্টাদুয়েক ধরে চলে আচার-অনুষ্ঠান। শেষে মাথায় টোপর, গলায় রজনীগন্ধার মালা পরেই সংবাদমাধ্যমের সামনে নববিবাহিত রিঙ্কুকে নিয়েই হাজির হন দিলীপ।

দিলীপের দাবি, নিজের বিয়েতে কোনও প্রচার তিনি চাইছিলেন না। সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবেই বিয়েটা সারতে চেয়েছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত প্রচার পুরোপুরি এড়ানো যায়নি। তবে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বাহুল্য তেমন ছিল না। এরপর দশের পাতায়

শুভদৃষ্টির পর নবদম্পতি। দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদার।

রূপ বদলের পথে স্টেশন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভোল বদল ঘটছে দার্জিলিং স্টেশনের। ঐতিহ্য ধরে রেখে স্টেশনটিকে আধুনিকতার মোড়ক দিতে উদ্যোগী হয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। স্টেশনের করিডর থেকে প্ল্যাটফর্ম, ওয়েটিং এরিয়া সহ সমস্তকিছুরই সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল বোর্ডের সবুজ সংকেত মেলায় শুক্রবার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দিবসে বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা হয় ডিএইচআর-এর তরফ থেকে। কেমন হবে নতুন লুক, তা অ্যানিমেশনের মধ্যে দিয়ে একটি শর্ট ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। ডিএইচআর সূত্রে খবর, স্টেশন সংস্কারের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'দার্জিলিং স্টেশন ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ফলে নকশায় তেমন পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে না। কিন্তু নকশার বদল না ঘটিয়ে সংস্কার করা হবে। নতুন কিছু ওয়েটিং রুম তৈরির পাশাপাশি ফলক জুড়বে।'

ইংরেজ আমলে তৈরি দার্জিলিং স্টেশনের প্রতিটি খাঁজেই ব্রিটিশ স্থাপত্যের প্রকাশ। বেশ কয়েকবার রঙের প্রলেপ পড়লেও, বড় ধরনের কোনও সংস্কারের কাজ করা হয়নি।

অ্যানিমেশনে দার্জিলিং স্টেশনের প্রস্তাবিত রূপ।

> দার্জিলিং স্টেশন ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ফলে নকশায় তেমন পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে না। কিন্তু নকশার বদল না ঘটিয়ে সংস্কার করা হবে। নতুন কিছু ওয়েটিং রুম তৈরির পাশাপাশি ফলক জুড়বে।
>
> **-ঋষভ চৌধুরী,** *ডিরেক্টর, ডিএইচআর*

কিন্তু এবার ঐতিহ্যের স্টেশনটির চেহারায় পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে রেল। সম্প্রতি সেকশন পরিদর্শনে এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। সেই সময়ই তাঁর কাছে স্টেশন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে ডিএইচআর। এরপরেই রেল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে। প্রস্তাব যায় ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির কাছেও। দু'পক্ষ থেকেই সবুজ সংকেত মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। এরপরেই একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ডিপিআর তৈরির ব্যাপারে কথা হয়। প্রাথমিকভাবে ওই সংস্থা একটি অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি করে রেলকে দিয়েছে। সংস্কারের পর কেমন হবে নতুন স্টেশন, তা ওই ভিডিওতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সূত্রের খবর, রেলকর্তারা বিষয়টি দেখে ছাড়পত্র দেওয়ার পরেই ডিপিআর বানানো হচ্ছে।

২০১৭-তে নতুনভাবে পাহাড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। টানা ১০৪ দিনের বনধের পাশাপাশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পাহাড়। হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া সোনাদা এবং গয়াবাড়ি স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয় আন্দোলনের সময়। আঘাত লেগেছিল দার্জিলিং স্টেশনেও। তখন স্থানীয়ভাবেই স্টেশনের সংস্কার হয়েছিল। শুক্রবার ডিএইচআর ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার দিনটি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে দার্জিলিং স্টেশনে রেলের এবং ডিএইচআরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই দার্জিলিং স্টেশনের সংস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি, ডিএইচআর-এর পক্ষ থেকে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের এদিন সকালে ফ্রি জয়রাইড পরিষেবা দেওয়া হয়। দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে ফের দার্জিলিংয়ে ফেরে ওই জয়রাইড।

কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড
বস্ত্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
বহরমপুর - 742 101, মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
EMail: csrtiber.csb@nic.in; csrtiber@gmail.com
[illegible]
ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ তারিখ: 19.04.2025
যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ২৮.০৪.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টায় প্রকল্প সহায়কের চুক্তিভিত্তিক দুটি পদের জন্য উপরের উল্লেখিত ঠিকানাটিতে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।
আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট-www.csrtiber.res.in এবং www.csb.gov.in -এ পরিদর্শন করুন।
নির্দেশক
CBC 41109/12/0002/2526

আজ টিভিতে

রোশনাই ১ ঘণ্টার মহাপর্ব রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বিধাতার খেলা, ১০.০০ সত্যমেব জয়তে, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.১৫ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.১৫ বন্ধু, রাত ১০.১৫ সাথী আমার, ১.০০ বাপি বাড়ি যা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.৩০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.২৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.২০ পাওয়ার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ প্রধান, রাত ১০.০০ দেয়া নেয়া, ১২.৩০ সোনার কেল্লা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্রদানী, সন্ধে ৭.৩০ ধূসর গোধূলি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমী, রাত ৯.০০ উনিশে এপ্রিল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৫ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৪.৫২ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, সন্ধে ৭.৫০ আরআরআর, রাত ১১.৩৪ অ্যাটাক

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১২.০৯ ক্রু, ২.২৬ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৫.৩৪ কুগল কুটাপ্পা, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ খিলাড়ি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৪৯ গুঞ্জন সক্সেনা-দ্য কার্গিল গার্ল, বিকেল ৩.৪৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর, সন্ধে ৬.৪৯ ফরেন্সিক, রাত ৯.০০ ফোন ভূত, ১১.১৬ মনমর্জিয়া

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.৩৩ আইস এজ-টু : দ্য মেল্টডাউন, ২.০১ চাইল্ডস প্লে, বিকেল ৩.২৫ নো টাইম টু ডাই, সন্ধে ৬.০৩ শাটার, ৭.২৭ আইস এজ, রাত ৮.৪৫ ওয়েডিং গেস্ট, ১০.১৯ রকি ফোর

দেয়া নেয়া রাত ১০.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

অগ্রদানী দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

হম সাথ সাথ হ্যায় দুপুর ১.১৫ **জি সিনেমা এইচডি**

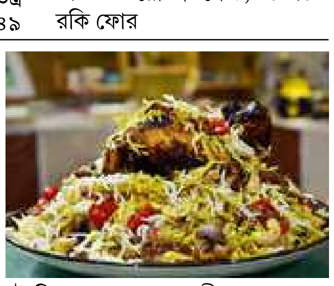

স্মোকি মোগলাই ভিকা শেখাবেন শ্যামলী যশ।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

চাকরিহারার বার্তা

দুঃস্থের বিয়েতে বিনামূল্যে ছবি তুলতে শর্ত

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল : আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়ের বিয়ের বিনামূল্যে ছবি তুলে দেবেন তিনি। শুধু শর্ত একটাই। পরিবারটি যেন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক না হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিবৃতি পোস্ট করেছেন আলিপুরদুয়ারের চন্দন দাস। চন্দন কোনও বিরোধী দলের সমর্থক নন, সদ্য চাকরিহারা এক শিক্ষাকর্মী। চাকরি হারিয়ে রাজ্যের শাসকদলের ওপর তিনি ক্ষুব্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পোস্টটা কিছুটা এরকম, '২৯ এপ্রিল অর্থাৎ ১৫ বৈশাখ ফাঁকা আছি। আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি কোথাও আর্থিকভাবে দুর্বল মেয়ের বিয়ে থাকলে বলবেন। ফ্রিতে ছবি তুলে দেব। শর্ত একটাই, ওই পরিবার যেন টিএমসি-র সমর্থক না হয়।'

চন্দন আলিপুরদুয়ার শহরের বালিকা শিক্ষামন্দিরের গ্রুপ-ডি'র কর্মী ছিলেন। ভালোবাসেন ছবি তুলতে, মাঝেমধ্যে ওয়েডিং ফোটোগ্রাফিও করে থাকেন। পেশা এবং নেশা নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল। সপ্তাহ দুয়েক আগে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো করে চাকরি চলে যায়।

তাই ফোটোগ্রাফিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন? তাঁর কথায়, 'এর আগেও দুঃস্থ পরিবারের বিয়েতে ফোটোগ্রাফি করেছি। অবসর পেলেই এই কাজটা করে থাকি। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য থাকে না। ২৯ এপ্রিল ফাঁকা রয়েছি, তাই এই পোস্টটা করেছি।' ইতিমধ্যে দু'-তিনটা কাজ এসেছে বলে জানালেন তিনি।

তবে কোনও দুঃস্থ পরিবার যদি তৃণমূলের সমর্থক হয় এবং ছবি তোলার জন্য অনুরোধ জানায়, তাহলে কী করবেন? চন্দনের কথায়, 'তাহলে হয়তো কাজটা করে দেব। কিন্তু তাদের বোঝাব।' তৃণমূল কী বলছে বিষয়টি নিয়ে? তৃণমূলের পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক রং দেখে এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া কাম্য নয়। এতে সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়বে।'

আরেক চাকরিহারা গ্রুপ-ডি কর্মী জয়দীপ সরকার অবশ্য বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে নারাজ। তিনি বললেন, 'এটা প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। এই মুহূর্তে সংশয়ে রয়েছি। রাজ্য সরকারের প্রতি আশা থাকলেও আস্থা নেই। তবে বিকল্প কিছু একটা তো ভাবতেই হবে।'

জেআইএস-এ নতুন উপাচার্য

নিউজ ব্যুরো

১৮ এপ্রিল : শিক্ষাবিদ ডঃ ভাস্কর গুপ্ত উপাচার্য হিসেবে জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। শিক্ষক ও একজন গবেষক হিসেবে প্রায় চার বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছেন তিনি। ভাস্কর গুপ্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদে ছিলেন। সেখানে উপাচার্যেরও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের হেডও ছিলেন তিনি। জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরুণজিৎ সিং বলেন, 'ডঃ ভাস্কর গুপ্তের দূরদর্শী অ্যাকাডেমিক নেতৃত্ব এবং গবেষণায় তাঁর প্রতিশ্রুতি জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সমৃদ্ধ করবে। তাঁকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি।'

মালাবারে 'আর্টিস্ট্রি শো'

নিউজ ব্যুরো

১৮ এপ্রিল : মালাবার গোল্ডস অ্যান্ড ডায়মন্ডসের শিলিগুড়ি স্টোরে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে 'আর্টিস্ট্রি শো'। এই শো চলবে সোমবার পর্যন্ত। এখানে থাকবে আনকাট ডায়মন্ড, প্রেসিয়া জেমস্টোন, পোলকি জুয়েলারির বিরাট সম্ভার। আধুনিক ডিজাইন ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে বানানো প্রতিটি গয়না। মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ বলেন, 'আধুনিক ডিজাইনের গয়না গ্রাহকদের পছন্দ হবে। আমাদের ফেয়ার প্রাইস প্রমিস সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছে।' এখানে মেকিং চার্জও অল্পই। ক্রেতারা খুব সহজেই পছন্দের গয়না কিনতে পারবেন। পুরোনো গয়নার ১০০ শতাংশ ভ্যালু এবং সার্টিফায়েড ডায়মন্ড দিচ্ছে মালাবার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
[illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

টিআরডি কাজ
[illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজ লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ।
বিবরণ : এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।
নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিসিএল-লিজ
[illegible]
নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.১০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TUFANGANJ
COOCH BEHAR, WEST BENGAL
(MIN. OF H.R.D. DEPTT. OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)
Govt. of India
Phone No. 03582-246802
NOTICE INVITING TENDER

F2-11/Tender/JNVT(COB)2025-26/ Date : 18/04/2025

The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2025-26 from the registered firms having valid GST registration and updated commercial Income Tax clearance certificate (Only for Grocery)

The tender forms, the sample of the materials required for the Vidyalaya & other details are available in the office on working days from date of publication on cash payment of **Rs.300/- (Rupees Three Hundred)** only for each item.

The same may also be downloaded from the official website of the Vidyalaya https://navodaya.gov.in.nvs/nvs-school/coochbehar/en/home/. If the tender forms downloaded from the website, the cost to tender form will be deposited in the **SBI Saving Bank A/c 30406103004** in favor of **the Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar payable at SBI Tufanganj, IFSC Code No. SBIN0011382, Branch Code-11382**. The deposit slip will be attached with the Tender form at the time of submission.

Sealed Tender duly complete in all respect with security money in the form of **Demand Draft only payable at SBI, Tufanganj, in favor of Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar** will be accepted up to 04:00 Pm on dated 20/05/2025 in the office of the Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar directly in the Drop Box available in the office.

The tender will be opened in the office of the Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar at 11:00 AM on 21/05/2025 in the presence of PAC Members & Tenderers.

Note:- The right to accept or cancel the tender (full) is under power of chairman PAC.

S.No.	Items / Particulars	Earnest Money
1	Grocery	Rs. 20000/-
2	Vegetables	Rs. 10000/-
3	Non Vegetarian food items	Rs. 10000/-
4	Milk, Milk Product & Sweets, Sweets & Snacks items	Rs. 5000/-
5	Daily Use Items	Rs. 5000/-
6	Stitching of Uniform	Rs. 3000/-
7	Washing and Ironing of Uniform and Bedding Items	Rs. 1000/-
8	Computer AMC	Rs. 1000/-
9	Camera AMC	Rs. 1000/-
10	Student Medicine	Rs. 1000/-
11	Hair Cutting	Rs. 1000/-

Date of floating Tender	20/04/2025
Last Date of receiving the Tender form (Online/Offline)	18/05/2025 up to 01:30 PM
Last Date of submission of Tender (Hard Copy with sealed envelop)	20/05/2025 up to 04:00 PM
Date of opening of the tender	21/05/2025 at 11:00 AM

PRINCIPAL

রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ও কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম
তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৩৫টি স্টেশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক কনট্রাক্ট (আরডিএন) এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা এলসিডি/এলইডি টিভি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। [illegible]
এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ১৬-০৪-২০২৫ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আই/সি) তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সেতুর কাজ
[illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
[illegible]
ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ
[illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি
[illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

স্মার্ট প্রিপেইড কাম পোস্ট পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা
[illegible]
উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সহায়ক ডিইই/ জি এন্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

হরিদ্বারে দাদা বৌদির হোটেলে সব ধরনের কাজের লোক চাই। থা-কা-খাওয়া সহ 10,000/month. 8447993902. (K)

•

Glocon Equisolutions Pvt. Ltd. Hiring : Accountant (Full Time) & Back office Min 2 yrs exp. Must know Tally. Apply : r.chakraborty@glocon.co.in/9832620849. (C/116149)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. M : 86044-60736, 96963-01588. (C/116057)

অ্যাফিডেভিট

আমি অর্চনা বর্মন, ভুলবশত আধার/রেশন কার্ডে Acharna Barman হওয়ায় 8/4/25 ইং দিনহাটা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে অর্চনা বর্মন হলাম। Archana/Acharna Barman একই ব্যক্তি। গ্রাম, ৫৩৭ শিঙিমারী। (D/S)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও অজানা ব্যক্তিকে টাকা ধার দেবেন না। ছেলের চাকরির খবরে আনন্দ। বৃষ : অল্পেই খুশি থাকুন। বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে সমস্যা হতে পারে। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। হাঁটুতে আঘাত লাগতে পারে। কর্কট : বহুদিনের কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। সিংহ : নিজের ভুল স্বীকার করুন। মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। প্রেমে শুভ। কন্যা : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটবে। হারানো জিনিস ফেরত পাবেন। তুলা : কোনও আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ধনু : বাবা ও মা'র সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। মাথা যন্ত্রণায় ভোগান্তি। মকর : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা। কোনও পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কুম্ভ : কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে দামি উপহার পাবেন। ভাইয়ের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। মীন : বাড়িতে পুজোর আয়োজন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মিটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ চৈত্র, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫, ৫ বহাগ, সংবৎ ৬ বৈশাখ বদি, ২০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৭, অঃ ৫।৫৬। শনিবার, ষষ্ঠী দিবা ২।১। মূল্যনক্ষত্র দিবা ৬।৪২। শিবযোগ রাত্রি ৯।২৫। বণিজকরণ দিবা ২।১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৬।৪২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ২।১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ২।১ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৬।৫২ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২১ মধ্যে ও ৩।৫২ গতে ৫।১৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৫২ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, দিবা ১০।২৫ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ২।১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভরসা সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ রায় ■ ২১ এপ্রিল ফের পথে শিক্ষকরা

রিভিউয়ে নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ রায়ই রিভিউ পিটিশন দাখিলে ভরসা জোগাচ্ছে এসএসসি ও শিক্ষা দপ্তরকে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট সদ্য রায় দিয়েছে, ২৬ হাজার চাকরিহারার মধ্যে অযোগ্য বিবেচিত হননি এমন শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারবেন। শেষোক্ত এই রায় নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে সরকারি মহল ও বিশিষ্ট আইনজীবীদের মধ্যে।

প্রাথমিক যুক্তি হিসেবে তাঁদের প্রশ্ন, অযোগ্য বলে চিহ্নিত হননি এমন শিক্ষকরা যদি আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকতে পারেন তবে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মূল রায়ে তাঁদের চাকরি বাতিল হবে কেন? অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হননি এমন যোগ্য শিক্ষকদের তালিকাকে কেন মান্যতা দেওয়া হবে না? এসএসসির দেওয়া তালিকা সিবিআই পেশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। ওই তালিকাতেই যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নাম আছে। রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি-র বক্তব্য, ওই তালিকা যখন সর্বোচ্চ আদালত মান্যতাই দিচ্ছে, তাহলে যোগ্য ও অযোগ্যদের বাছাইয়ের প্রশ্ন আবার আসে কী করে?

শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে পেশ করার আগে এ প্রশ্নই এখন কিছুটা হলেও ভরসা জোগাচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এদিন ছুটির দিন সত্ত্বেও সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসিতে পুরোদমে এই মামলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রস্তুতি চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এদিনও কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এসএসসি-র কর্তাব্যক্তিদেরও প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সরকারি মহলের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'এই মামলায় পর পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলেই আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন। এই মামলায় মূল রায়ে সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিল ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলই। পরে রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জির ভিত্তিতে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হননি এমন শিক্ষকদের চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকবে বলে আবার রায় দেওয়া হল সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে। সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি ও সিবিআইয়ের পেশ করা তালিকায় যোগ্য ও অযোগ্যদের চিহ্নিত করার মাপকাঠির কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি শেষোক্ত সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায়ে। তাছাড়া অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হননি এমন শিক্ষকদের কথা রায়ে বলা হলেও এই মাপকাঠিতেই অযোগ্য নন এমন শিক্ষাকর্মীদের কথা বলা হল না কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? জটিলতার শুরু এখান থেকেই।'

নবান্নের খবর, এই মুহূর্তে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরাও তাঁদের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, যোগ্য শিক্ষকরা যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকতে পারেন, তবে তাঁরা যোগ্য শিক্ষাকর্মীরা পারবেন না কেন? শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে সরকারি মহলে উদ্বেগের পাশাপাশি নতুন চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে চাকরি বাতিলের মূল রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশন কবে পেশ করবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন না দিলে তা চূড়ান্ত হবে না। তবে তার আগে সুপ্রিম কোর্টের শেষোক্ত রায়ের ওপর ভরসা করে সরকার রিভিউ পিটিশনের ঘুঁটি সাজাচ্ছে। শিক্ষাকর্মীদের বিষয়টিও তাতে যুক্ত করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষাসচিবের বিরুদ্ধে মামলা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের শিক্ষাসচিবের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা দায়ের করেছেন এক পার্শ্বশিক্ষক। তাঁর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়নি। অযোগ্যদের বেতন ফেরানোর নির্দেশও কার্যকর করেনি রাজ্য। শীর্ষ আদালত যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশগুলি কার্যকর করা হয়নি। তাই শিক্ষাসচিব, এসএসসি, বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সোমবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জিতে সাড়া দিয়ে 'যোগ্য' অভিহিত শিক্ষকরা ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালতের রায় কার্যকর না হওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টেই আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছে।

চাকরিহারাদের অভিযানে সৌরভের 'না'

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'। সেই অভিযানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর বেহালার বাড়িতে চিঠি দিয়ে এসেছিলেন মঞ্চের প্রতিনিধিরা। চাকরিহারাদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার সৌরভ জানিয়ে দিলেন, 'আমায় রাজনীতিতে জড়াবেন না।'

চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের দাবি ছিল, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে সৌরভকে আন্দোলনে পাশে পাওয়া সম্মানের এবং গুরুত্বের। তবে সৌরভ সেই ডাকে সাড়া দিলেন না। নবান্ন অভিযানকে তিনি 'রাজনীতি' আখ্যা দেন। সুপ্রিম কোর্টের তরফে বৃহস্পতিবার শিক্ষকদের স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' কর্মীদের কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেই ইস্যুতেই শুক্রবার চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা পার্ক সার্কাস থেকে তৃণমূল ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন। সেখানে তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের দাবিও জানান। তাঁরা বলেন, 'শুধুমাত্র শিক্ষকরাই কেন স্কুলে ফিরবেন? শিক্ষাকর্মীদের কি কোনও গুরুত্ব নেই? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ উত্তর দিক।'

চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে কাঁদড়া অতুলকৃষ্ণ হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষাকর্মী হিসেবে রয়েছেন বর্ধমান উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিকের খুড়তুতো ভাই শান্তনুও। তবে তৃণমূলের একাংশের অভিযোগ, 'মাথার ওপর বিধায়ক দাদার হাত থাকার কারণে চাকরি পেয়েছেন তিনি।' তবে শান্তনুর দাবি, 'চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে দাদার হাত নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ৩ এপ্রিল থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম ২০১৬' জানিয়েছে, শিক্ষকরা যেভাবে স্কুলে ফেরার স্বস্তি পেয়েছেন, সেভাবে শিক্ষাকর্মীরাও আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবেন। 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র একাংশের মতে, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলেও ২১ এপ্রিল এসএসসি অভিযানের আগে তাঁরা স্কুলের চাকরিতে ফিরবেন না। অন্য অংশ বলছে, 'যতক্ষণ না পুনরায় প্যানেল প্রকাশ করা হচ্ছে, ততক্ষণ শিক্ষাকর্মীদের পাশে রয়েছি। নিজেদের জন্যও লড়াই জারি রাখব। আন্দোলন সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।'

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদল এসএসসি'র

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদল আনতে চলেছে এসএসসি। সেই বদলগুলি প্রস্তাব আকারে স্কুলশিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সরকারের অনুমতি মিললে নিয়োগবিধি বদল করে দেওয়া হবে। স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, নিয়োগবিধি বদল হলে পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের কার্বন কপি হাতে পেতে পারেন। এমনকি সেই কপি তাঁরা বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারবেন।

এসএসসি জানিয়েছে, স্কুলশিক্ষা দপ্তরকে এসএসসির ফলাফল বেরোনোর আগে উত্তরপত্র প্রকাশ করার নতুন প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার পর কাউন্সেলিং পর্বেও কিছু বদল আনা হতে পারে। তবে সব সিদ্ধান্তই আলোচনার পর গ্রহণ করা হবে। এপ্রিল মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগবিধির প্রস্তাব প্রস্তুত করে স্কুলশিক্ষা দপ্তরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সরকার সেই সম্পূর্ণ প্রস্তাবে সায় দিলেই বিধি মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

নতুন কিছু পরিবর্তন আনার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি বলেন, 'এই নিয়ে প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে।' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ মে-র মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে আদালতে হলফনামা দেবে রাজ্য সরকার। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষও করতে হবে। ফলে ২০২২ সালের পুরোনো খসড়া নিয়ে আবারও তৎপর হয়ে উঠেছে এসএসসি।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ **কমলেশ্বর বর্মন ও রেবা বর্মন রায় :** আজ তোমাদের রজত জয়ন্তী বিবাহবার্ষিকীর জন্য আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। প্রণাম নিও। সুবর্ণ জয়ন্তীর অপেক্ষায় রইলাম। স্নেহের - **মিতালি (কন্যা), প্রণবেশ (পুত্র), অন্যান্যরা - অম্লান, টিনামণি, অধ্যয়ন, নবীন, অপূর্ব, প্রিয়ংকা ও অয়ন্তিকা,** ভোগডাবরী কেশরীবাড়ি, কোচবিহার।

পুলিশের ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা প্রত্যাহার

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : পুলিশের হাতে দেওয়া 'ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা' প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করতে গেলে পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদে অশান্ত পরিবেশের কারণে সেখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা প্রয়োগ করতে হয়েছিল। তাই ৯ এপ্রিল নবান্নের তরফে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করে পুলিশের কয়েকজন পদস্থ কর্তাকে এই ধারা জারি করার অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার নবান্নের পক্ষ থেকে ফের নির্দেশিকা জারি করে ওই ধারা প্রয়োগের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ফলে এবার থেকে কোথাও প্রয়োজনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করতে হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি বাধ্যতামূলক করা হল। যদিও নবান্নের তরফে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ওয়াকফ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা, ভাঙড় সহ একাধিক জায়গা উত্তপ্ত হয়। সবচেয়ে বেশি গোলমাল ছড়ায় মুর্শিদাবাদের তিনটি থানা এলাকায়। তখন জরুরি ভিত্তিতে এই নির্দেশিকা জারি করতে হয়েছিল। মূলত জরুরি প্রয়োজনে সময় বাঁচাতে পুলিশকে এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে বলে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছিল। কারণ, কোথাও বড় গোলমাল বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে জরুরি প্রয়োজনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে অনেক সময় নষ্ট হতে পারে। সেই কারণে জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পুলিশের হাতে ওই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের ঘটনায় ২৭২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। আরও কয়েকজনের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আগামী দু-একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যৌন সম্পর্ক অপরাধ নয়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে উভয়ের সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক ফৌজদারি অপরাধ নয়। এক্ষেত্রে বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ গ্রাহ্য নয় বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। আবেদনকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ান। এই মামলাতে বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দের পর্যবেক্ষণ, 'উভয়েই বিবাহিত। একে অপরের বৈবাহিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত। এই পরিস্থিতিতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ যথাযথ নয়। এটি সম্মতি হিসেবে বিবেচিত।'

গুডফ্রাইডে উপলক্ষ্যে বিশেষ শোভাযাত্রা। শুক্রবার কলকাতার তালতলায়। ছবি : আবির চৌধুরী

জিও ট্যাগিং ব্যবস্থা চালু তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ করেছে তৃণমূল। কিন্তু তালিকায় যাতে একজনও ভুয়ো ভোটার না থাকতে পারে, তার জন্য জিও ট্যাগিং ব্যবস্থা চালু করল তৃণমূল। গত বুধবারই 'দিদির দূত' অ্যাপ চালু হয়েছে। কোন জেলায় কোন কোন ভোটারের বাড়িতে দলীয় নেতৃত্ব যাচ্ছেন, তার রিপোর্ট দ্রুত দিদির দূত অ্যাপের মাধ্যমে রিয়েল টাইম যাচাই ও জিও ট্যাগিং করা হচ্ছে। বিএলএ-২ কর্মীরা তাঁদের সমীক্ষার ভিত্তিতে এই তালিকা আপডেট করছেন। বিএলএ-২-দের প্রশিক্ষণের কাজও ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের ২৬টি সাংগঠনিক জেলায় ৮০ হাজারেরও বেশি বুথে এই অভিযান চালানো হবে। কোনও জেলায় ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান পাওয়া গেলেই তা জেলা প্রশাসনের কাছে জানানো হবে ও ওই নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিএলএ-২-রা নিশ্চিত করবেন। বিএলএ-২-দের এই কাজে সহায়তা করবেন দলের জেলা সভাপতি, স্থানীয় বিধায়করা।

২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি এই ভুয়ো ভোটারের বিষয়টি সামনে আনেন। এরপর দলের সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কীভাবে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা যাবে, তার রূপরেখা ওই বৈঠকেই তৈরি করে দিয়েছিলেন অভিষেক। তারপরই রাজ্যের ২৬টি সাংগঠনিক জেলায় বিএলএ-২-দের নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁরাই মূলত ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজে নেতৃত্ব দেবেন।

ভুয়ো ভোটার ধরতে উদ্যোগ

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত অনলাইনে যে সমস্ত নাম তোলা হয়েছে, সেগুলির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে অনলাইন ব্যবস্থায় নাম তুলে অনেকে ভুয়ো ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন মমতা ও অভিষেক। সেই কারণে এইসব রাজ্যেও অনলাইনে যে নামগুলি তোলা হয়েছে, সেগুলি আরও যাচাই করছে তৃণমূল।

পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দিল্লি ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল, এক বছরের মধ্যে সেখানে অস্বাভাবিক হারে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে। আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, এইভাবে ভুয়ো ভোটারের মাধ্যমে দিল্লি ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ওই দুটি রাজ্য দখল করেছিল বিজেপি। এই রাজ্যেও তারা অনলাইনে নাম তুলে প্রচুর ভুয়ো ভোট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সেই কারণেই আমাদের কর্মীরা ভুয়ো ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ করছেন। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা রাখতে আমরা প্রযুক্তিরও সাহায্য নিচ্ছি।'

ডাক্তারদের তছরুপের মামলা খারিজ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের সময় অনুদানের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে জুনিয়ার চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলা সম্প্রতি খারিজ করে দিয়েছে বিধাননগর আদালত।

আরজি কর আন্দোলনের সময় অনুদানের কত টাকা তাঁরা কোথায় খরচ করেছেন তার অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট বা ডব্লিউবিজেডিএফ। কিন্তু সেই টাকা অপব্যবহারের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি। এ বিষয়ে বিচারক জানান, মামলাকারীর অভিযোগ অনুমান নির্ভর। এর কোনও ভিত্তি নেই। তাই মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতে শাসকপন্থী ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ৬ দফা প্রশ্ন রেখেছে। তাদের প্রশ্ন, মাত্র তিনটি অ্যাকাউন্ট থেকে সংগৃহীত টাকার হিসেব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অফলাইন ও নিজস্ব অ্যাকাউন্টে টাকা সংগ্রহের হিসেব দেওয়া হয়নি। বিচারের নামে সংগৃহীত অর্থ ডব্লিউবিজেডিএফের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের রসদ কি না, অনশন কর্মসূচিতে সাড়ে চার লক্ষ টাকা খরচ কী করে সম্ভব, ৪৭ লক্ষ টাকা কোন আইনি খাতে ব্যয় করা হয়, স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের নামে ১৮ লক্ষ টাকার হিসেব কীভাবে হল সহ একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে।

আজ জয়েন্টের ফলপ্রকাশ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : জয়েন্ট এন্ট্রান্স ২০২৫ সালের সেশন-২-এর ফলাফল ও লিংক ১৯ এপ্রিল শনিবার থেকে সচল হবে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি(এনটিএ)। শুক্রবার দুপুর ২টোয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইনসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে (jeemain.nta.ac.in) চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই ওয়েবসাইট থেকেই শনিবার চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে, ২৭ এপ্রিল হবে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (ডব্লিউবিজেইই)। পরীক্ষা হবে অফলাইনে ওএমআর শিটের ওপর। প্রথমপত্রের পরীক্ষা চলবে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা চলবে দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড।

প্রশাসনিক বৈঠক আজ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শনিবার বিকালে নবান্নে বৈঠকে বসছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ১২টি দপ্তরের কর্তারা ছাড়াও বৈঠকে থাকবেন জেলা শাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসকরা। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জাল ওষুধের খোঁজ মিলছে। ইতিমধ্যেই ড্রাগ কন্ট্রোল তদন্তও শুরু করেছে। জাল ওষুধ আটকাতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য, বিপর্যয় মোকাবিলা, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, কৃষি, শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবদের থাকতে বলা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে। তাই সেখানকার প্রস্তুতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবাদে সংখ্যালঘুরা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের' তত্ত্বাবধানে শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পোলেরহাট ফুটবল ময়দানে 'ওয়াকফ বাঁচাও সমাবেশ'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। পাশাপাশি এদিন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে সংখ্যালঘুদের শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। এদিন 'বারুইপুর ওয়াকফ বাঁচাও কমিটি'-র তরফেও মহামিছিল করা হয়।

দিলীপের বিয়ে, মিষ্টি বিলি কীর্তির

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ১৮ এপ্রিল : কলকাতায় রীতিমতো চমক দিয়ে বৈশাখের একেবারে প্রথম লগ্নে বিয়ে সারলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ দিলীপ ঘোষ। আর পদ্ম শিবিরের হেভিওয়েট নেতার নতুন জীবনের প্রবেশে দুর্গাপুরে আনন্দে আত্মহারা অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। তিনি এতটাই আনন্দিত ও খুশি যে, শুক্রবার 'মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়' গানের তালে নিজে গলা মেলালেন। খেলেন মিষ্টি, খাওয়ালেন অন্যদেরও। ভুললেন না দিলীপকে অভিনন্দন জানাতেও।

দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দিলীপের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তির লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লোকসভা কেন্দ্র দখলে রেখে শেষ হাসি হেসেছিলেন কীর্তি। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপের বিয়ের খবরে আনন্দিত কীর্তিকে এদিন দেখা গেল অন্য মুডে। কীর্তি বলেন, 'দিলীপদা ও নতুন বৌদিকে অনেক অনেক অভিনন্দন। তাঁদের নতুন জীবন সুখের হোক। আমরা একে অপরের রাজনৈতিক বিরোধী। কিন্তু সবার কাছে বিয়ে ও তারপরের জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিলীপদার বিয়েতে শুভেচ্ছা জানানো আমার কর্তব্য।' এদিন সাংসদের সঙ্গে আনন্দ করলেন দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরাও।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

13.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99A 42727 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করে আমার আর্থিক সম্পদকে একটি আশ্চর্যজনক স্তরে উন্নীত করেছে। ডিয়ার লটারি অনেক মধ্যবিত্ত লোকের জীবনে ত্রানকর্তা হয়ে উঠেছে যাদের জীবনে এক কোটি টাকা দেখার সীমিত সুযোগ রয়েছে। এটি আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটি সুখবর হয়ে উঠেছে। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে সাহায্য করবে।"
পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা অনিল মণ্ডল - কে
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আরপিএফের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

বাগডোগরা, ১৮ এপ্রিল : পার্কিং ফি'র নামে গাড়িপিছু ১০০ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়াল বাগডোগরা রেলস্টেশন চত্বরে। অভিযোগের তির আরপিএফ-এর দিকে। স্থানীয় ট্যাক্সিচালকদের অভিযোগ, গায়ের জোরে তাঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে। প্রতিবাদ করায় ধূমপান করার দায়ে জরিমানার রসিদ ধরিয়ে দেওয়া হয়। তবে আরপিএফ অভিযোগটি অস্বীকার করেছে।

বাগডোগরা স্টেশনে উত্তেজনা

অভিযুক্ত কনস্টেবল অমিত কুমার বলেন, 'স্টেশনের মাঠে যত্রতত্র রাখা ট্যাক্সিগুলো আমি ঠিকমতো রাখতে বলি। পার্কিংয়ের জন্য কোনও টাকা চাইনি। ধূমপান ও পিক ফেলার জন্য জরিমানা করেছি।' বাগডোগরার স্টেশন মাস্টার সুরজিৎ দাস সমস্যাটি সম্পর্কে বলেন, 'পার্কিং সমস্যা সম্পর্কে আমাকে কেউ জানাননি। এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

মাটিগাড়ার একটি হোটেলে বিয়ে উপলক্ষ্যে শুক্রবার ২৬টি ছোট গাড়ি শুক্রবার বাগডোগরা স্টেশনে ভাড়া নিতে এসেছিল। পাটনা থেকে শতাধিক যাত্রী রাজেন্দ্রনগর-এনজেপি ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসে বাগডোগরা স্টেশনে নামেন। তাঁদের জন্য অপেক্ষারত গাড়িগুলির অন্যতম চালক রাজু পাসোয়ানের অভিযোগ, 'ট্যাক্সিগুলো দাঁড় করিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করছিলাম। অমিত কুমার নামে আরপিএফের এক কনস্টেবল পার্কিং ফি'র নাম করে গাড়িপিছু ১০০ টাকা দাবি করেন। অথচ এলাকায় কোনও পার্কিং জোন নেই।'

ময়ূরের পালক বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : সুকনা রেঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ময়ূরের ৫৭ হাজার পালক থেকে তৈরি ৭৩৩টি পাখা বাজেয়াপ্ত করল বন দপ্তর। মিলনপল্লির ফণীভূষণ রোডের বাসিন্দা অমল কর্মকারের বাড়িতে উদ্ধার হয় পাখাগুলি। রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি বলেন, 'আমাদের কাছে প্রায়ই বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগ আসছিল। সেই সূত্রে অভিযান চালানো হয়।' ময়ূরের পালক কোথা থেকে আনা হয়েছে, তার নথি দেখাতে পারেননি অমল। বন দপ্তরের মতে, উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলির বাজারমূল্য প্রায় এগারো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। ময়ূরের পালক কোথা থেকে এল, কোথায় পাচার করা হচ্ছিল ইত্যাদি জানতে একজনকে আটক করেছে বন দপ্তর।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আমাদের ছুটি ছুটি।। কোচবিহারের আরজি খামার সিতাইয়ে ছবিটি তুলেছেন তপন বর্মন।

সরকারি শিক্ষার হাল ফেরাতে উদ্যোগ

শিক্ষকদের হাজিরায় অ্যাপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বেসরকারি স্কুলের দাপটে পাহাড়েও কোণঠাসা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। অনুন্নত পরিকাঠামোর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি। বেহাল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দিনমজুররাও এখন সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে এবার উদ্যোগী হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। প্রথমেই বেড়ি পরানো হয়েছে প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষকদের। সময়ানুবর্তিতায় জোর দিয়ে তাঁদের জন্য চালু হয়েছে অ্যাপ। যার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্কুলে প্রবেশ এবং স্কুল ছাড়ার সময় সচিত্র উপস্থিতির স্বাক্ষর দিতে হচ্ছে। স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান জিটিএ-র শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ তথা ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান।

সমতল থেকে পাহাড়, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বিস্তর। এমন অবস্থার জন্য পরিকাঠামোগত সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি একশ্রেণির শিক্ষক দায়ী বলে মনে করেন অনেকেই। অভিযোগ, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের একাংশ নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পা রাখেন না, ছুটির ঘণ্টা পড়ার আগেই বাড়ির পথে পা বাড়ান। মূলত এই প্রবণতার পরিবর্তনের পাশাপাশি নজরদারি রাখতে জিটিএ-র অ্যাপের ওপর নির্ভরতা।

জিটিএ এলাকায় ১৩টি সার্কেলে ৭৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ২,৩০০ জন। দশকের পর দশক ধরে নজরদারির অভাবে পাহাড়ের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ভগ্নপ্রায় অবস্থা। প্রতিটি স্কুল ভবনের অবস্থা বেহাল, বৃষ্টি হলে শ্রেণিকক্ষ জলে ভরে যায়। শিক্ষক, শিক্ষিকারাও নিয়মিত স্কুলে আসেন না বলে অভিযোগ। সবমিলিয়ে পাহাড়ের গরিব মানুষও বিনা খরচে আর সরকারি স্কুলে সন্তানদের পড়াতে চাইছেন না। তাঁরা বেছে নিচ্ছেন বেসরকারি স্কুলগুলিকে।

উদ্যোগ জিটিএ'র

- জিটিএ এলাকার সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকরা অনিয়মিত
- এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জিটিএ
- সময়ানুবর্তিতায় জোর দিয়ে শিক্ষকদের জন্য চালু হয়েছে অ্যাপ
- এর মাধ্যমে শিক্ষককে স্কুলে প্রবেশ এবং স্কুল ছাড়ার সময় সচিত্র উপস্থিতির স্বাক্ষর দিতে হচ্ছে

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সুদিন ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে জিটিএ। শিক্ষকদের নিয়মিত স্কুলে আসায় নজরদারির পাশাপাশি পড়ুয়াদের সরকারি ইউনিফর্মের পরিবর্তে ব্লেজার দেওয়া এবং স্কুল ভবনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে বলে রাজেশ জানান।

জিটিএ-র তরফে ইতিমধ্যেই 'নোট ক্যাম' নামে একটি অ্যাপ ব্যবহার শুরু হয়েছে। অ্যাপে পাহাড়ের ৭৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই গ্লোবাল পজেশনিং সিস্টেমের (জিপিএস) মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছে। স্কুলগুলির প্রত্যেক শিক্ষক, শিক্ষিকাকে ওই অ্যাপ নিজের স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে লগ-ইন করতে হচ্ছে। পাহাড়ের সরকারি স্কুলে সকাল ৮.৪৫ মিনিটে স্কুলে আসা এবং ২.৪৫ মিনিটে স্কুল ছুটি দেওয়ার নির্দেশিকা রয়েছে।

প্রত্যেক শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করতে হবে। আবার স্কুল ছুটির পর একইভাবে তাঁকে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আপলোড করতে হবে। ১০-১৫ মিনিট ছাড় দেওয়া হলেও দিনের পর দিন তা মেনে নেওয়া হবে না। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শোকজ করা হবে বলে শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছে। জিটিএ সূত্রের দাবি, পথে যানজটের জেরে অনেকদিন সমস্যা হচ্ছে বলে কিছু শিক্ষক, শিক্ষিকা অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই বিষয়টি জিটিএ-র তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। পাঞ্জিপাড়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরবস্থা দেখলেন অরুণ ঝা।

নার্সই একা কুম্ভ

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

গোয়ালপোখর, ১৮ এপ্রিল : কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। অথচ বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। চিকিৎসা পরিষেবার নামে মিলছে শুধুই ধোঁকা।

কথা হচ্ছে গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা নিয়ে। এখানে এক বছর ধরে স্থায়ী চিকিৎসক নেই। কেউ যদি শরীরে ক্ষত নিয়ে আসেন, সেক্ষেত্রে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, সেলাইটুকু করার কেউ নেই। পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওয়েবেদুল্লা শামসের (মুন্না) নিজেই সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন।

এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা চিকিৎসক না থাকা। তার ফলে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সমস্ত কাজ সামলাতে হয় নার্সকে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকতেই দেখা গেল এক তরুণী রোগী দেখছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল,

- আপনি কি চিকিৎসক?

তরুণীর পালটা প্রশ্ন,

- আপনার কী হয়েছে? কোনও ওষুধ লাগবে?

- না, আসলে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা জরুরি ছিল।

এবার সতর্ক হয়ে যান তরুণী। তিনিই 'একা কুম্ভ' নার্স, প্রিয়াংকা সিংহ। রোগী দেখা, ওষুধ দেওয়া থেকে যাবতীয় কাজ তাঁকেই সামলাতে হয়।

তাঁর পাশের চেয়ারে বসে ছিলেন এক ব্যক্তি। 'আপনি কি ফার্মাসিস্ট?' রণজিৎ মল্লিক নামে ওই ব্যক্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না। আমি সাফাইকর্মী।' এরপর দুপুর গড়িয়ে গেলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর দেখা পাওয়া যায়নি।

পাঞ্জিপাড়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রিয়াংকার তো রোগী দেখার এক্তিয়ার নেই। কিন্তু তরুণী অসহায়, চিকিৎসক নিয়োগই হয়নি যে। এতে সমস্যায় পড়ছেন রোগীরা। সামান্য কিছু ওষুধ পাওয়া গেলেও প্রেসক্রিপশন মেলে না। ফলে কোনও রেকর্ড থাকে না। এখানে রক্ত পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই।

অপারেশন থিয়েটার, পুরুষ ও মহিলা বিভাগ, আউটডোরের জন্য একাধিক ঝাঁ চকচকে ঘর তৈরি হয়ে পড়ে আছে। সব ঘরে তালা ঝুলছে। পরিজনের জন্য নির্মিত প্রতীক্ষালয়তেও ঝুলছে তালা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থায় ক্ষুব্ধ মুন্না। তাঁর কথা, 'বারবার প্রশাসনিক বৈঠকে বিষয়টা বলেছি। প্রায় ৫০ হাজার মানুষের জীবনের ব্যাপার। মন্ত্রীকেও (গোলাম রব্বানি) একাধিকবার আর্জি জানিয়েছি।' কিন্তু তারপরেও কারও কোনও হেলদোল নেই।

কুটিবস্তির বাসিন্দা পেশায় ভ্যানচালক নুর আলম মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। উপসর্গ শুনে নার্স তাঁকে ওষুধ দেন। সঙ্গে কয়েকটি পরীক্ষা করানোর জন্য লোধন গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। নুর তখন বলেন, 'আমি ভ্যান টানলে সংসার চলে। আর বাইরে যাওয়া মানেই হাতে টাকা নিয়ে যেতে হবে। পরিবারের মুখে ভাত তুলে দেব, নাকি ডাক্তার দেখাব!'

ডোহাপাড়ার আবদুল জলিল বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন। তিনিও নুরের মতো এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। জলিলের বক্তব্য, 'এখানে রক্ত পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা নেই। হয় বাইরে থেকে অনেক টাকা খরচ করে রিপোর্ট করাতে হবে। নয়তো কিশনগঞ্জ বা ইসলামপুর যেতে হবে। আসলে আমাদের যন্ত্রণা বোঝার কেউ নেই।' কথাগুলি বলে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন আবদুল।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরবস্থার বিষয়টি জানেন মন্ত্রী রব্বানি। তিনি বলছেন, 'বিষয়টি আমরা অগ্রাধিকার দিয়েই দেখছি। চিকিৎসকের সংকটের কারণে সমস্যা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আশা করি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।' সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন এখানকার বিএমওএইচ আবদুল বারিও। তাঁর মন্তব্য, 'সংকটের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি মানুষকে যথাযথ পরিষেবা দেওয়ার।'

আধিকারিক, মন্ত্রী যতই আশাবাদী হোন না কেন, বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু একেবারেই শোচনীয়। মানতাসা খাতুন তাঁর মাথা ফেটে যাওয়া তিন বছরের শিশু মকসুদকে নিয়ে এসেছিলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মকসুদের কপালে ব্যান্ডেজ। সেলাই হল না। নার্স প্রিয়াংকা বললেন, 'সেলাই করার এক্তিয়ার আমার নেই। তাই ছেলেকে নিয়ে ওই মহিলাকে লোধন গ্রামীণ হাসপাতালে যেতে হবে।' এমতাবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, যদি পরিষেবাই না পাওয়া যায়, তাহলে এত খরচ করে বিল্ডিং বানিয়ে কী লাভ? উত্তর সময়ই বলবে।

সেলাই করার কেউ নেই

- পাঞ্জিপাড়া প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক বছর ধরে স্থায়ী চিকিৎসক নেই
- ক্ষত নিয়ে এলে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, সেলাই করার কেউ নেই
- পুরুষ ও মহিলা বিভাগ, আউটডোরের জন্য নির্মিত ঘরগুলিতে তালা ঝুলছে
- রোগীর পরিজনের জন্য নির্মিত প্রতীক্ষালয়তেও ঝুলছে তালা

ভূতুড়ে ভোটার খুঁজবে তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ফের 'ভূতুড়ে ভোটার' খোঁজার কাজে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার থেকে শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমা পরিষদ এলাকায় 'বাংলার ভোট রক্ষা' নামে অভিযান শুরু হবে। শাসকদলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেন, 'শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ১৪টি ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ১০১১ জন বুথ লেভেল এজেন্টকে এই কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।' অ্যাপের মাধ্যমে এই কাজ হবে বলেও তিনি জানান।

প্রতিবাদ সভা

খড়িবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহাবীরস্থানে প্রতিবাদ সভা করল এবিটিএ ও এবিপিটিএ। শুক্রবার সংগঠন দুটির তরফে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, বৈধ ও যোগ্যদের চাকরি ফেরত এবং নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, শিলিগুড়ির মহকুমা সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আলোকঝাড়ি গ্রামে শুক্রবার সকালে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম মহম্মদ এজাজ (২৫)। সকাল ৬টা নাগাদ পরিবারের লোক বাড়িতে পরিত্যক্ত ঘরে ঝুলন্ত দেহটি দেখে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়। মৃতের কাকা মহম্মদ নজরুদ্দিন জানান, তরুণ মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

বেলা অবেলার খেলা...

শুক্রবার বালুরঘাটের অযোধ্যা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

রাস্তা নিয়ে সোচ্চার বাসিন্দারা

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ এপ্রিল : সঠিকভাবে পাকা রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে না। এমন অভিযোগে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী থেকে শুরু করে পদযাত্রী সকলেই। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিউসিপাকড়ি এলাকার। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ ওই রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ও।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তিস্তা ক্যানাল সংলগ্ন এলাকার রাস্তা থেকে লিউসিপাকড়ি বাজার, হাতিরাম হয়ে রহমুজোত লালদাসজোত চার লেন রাস্তা পর্যন্ত ভিতরের প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই রাস্তার কাজ হচ্ছে। সমস্ত সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু হলে একটি বোর্ড বসানো হয়। অথচ, এত টাকার ওই রাস্তার কাজের জন্য ঠিকাদারি সংস্থা কোথাও কোনও বোর্ড লাগায়নি বলে অভিযোগ।

লিউসিপাকড়িতে নির্মীয়মাণ এই রাস্তা এখন চর্চায়।

কেন ঠিকাদারি সংস্থা নিয়মের তোয়াক্কা করল না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বলেন, 'লিউসিপাকড়ি মোড় থেকে হাতিরামজোত পর্যন্ত ওই প্রকল্পে নির্মিত ঢালাই রাস্তা তৈরির মাস দুয়েকের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সিমেন্ট উঠে গর্ত তৈরি হয়েছে। সামনে বর্ষায় গ্রামের মানুষের ভোগান্তি হবে।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'আমি এখনও অভিযোগ পাইনি। কোন এজেন্সি কাজ করছে খোঁজ নিয়ে দেখব। এতদিন ধরে কাজ ফেলে রাখা হল কেন তাও জানতে হবে।' অন্যদিকে, ওই প্রকল্পে লিউসিপাকড়ি বাজারের কাছে পাকা রাস্তা তৈরির কাজ আপাতত থমকে। এ ব্যাপারে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বলেন, 'কেন ঠিকাদারি সংস্থা কাজ ফেলে রেখেছে বুঝতে পারছি না। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে বাজারে আর যাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ আমাদের অভিযোগ করছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও ঠিকাদাররা কাজটি সম্পন্ন করছে না। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাটি অসমাপ্তও রয়েছে।'

সরকারি কাজে নিয়ম মোতাবেক ঠিকাদারি সংস্থার বোর্ড লাগানোর কথা। কিন্তু তা কেন লাগানো হল না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চন্দ্রমোহন। তাঁর মন্তব্য, 'কাজটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। কেন এখনও বোর্ড লাগানো হল না তা বোঝা যাচ্ছে। প্রায় ১ বছর ধরে রাস্তাটি নির্মাণ চলছে। কবে কাজ শেষ হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না।' আশপাশের ৭টির বেশি গ্রামের মানুষ স্কুল, কলেজে ওই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। এই রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

তালাবন্ধ আরআই অফিস, ভোগান্তি

চোপড়া, ১৮ এপ্রিল : রেভেনিউ ইনস্পেকটরের (আরআই) অফিস রয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও কাজ হয় না। ফলে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ।

বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসের অধীনে চোপড়া ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে আরআই অফিস তৈরি করা হলেও বাসিন্দারা কোনওরকম পরিষেবা পান না বলে অভিযোগ। বছরের পর বছর ধরে অফিসগুলি বন্ধ। সামান্য কাজের জন্য কাজকর্ম ফেলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সদর চোপড়ায় বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসে দৌড়াতে হয় বাসিন্দাদের। প্রায় প্রতিদিন ওই অফিসে ভিড় লেগে থাকছে। এমনকি অফিসে গেলে দালালচক্রের খপ্পরে পড়তে হয় বলেও অভিযোগ। এমতাবস্থায় বন্ধ অফিসগুলিতে পরিষেবা চালু করার আর্জি জানাচ্ছেন বাসিন্দারা।

এ ব্যাপারে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ বলেছেন, 'মানুষ দাবি করছেন, সপ্তাহে অন্তত দু'দিন আরআই অফিস খোলা হোক। কিন্তু পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। ব্লক ভূমি আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করব।'

চোপড়ার বিএলঅ্যান্ডএলআরও ললিতরাজ থাপার বক্তব্য, 'আরআই অফিসে না বসে কর্মীরা বিএলঅ্যান্ডএলআরও অফিসেই বসছেন। এখান থেকেই কাজকর্ম সামলানো হয়। প্রয়োজনে তাঁরা এলাকায় যান। নিরাপত্তার কারণে আগে থেকেই এভাবে চলছে।' ললিতরাজের কথা থেকেই স্পষ্ট, আরআই অফিসগুলি খোলার ব্যাপারে সদিচ্ছা নেই। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার সমাধান হওয়ার কোনও অবকাশ নেই আপাতত।

ব্লকের মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে আরআই অফিস রয়েছে। কোথাও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে, কোথাও আবার পৃথক ঘর রয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, আগে নিয়ম করে আরআই অফিস খোলা হত। জমি সংক্রান্ত নানা কাজ সহজেই হয়ে যেত। কিন্তু এখন সেসবের কোনও বালাই নেই।

দলুয়ায় আরআই অফিসে তালা।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়ায় আরআই অফিসের ঘর নির্মাণ হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘর তৈরির পর মাঝে একবার জিনিসপত্র ঢোকানো হয় এখানে। তারপর আর কোনওদিন অফিস খোলা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জামিল বলছিলেন, 'আগে প্রতিদিন মানুষ খোঁজ নিতে আসতেন। কিন্তু দিনের পর দিন বন্ধ থাকায় মানুষ বুঝে গিয়েছেন, এখানে কাজ হবে না।' একই অবস্থা বাকি আরআই অফিসগুলিতেও। এই সমস্যা কি আদৌ মেটানো হবে? ধোঁয়াশা রয়েই গেল।

বিতর্কিত নেতাকে দলে ফেরাল তৃণমূল

চোপড়া, ১৮ এপ্রিল : বিতর্কিত নেতাকেই দলীয় পদে ফেরাল তৃণমূল। বহিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে মুজিবর রহমানকে চুটিয়াখোর অঞ্চল কোর কমিটির সদস্য করা হয়েছে। পাশাপাশি ফেরানো হয়েছে দলের অঞ্চল সহ সভাপতি পদে।

গত মাসে প্রিজন ভ্যানে ওঠানোর আগেই মুজিবরকে পুলিশের হাত থেকে একপ্রকার ছিনিয়ে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ১ মার্চ কালিকাপুর গ্রামে তাকে ধরতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয় পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে। তারপর থেকে মুজিবরের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে ধরতে ব্যর্থ হন উর্দিধারীরা। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় দলবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মুজিবর সহ স্থানীয় একাংশ নেতৃত্বকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বছর ঘুরতেই বিতর্কিত নেতার বহিষ্কারের নির্দেশ তুলে দিয়ে দলীয় পদে ফেরানো হল। যা নিয়ে এলাকায় এখন চর্চা তুঙ্গে।

মুজিবরকে বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার

বৃহস্পতিবার তৃণমূলের চুটিয়াখোর অঞ্চল কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি আমিজউদ্দিন বলেন, 'চারবারের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবরের বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও সে আগাম জামিন পেয়েছে। তার সাংগঠনিক দক্ষতার নিরিখেই তাকে পদে ফেরানো হল।' এমন একজনকে ফের পদে ফেরানোয় শাসকদলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সংকটমোচনে সম্প্রীতির দাওয়াই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। জাতীয় সড়কের একপাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসের কাছে তখন শোভাযাত্রার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় বছর পনেরোর মহম্মদ আজগার, মহম্মদ ইরফান। তাদের হাতে জলের বোতল, জুসের প্যাকেট। খুদেদের সঙ্গে অপেক্ষারত বছর চল্লিশের মহম্মদ আজাদ। উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন, 'শোভাযাত্রা আসার অপেক্ষায় রয়েছি। ওঁরা প্রতিবছর ইদের সময় আমাদের জন্য জল, জুসের প্যাকেট নিয়ে অপেক্ষা করেন। এবার আমাদের পালা।'

এভাবেই ফের সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠল শহর শিলিগুড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপেক্ষার অবসান। এসে পৌঁছাল শোভাযাত্রা। একে অপরকে দেখে আবেগে ভেসে গেলেন অনিল যাদব, মহম্মদ ইরফানরা। গলা মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় তো হলই, চলল মিষ্টিমুখও। আবেগতাড়িত হয়ে দাউদ ইব্রাহিম বলে উঠলেন, 'সাম্প্রদায়িকতার কোনও জায়গা আমাদের দেশে নেই। আমাদের সমাজ তখনই এগিয়ে যাবে, যখন আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকব।'

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শহর শিলিগুড়িতেও সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিয়ে উত্তাপ বেড়েছে। রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলগুলো যাই বলুক না কেন, শহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাকবে বলেই শুক্রবার মহম্মদ আফজালকে পাশে নিয়ে মন্তব্য করলেন অনিল। অনিল সংকটমোচন মন্দির কমিটির সম্পাদক। তাঁর কথায়, 'রাজনৈতিক দলগুলো ফায়দা তুলতে বিভেদের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের শহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল, আছে ও থাকবে।'

এদিন মন্দিরের ৫০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের শেষদিন ছিল।

শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসের কাছে সম্প্রীতির নজির। শুক্রবার।

সেই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় শামিল অনিলরা ইরফানদের হাত থেকে জল, জুসের প্যাকেট পেয়েছেন। অনিলরাও বজরঙ্গবলীর খাদা পরিয়ে ইরফানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। খাদা পরে হাতে মিষ্টি নিয়ে মুর্শিদাবাদের ঘটনার নিন্দা করেন দাউদ। হতাশার সুরে বলেন, 'যা ঘটেছে, তার ধিক্কার জানাই। দেশে এসবের কোনও জায়গা নেই। বাড়িতে কোনও ক্ষতি হলে পাশের বাড়ির লোকই ছুটে আসবে। পাশের বাড়ির লোক তখন ভাববে না, আমি হিন্দু না মুসলমান।'

ধর্মেন্দ্র সিং, রেজাউল হকদের হাত ধরে শপথ নিতে দেখা যায় এদিন। একে অপরের পাশে থাকার বার্তা দেয় উভয়পক্ষ। কিছুদিন আগে রামনবমীতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির গড়েছিল শহর শিলিগুড়ি। এদিনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে আরও একবার সম্প্রীতির নিদর্শন সামনে এল।

মহানন্দায় মেরামত

একপাশ থেকে কেটে বালি সরানো হচ্ছে নদীগর্ভে। জলের গতিপথ বদলে শুরু হবে বাঁধ সারাই। শুক্রবার। -সূত্রধর

শিলিগুড়িতে উন্নয়ন কার, তর্জায় দুই ফুল

পদ্ম সাংসদ-বিধায়ককে খোঁচা ডেপুটি মেয়রের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : এ বলে আমাকে দেখো, ও বলে আমাকে। শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রীতিমতো কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়রের দাবি, 'এখনকার উন্নয়নে দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক কী কাজ করেছেন, তা শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করুক।' কাজ না করে তাঁরা শুধু রাজনীতি করছেন, অভিযোগ রঞ্জন সরকারের।

বিধায়ক শংকর ঘোষের পালটা মন্তব্য, 'তৃণমূলের আমলে শিলিগুড়ির উন্নয়ন দেখে শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখানে যা উন্নয়ন হচ্ছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়। বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা কীভাবে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে আটকে রাখা হয়, সেটা শহরবাসী জানেন।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ডেপুটি মেয়রের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিতে চাননি। যদিও সাংসদ বা বিধায়ক নিজস্ব তহবিল থেকে নির্দিষ্ট কী কাজ করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন, তার ফিরিস্তি দিতে পারেননি।

উন্নয়ন ইস্যুতে বেশ কয়েকদিন ধরে পদ্ম আর জোড়াফুল শিবিরের মধ্যে চাপানউতোর চলছে। শুক্রবার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ডেপুটি মেয়র বলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে দার্জিলিং থেকে চারবার বিজেপির প্রার্থী সাংসদ হয়েছেন, শহরে পদ্মের বিধায়ক রয়েছেন। তারপরেও শিলিগুড়ির উন্নয়নে খরচ

বার্তা-যুদ্ধ

- সাংসদ ও বিধায়কের কাজ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি ডেপুটি মেয়রের
- মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ফিরিস্তি বিধায়কের
- প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ শংকরের
- মন্তব্যে নারাজ বিস্ট

করছেন না কেউ। বরং কেন্দ্রের কাছে রীতিমতো দরবার করে এখানকার উন্নয়নে বরাদ্দ আটকে দেওয়া হচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই, দার্জিলিংয়ের সাংসদ এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক নিজেদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিয়ে কোথায় কী কাজ করেছেন, তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। শুধু মাঝেমধ্যে বিধায়ক ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কুয়ো সংস্কার করতে যাবেন, এটা তো হতে পারে না।'

শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি প্রসঙ্গে বিধায়কের পালটা কথা, 'রঞ্জনবাবুরা পুরবোর্ডে ক্ষমতায় এলে কী করবেন বলেছিলেন আর কী করেছেন, সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরুন। আমরা শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিলিগুড়ির জন্য কাজ করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় এলিভেটেড জাতীয় সড়ক, বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ হচ্ছে। অথচ ওঁরা রাজ্য সরকারে থেকেও শহরের যানজট মোকাবিলায় পদক্ষেপ করতে পারেনি।'

শংকরের অভিযোগ, 'আমি এলাকার উন্নয়নে বছরে ৬০ লক্ষ টাকা পাই। সেই অর্থে উন্নয়নের প্রস্তাব দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক বছরভর আটকে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে এ নিয়ে দরবার করতে হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের কথায় জেলা শাসক আমার তহবিলের টাকায় কাজ আটকে দিয়েছিলেন। পুরকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনায় বসতে চেয়েছি, বিজেপি বিধায়ক বলে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করেননি।'

হাঁড়িয়া মোড় থেকে রকমজোত পর্যন্ত রাস্তায় খানাখন্দ।

এক বছরে পথে ফাটল, চলাচলে ভোগান্তি

নকশালবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে হাঁড়িয়া মোড় থেকে রকমজোত পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। অথচ এক বছর যেতে না যেতেই রাস্তার অবস্থা বেহাল। বিভিন্ন জায়গায় গর্ত।

ফাটল দেখা যাচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ভোগের শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার এমন অবস্থার জন্য তাঁরা খনন মাফিয়াদের দায়ী করেছেন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের শান্তিপ্রসাদ তিরকিও বিষয়টিতে ক্ষুব্ধ। ট্র্যাক্টর, ডাম্পারের অবাধ যাতায়াতের ফলেই রাস্তার এই অবস্থা বলে মনে করছেন তিনি। শান্তির কথায়, 'রাস্তাটি যেভাবে এক বছরের মধ্যে ভাঙতে শুরু করেছে, তাতে আগামীদিনে আবার সমস্যায় পড়তে হবে। প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।' রাস্তার হাল ফেরাতে শীঘ্রই গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক করে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। পানিঘাটার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই রাস্তা। পাশাপাশি ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীতে গিয়ে মিশেছে রাস্তাটি। এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত কোটি কোটি টাকার বালি-পাথর পাচার হয় বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বার বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে শুনেছিলাম সেখানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে টোল বসানো হবে। কিন্তু টোল বসেনি। তার আগেই যদি রাস্তা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে বাসিন্দারা ফের সমস্যায় পড়বেন। আমি সভাধিপতির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।'

সবাই যখন আলোচনায় বসার কথা বলছেন, তখন চাপা ক্ষোভ লক্ষ করা গিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। এক বাসিন্দা প্রমোদ বর্মন বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে রোজ বাইক নিয়ে যাতায়াত করি। গর্তে চাকা ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা লেগেই থাকে।' এই রাস্তাটি খারাপ হওয়ার কারণ মেচি পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর, ডাম্পারের নিয়মিত চলাচল। ভারী যানবাহন চলাচলের কারণেই রাস্তাটি দ্রুত বেহাল হয়ে পড়ছে, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের।

যদিও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ অফিসার নির্মল্য ঘরামি এ ব্যাপারে যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন আরআইডিএফের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের উপর। নির্মল্যের কথা, 'রাস্তার পেমেন্ট তাঁরাই (ইঞ্জিনিয়ার) করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন করুন।' কিন্তু তিনি তাঁর দায় কীভাবে এড়াতে পারেন, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি দেননি।

বৃদ্ধকে মেরে টাকা ছিনতাই

ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল : বাংলা-বিহার সীমানা সংলগ্ন এলাকায় দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে মারধর করে দুই লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া কবরস্থান এলাকায়। গুরুতর জখম মহম্মদ সুলেমান বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গুঞ্জরিয়া পশ্চিমবস্তি এলাকার বাসিন্দা সুলেমান ব্যবসার কাজ সেরে নগদ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় গুঞ্জরিয়ার ওই এলাকায় মুখোশ পরা চার দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে দেয়। এরপর দুষ্কৃতীরা প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে টাকা দাবি করতে থাকে। তবে ওই বৃদ্ধ টাকা দিতে অস্বীকার করায় দুষ্কৃতীরা তাঁকে ব্যাপক মারধর করে। পেটানো হয় লোহার অস্ত্র দিয়েও। যার জেরে জখম হন সুলেমান। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। বৃদ্ধের কাছে থাকা ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ছিনতাই করে নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর দুষ্কৃতীরা অজ্ঞান অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে ভুট্টাখেতে ফেলে পালিয়ে যায়।

ঘটনার প্রায় ১ ঘণ্টা পর বৃদ্ধের জ্ঞান ফিরলে তিনি কোনওরকমে রাস্তায় এসে চিৎকার করতে থাকেন। পরিবারের লোকজন গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। শুক্রবার ওই বৃদ্ধের ছেলে মহম্মদ মিরাজ ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থার আর্জি জানিয়ে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ব্রিগেডের উদ্দেশে

বাগডোগরা, ১৮ এপ্রিল : বস্তি সিটু, কৃষকসভা, খেতমজুর ও বস্তি উন্নয়ন সংগঠনের ডাকে ২০ এপ্রিল বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ রয়েছে। সমাবেশে যোগ দিতে শুক্রবার যাত্রা শুরু করলেন দার্জিলিং জেলার বামফ্রন্ট কর্মীরা। গোঁসাইপুর, বাগডোগরা, হাতিঘিসা, নকশালবাড়ি ও বুড়াগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁরা বাসে করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন।

ধাক্কায় জখম ৩

খড়িবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে শুক্রবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসে একটি ট্রাক ধাক্কা মারলে জখম হন ৩ জন। পানিট্যাঙ্কি বাজারে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি থেকে আসা দ্রুতগতির ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা মারে। গতি বেশি থাকায় ট্রাকটি রাস্তার পাশে একটি টোটো ও দোকানেও ধাক্কা মারে। পলাতক ট্রাকচালকের খোঁজ চলছে।

দু'বছরেই বন্ধ স্প্যানিশ কোর্স

কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল : পড়ুয়ার অভাব তো ছিলই। নেই বিভাগীয় অধ্যাপকও। অগত্যা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ কোর্স। এর আগে প্রথম দুটি ব্যাচ ওই কোর্সটিতে ছাত্র থাকলেও পরবর্তীতে ছাত্রসংখ্যা নেমে আসে দশজনের নীচে। তাই ছাত্রের অভাবে গত দু'বছর থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে কোর্সটি। এদিকে চালু হওয়ার পর কোর্সটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলি জানিয়েছেন, কোর্সটি পড়ানোর রিসোর্স পার্সন নেই। তিনি বলেন, 'কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোনও সার্টিফিকেট কোর্সে যদি ১০ জনের কম পড়ুয়া হয়, তাহলে কোর্সটি বন্ধ হয়ে যাবে। ওই কোর্সে পড়ুয়া সেভাবে হচ্ছিল না। সেজন্য ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

কোর্সটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে কর্তৃপক্ষের প্রচারের অভাবকে দায়ী করছে পড়ুয়াদের একাংশ। ছাত্র উত্তম ঘোষ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্সগুলি চালু হলেও সেই ধারা আজ বজায় রাখতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।'

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে উদ্ধার নাবালিকা

পাচারের চেষ্টা গণপিটুনি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : এক নাবালিকাকে পাচারের চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে তুলকালাম কাণ্ড বাধল তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এলাকায়।

পরিবারের অভিযোগ, ১৭ বছরের ওই নাবালিকাকে এক ব্যক্তি পাচার করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল। টার্মিনাসে উপস্থিত স্থানীয়দের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হাতে বেধড়ক মার খায় অভিযুক্ত। ওই নাবালিকা সহ অভিযুক্তকে নিয়ে যায় পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ওই ব্যক্তি নাবালিকাকে পাচার করতে নিয়ে যাচ্ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ওই নাবালিকা উধাও হয়ে যায়। সন্ধ্যা বাড়ি ফিরে না আসায় তাঁরা ক্রান্তি ফাঁড়িতে যান।

পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'খোঁজখবর চলাকালীন এক পরিচিত ব্যক্তি আমাদের জানায়, ওদলাবাড়ি থেকে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার ভাইঝি শিলিগুড়ির বাসে উঠেছে।' এদিন ভোরেই শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় ওই পরিবার।

এদিন দুপুরের দিকে টার্মিনাসে ঘোরার সময় ধীরাজ যাদব নামে স্থানীয় এক ব্যক্তির ওই নাবালিকাকে দেখে সন্দেহ তৈরি হয়। ধীরাজ বলেন, 'আমার নজরে আসে, এক ব্যক্তি মোবাইলে টাকার ছবি দেখিয়ে এক নাবালিকাকে বলছে, তাকে

পাচারের চেষ্টার অভিযোগে উত্তেজনা। শুক্রবার।

ঘোরাতে নিয়ে যাবে।' এদিকে, ওই নাবালিকাকে খুঁজতে খুঁজতে পরিবারের চার সদস্যও টার্মিনাসে হাজির হন। তাঁদের একজন ধীরাজকে ওই নাবালিকার ছবি দেখাতেই তিনি চমকে ওঠেন। তখন ওই নাবালিকা ও ওই অভিযুক্ত ব্যক্তি টার্মিনাসে ছিল।

এদিকে, পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি ধীরাজরা কয়েকজন ছক কষে অভিযুক্তকে ধরার। ঠিক হয়, টার্মিনাসের প্রতিটি গেটে একজন করে দাঁড়াবেন, যাতে ওই ব্যক্তি পালাতে না পারে। এরপর পরিবারের সদস্যরা হাতেনাতে ওই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে। চলে মারধর। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি নাবালিকা ও ওই অভিযুক্তকে নিয়ে যায়।

পরিবারের এক সদস্যের কথায়, 'ওই ব্যক্তিকে কোনওদিন আমরা গ্রামে দেখিনি। কীভাবে যোগাযোগ হল বুঝতে পারছি না। তবে নাবালিকা ওদলাবাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকে ওই ব্যক্তি তাকে শিলিগুড়ি নিয়ে আসে বলে আমাদের অনুমান।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'অপহরণের অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছিল। ক্রান্তি ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অভিযুক্ত হাসপাতালে ভর্তি। নাবালিকাকে নিয়ে পরিবারের সদস্যরা চলে গিয়েছেন।'

ঘটনার ঘনঘটা

- বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে ওই নাবালিকা উধাও
- খোঁজখবরে জানা যায়, ওদলাবাড়ি থেকে এক ব্যক্তির সঙ্গে মেয়েটি শিলিগুড়ির বাসে উঠেছে
- এদিন দুপুরে টার্মিনাসে দুজনকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় এক ব্যক্তির
- নাবালিকাকে খুঁজতে খুঁজতে তার পরিবারের সদস্যরা টার্মিনাসে পৌঁছান
- হাতেনাতে অভিযুক্তকে পাকড়াও, শুরু হয় মারধর
- প্রধাননগর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়

উত্তেজনা রেগুলেটেড মার্কেটে

শোকসভা নিয়ে মতবিরোধ

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : এক তরুণের শোকসভার জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বাধল শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে।

ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার প্রায় দুই ঘণ্টা মাছের আড়তের ব্যবসা বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ তুলেছেন আড়তদাররা। মারাত্মক অভিযোগ, ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সভাপতির আড়তের শাটার জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, মাছবোঝাই থার্মোকলের বাক্সগুলোতে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ঝান্ডা লাগানোয় মাছ নষ্ট হয়েছে। মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি চৌধুরীর অভিযোগ, 'ঘটনায় আমাদের চূড়ান্তভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। আমরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি। শনিবার প্রধাননগর থানায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব।'

অন্যদিকে, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেগুলেটেড মার্কেটের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শ্যাম যাদব। তিনি বলেন, 'মৃত তরুণ মাছের আড়তে কাজ করতেন। সেকারণে সমস্ত মজদুর ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের অনুরোধ করেছিলেন দুই মিনিটের জন্য শোকসভা করতে। কিন্তু বাপিরা রাজি হননি। তবে আড়তের শাটার নামানো থেকে শুরু করে হুজ্জতির যে অভিযোগ আনা হচ্ছে, সমস্তটাই মিথ্যা।'

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, আড়তের সঙ্গে বিভিন্নভাবে দশ হাজার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও লেবার ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে কেউ মারা গেলে, তাঁর শোকসভা করা হয়ে থাকে। যদিও যাঁর শোকসভাকে ঘিরে এদিনের ঝামেলা, সেই তরুণ এক আড়ত মালিকের সঙ্গে শেয়ার হিসেবে আড়তে ব্যবসা করতেন।

বাপির বক্তব্য, 'ওই তরুণ কোনও পক্ষেরই সদস্য ছিলেন না। এদিন ভোরের দিকে হঠাৎ করে কিছু

ঝামেলার পর বৈঠকে আড়তদাররা। শুক্রবার।

অপরিচিত মুখ মাছের আড়তে এসে হাজির হয়। এরপর শোকসভা করার জন্য চাপ বাড়াতে শুরু করে। এরপর তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পতাকা নিয়েও কিছু তরুণ এলাকায় হাজির হয়।'

এদিকে, বাপিরা শোকসভা করতে রাজি না হলে শাটার নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তাঁরা নিগৃহীতও হয়েছেন বলে অভিযোগ বাপিদের। বাপির কথায়, 'এরকম চলতে থাকলে আমরা আর এখানে ব্যবসা করতে পারব না।'

পোড়াঝাড় রেলগেট রাস্তার বেহাল দশা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ভাঙা রাস্তার গর্তে আটকে গিয়েছে টোটোর চাকা। বাধ্য হয়ে টোটো থেকে নেমে ক্ষোভের সঙ্গে গর্ত থেকে চাকা তোলার চেষ্টা করছেন যাত্রীরা। কোথাও আবার টালমাটাল অবস্থায় স্কুটি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন এক তরুণী, যে কোনও সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। ঘটনাগুলি নতুন নয়, এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে পোড়াঝাড় রেলগেট সংলগ্ন রাস্তায়। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছে পোড়াঝাড় এলাকার। একটা সময় হাতেগোনা কিছু বাড়ি থাকলেও, বর্তমানে এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। গড়ে উঠেছে একাধিক ছোট কারখানা, লজিস্টিক হাব। ফলে রেলগেট সংযোগকারী রাস্তাটি দিয়ে নিয়মিত ছোট-বড় যান চলাচল করে। ভারী ভারী যান চলাচলের জন্য রাস্তাটি দিন-দিন বেহাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। মোটরবাইকের পিছনে বিভিন্ন খাবার ঝুলিয়ে তা ফেরি করে বিক্রি করেন পোড়াঝাড় বাঁধ এলাকার বাসিন্দা লোকনাথ বড়ুয়া। তিনি বললেন, 'বাইক নিয়ে রেলগেট পার করা প্রত্যেকদিনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কতবার যে বাইক নিয়ে পড়তে পড়তে পথচলতি মানুষের সাহায্যে বেঁচে গিয়েছি, হিসেব করে বলতে পারব না।'

এমন সমস্যায় শুধু লোকনাথকে পড়তে হচ্ছে, তা নয়। এই রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেককেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তায় একাধিক বড় গর্ত থাকায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে টোটোচালকদের। কেননা, গর্তগুলিতে প্রায় সময়ই আটকে যাচ্ছে টোটোর ছোট চাকা।

রঞ্জন দাস, গোপাল কর্মকারের মতো টোটোচালকদের বক্তব্য, রাস্তার পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। গর্তগুলির মধ্যে হামেশা টোটোর চাকা আটকে যায়। যে কোনও সময় টোটো উলটে যাওয়ার ভয় থাকে। এমন পরিস্থিতির জন্য কিছু সময়ের জন্য যাত্রীদের নামিয়েও দিতে হয়।

এমন সমস্যা নিয়ে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের সদস্য শরৎ মণ্ডল বলেন, 'রেলের যেটুকু সীমানা রয়েছে, সেখানেই রাস্তা খারাপ হয়েছে। আমাদের তরফে রেলকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়ার কথা বলেছে রেল।'

সামান্য বৃষ্টিতে জমছে জল

খড়িবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : বাতাসির শাস্ত্রীজি হাইস্কুল থেকে রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিস পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। অল্প বৃষ্টিতেই জমছে জলকাদা। কিন্তু প্রশাসনের নাকের ডগায় ব্যস্ত রাস্তাটি প্রায় দু'বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বিভিন্ন মহলে তাঁরা নতুন করে রাস্তা নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু মেলেনি। সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। অবশ্য খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে রাস্তাটি পাকা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বাতাসি হাটখোলা থেকে পঞ্চায়েত অফিস বা বিএলএলআরও অফিসে যাওয়ার প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তাটি ২০১০ সালে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পাকা করা হয়েছিল। প্রায় দু'বছর ধরে তা একেবারে বেহাল। উঠে গিয়েছে পিচের চাদর। খানাখন্দে জল জমে যায়। হাঁটাচলাই দায়। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল, প্রাথমিক

বাতাসি-রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত বেহাল রাস্তা।

বিদ্যালয়ের বাতাসি সার্কেল অফিস, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। প্রতিদিন রাস্তা দিয়ে হাজারো মানুষ যাতায়াত করেন। সকলকেই পোহাতে হচ্ছে ভোগান্তি। কিন্তু সব দেখেও যেন নীরব প্রশাসন।

স্থানীয় বাসিন্দা ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য বলছেন, '২০১০ সালে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর সংস্কার হয়নি। রাস্তা বর্তমানে হাঁটাচলার অযোগ্য।'

শিক্ষক মহেবুর মল্লিকের বক্তব্য, 'অল্প বৃষ্টিতে খানাখন্দে জল জমে যায়। পড়ুয়াদের খুব সমস্যা হচ্ছে।'

অপর বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দত্তর কথায়, 'এটি বাতাসির অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। প্রশাসনিক কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা প্রায়ই এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু কারও কোনও হুঁশ নেই। মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। দ্রুত রাস্তা নির্মাণ করা হোক।' প্রসঙ্গে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ বলেছেন, 'সমিতিতে এই মুহূর্তে ফান্ড নেই। বিষয়টি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে জানানো হবে।'

মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের বক্তব্য, 'বুড়াগঞ্জ থেকে মঞ্জয়াজোত পর্যন্ত সম্প্রতি একটি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। ওই রাস্তাটি পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হবে।'

লিজে সরকারি খামারের আম বাগান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : সরকারি খামারে আম গাছের পরিচর্যার লোকের অভাব। তার উপর পোকার আক্রমণ আটকাতে খরচের বহর বেশি। কাউন্টার থেকে কেজি প্রতি আম বেচে লাভ হয় না। আমে পোকার আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ফলনও কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোহিতনগরের সরকারি খামারের আড়াই একর আম বাগানের জমি লিজ দেওয়া হয় বেসরকারি সংস্থাকে। আম্রপালি ও মল্লিকা প্রজাতির আম গাছের পরিচর্যা থেকে আম পাড়া ও নিয়ে যাওয়া যাবতীয় কাজই টেন্ডারের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাকে দিল উদ্যানপালন দপ্তর।

এবিষয়ে উদ্যানপালন দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'সরকারিভাবে খামারে চাষ করা আমের আজও স্বাদ, গন্ধ, মিষ্টি, ওজন সবদিকেই জনপ্রিয়তা আছে। কিন্তু লোকবলের অভাব রয়েছে। তাই অযথা সরকারি রাজস্ব এতিভাবে ক্ষতি না করে টেন্ডার করে আম বাগানটি লিজে বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে গত তিন বছর আগে।'

মোহিতনগরের খামারের কাউন্টার থেকে ৪ বছর আগেও আম বিক্রি হত কেজি দরে। কিন্তু বছরের পর বছর আমে পোকার উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। ক্রেতা সহ বিভিন্নমহল থেকে কীটপোকা দমনে রাসায়নিক স্প্রের দাবি উঠছে। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি জেলা হর্টিকালচার দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা আম চাষে প্রথাগত জৈব পদ্ধতিতে স্প্রের দিকে বেশি জোর দিয়েছেন। তাতেও পোকার আক্রমণ না কমায় আম চাষে ক্ষতি হয়েছে।

এই খামারের আম্রপালি ও

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে হর্টিকালচারের সরকারি খামারের আম গাছ।

মল্লিকা প্রজাতির আমের চাহিদা জেলা ও জেলার বাইরে গত কয়েক বছর ধরে বজায় ছিল। কাউন্টারে লাইন দিয়ে কেজি কেজি আম কিনেছেন মানুষ। বিগত কয়েক বছরে আম গাছেই পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক স্প্রের বদলে নিম তেল স্প্রে করা হচ্ছে। কিন্তু পোকার আক্রমণ আটকানো যাচ্ছে না।

খুরশিদের কথায়, 'গাছে আমের ফল ও মুকুল আসার সময়েই শোষক পোকা আক্রমণ করে। পরে ফুটো করে আমের ভেতরে ঢুকে যায়। খালি চোখে দেখা যায় না।'

বেসরকারি সংস্থা লিজ নেওয়ার পর জৈব ও রাসায়নিক স্প্রে করে আম গাছের পোকা দমন করেছে। শুধু যে জৈব কীটনাশক স্প্রে করে আম বাঁচানো যাবে না, সেটা বুঝেই বেসরকারি সংস্থা বরাত নিয়েছে।

মোহিতনগরের খামারের আড়াই একর জমিতে দুই প্রজাতির আম গাছের সংখ্যা ৪৫০টির মতো। যার মধ্যে ২ একরেই আম্রপালি, বাকি জমিতে মল্লিকা, সামান্য কিছু মুম্বই প্রজাতির আম গাছ রয়েছে। বছর প্রতি গড়ে মোট ৪০-৪৫ কুইন্টাল আম উৎপাদন হয়। যার মধ্যে ১৫-২০ কুইন্টাল আমে পোকার আক্রমণ দেখা যেত। গত ৪ বছর আগে পোকার আক্রমণে আম নষ্ট হওয়ায় বিক্রি কমে দাঁড়িয়েছে ৪০-৫০ হাজার টাকায়। গত ২০২১ সালে আমের উৎপাদন কমে দাঁড়ায় ২৫-৩০ কুইন্টালে।

খড়িবাড়িতে শান্তি মিছিল

খড়িবাড়ি, ১৮ এপ্রিল : গুডফ্রাইডে উপলক্ষ্যে খড়িবাড়িতে শান্তি মিছিল করল নর্থ বেঙ্গল জয়েন্ট খ্রিস্টান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। মিছিলে হাঁটলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ এবং বিভিন্ন গির্জার পাদ্রিরা।

তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয় থেকে শুরু ওই শান্তি মিছিলে প্রচুর খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। রেশমি বলেন, 'গুডফ্রাইডে দুঃখ, বেদনা, শোকপালনের দিনের পাশাপাশি আনন্দেরও দিন। কারণ যিশুখ্রিস্ট পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৯ সংখ্যা, শনিবার, ৫ বৈশাখ ১৪৩২

মুখ নিয়ে জট

বিহারে বিধানসভা ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, তত নেতৃত্বের জট বাড়ছে এনডিএ ও বিরোধী মহাজোটের অন্দরে। ওপর ওপর দুই শিবির 'অল ইজ ওয়েল' দাবি করলেও তাদের মধ্যে ভিন্ন সুর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা তো বটেই, জেডিইউ এবং বিহারের বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে বারবার বলছেন বটে, বিধানসভা ভোটে নীতীশ কুমারকে সামনে রেখেই লড়াই হবে। কিন্তু বিজেপির সবাই যে নীতীশকে সামনে রেখে চলতে আগ্রহী নন, সেটা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির সাম্প্রতিক মন্তব্যে পরিষ্কার।

তাঁর মতো বহু বিজেপি নেতা চান, মহারাষ্ট্রের একনাথ শিন্ডের মতো নীতীশ কুমারকে ভোটের পর সরিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর মতো কাউকে সামনে আনতে। এনডিএ শিবিরে নেতা বাছাই নিয়ে যেমন ডামাডোল, তেমনই জটিলতা আছে আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাজোটে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবকে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার দাবি আরজেডি'র তরফে বারবার করা হয়েছে। মুকেশ সাহনির ভিআইপি এবং বাম শরিকদের তাতে খুব আপত্তি না থাকলেও ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণায় বিরোধী কংগ্রেস।

অন্য রাজ্যের মতো বিহারেও ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী বাছাই হবে বলে যুক্তি দিচ্ছে হাত শিবির। সেই যুক্তি যে আরজেডি মানতে নারাজ, সেটা বৃহস্পতিবার মহাজোটের বৈঠকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বরং সেই বৈঠকে তেজস্বীকে মাথায় রেখে একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শরিকদের মধ্যে সমন্বয়, প্রচার-কৌশল নির্ধারণ, প্রার্থী বাছাই, আসন বণ্টন, অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ওই কমিটি।

কমিটি গঠন থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেসের আপত্তি থাকলেও বকলমে তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে ভোটে নামার পক্ষপাতী মহাজোটের একটা বড় অংশ। নীতীশ বনাম তেজস্বীর লড়াই ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটেও দেখা গিয়েছিল। দুই মহারথীকে সামনে রেখে দুই শিবিরের নির্বাচনি লড়াইয়ে অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু বিজেপির আপত্তি এখন নীতীশ কুমারকে নিয়ে। বারবার শিবির বদলানোয় পটু নীতীশকে তাই বিজেপির একটা বড় অংশ বোঝা মনে করছে।

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ভালোই জানে, নীতীশ কুমারের এখনও ভোটব্যাংক রয়েছে। তাঁর সমতুল্য নেতা এখনও বিহারে বিজেপিতে নেই। তাঁর সমান ওজনের দুজন এলজেপি নেতা রামবিলাস পাসোয়ান এবং বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীলকুমার মোদি প্রয়াত হয়েছেন। কাজেই ভোটের আগে নীতীশের বদলে কাউকে সামনে আনা আত্মহত্যার শামিল বলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের। তাছাড়া নীতীশকে চটালে কেন্দ্রে জেডিইউয়ের সমর্থন পাওয়ায় সমস্যা হতে পারে বলে বিধানসভা ভোটের আগে অন্তত সেই ঝুঁকি নিতে চায় না পদ্ম শিবির।

অপরদিকে, তেজস্বীকে মুখ করে ভোটে নামার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের ছুঁতমার্গের কারণ নেহাতই ভোট রাজনীতির হিসেবনিকেশ। তেজস্বী বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিজেকে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরজেডির নেতা-কর্মীরা তেজস্বীর মধ্যে লালুর ছায়া দেখতে পান। কিন্তু কংগ্রেসের ধারণা, নীতীশের বিকল্প হিসেবে বিহারের মানুষ এখনও তেজস্বীকে মেনে নিতে পারেনি। বয়স, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা- সবেতেই নীতীশের থেকে অনেকটা পিছিয়ে লালু-পুত্র।

তাছাড়া ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে পাটনার মসনদ দখলে জেডিইউকে সমর্থনের সম্ভাবনা খোলা রাখতে আগ্রহী কংগ্রেস। তাই আগেভাগে তেজস্বীকে মুখ ঘোষণায় কংগ্রেসের আপত্তি। রাজনীতিতে চিরবন্ধু বা চিরশত্রু হয় না বলে নীতীশ মুখে যাই বলুন, মহাজোটে তিনি আর কোনওদিন শামিল হবেন না- এমন কথা নেই। তিনি মুখে বহুবার বহু কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সেকথা কতটুকু মেনেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক যথেষ্ট।

তাই ভোটের আগে নেতার মুখ ঘোষণা করে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সাপলুডো খেলার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করতে চায় না কোনও পক্ষ।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া উর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার সেবক হইয়া সকল বাসনা জঞ্জাল হইতে উন্মুক্ত হউন।

- শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

এটা ধর্মযুদ্ধ নয়, অমানুষ হওয়ার যুদ্ধ

দুই বাংলাতেই এখন এক ছবি। পিছনে পড়ে থাকছে উন্নয়ন, নীতি, আদর্শ. শিক্ষা, ক্ষুধা। সবার মুখে শুধু ধর্ম আর ধর্ম।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে নৈরাজ্যের মাঝেও আশার ছবি। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নববর্ষের দিন শোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ, লালন, নজরুল সেজে পরিক্রমা।

নববর্ষের দিন। ওপার বাংলার কুষ্টিয়ার কুমারখালী। এক শোভাযাত্রায় একজন একজন এক এক মনীষী সেজেছিলেন। এভাবে ৩৮ জন আলাদা ভ্যানরিকশায় বসে একসঙ্গে পথ পরিক্রমায়। পিছনে অসংখ্য মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বাঘা যতীন, লালন ফকির, ক্ষুদিরাম, কাঙাল হরিনাথ, মীর মোশারফ, আকবর...। এমনকি নীল বিদ্রোহের অসামান্য নেত্রী প্যারীসুন্দরী সিংহও সেজে একজন।

ছবিগুলো দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। যাক, এখনও এসব অসামান্য দৃশ্য তৈরি হয়। সব্বার মাথা উচ্ছন্নে যায়নি তাহলে! চন্দ্র-সূর্য উঠছে!

এমনিতে পদ্মাপার ও গঙ্গাপার এক হতে চলেছে অন্য দিক দিয়ে। স্বর্গের রাজপথে নয়, জাহান্নামের ভাঙাপথে। নেতা থেকে জনতা-- বেকারত্ব, দুর্নীতি, অশিক্ষা-- কারও আর মাথাব্যথা নেই যেন। শুধু ধর্ম, ধর্ম আর ধর্ম। এটাই সবচেয়ে বড় অধর্ম। দুই বাংলার লজ্জা হল, এখানে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্রমে পিছনে পড়ে থাকছে রোটি-কাপড়া অউর মকান, উন্নয়ন, নীতি, আদর্শ, শিক্ষা, ক্ষুধা, শিল্প, আধুনিকতা, বিজ্ঞানমুখিতা।

এটা ধর্মযুদ্ধ নয়। এটা অমানুষ হওয়ার যুদ্ধ। অমানুষ হয়ে ধর্মকে বাঁচানো যায়?

ওই বাংলায় এখন এমন দুর্দশা, এক কবি স্বাধীনতা দিবস বাতিল করার প্রতিবাদে সোচ্চার হলে তাঁকে অকথ্য মার খেতে হয় প্রকাশ্যে। শেষপর্যন্ত মারাই যান হতভাগ্য সৌমিত্র দেব। প্রশাসন চুপ।

ওই বাংলার এখন এমন দুর্দশা, বিশিষ্ট কবি রফিক আজাদের বাড়ি বুলডোজার ভেঙে দেয়। ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি যেমন মানুষই ভাঙে মাসকয়েক আগে।

ওই বাংলার এখন এমন দুর্দশা, ইসলামি মৌলবাদীদের দাপটে অধিকাংশ শহর-গ্রামে সন্ত্রস্ত হিন্দুরা। বহু ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমও গৃহহারা।

ওই বাংলায় এখন এমন দুর্দশা, পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানেও হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা হয়। নাম পালটে যায় মঙ্গল শোভাযাত্রার।

এটা ধর্মযুদ্ধ নয়। এটা অমানুষ হওয়ার যুদ্ধ। অমানুষ হয়ে কোনও ধর্মকে বাঁচানো যায়?

আমরা তো এই বাংলায় বসেও ওই বাংলার মতো হয়ে উঠছি কোথাও কোথাও।

এই বাংলার এখন এমন দুর্গতি, কাউকে বারবার বলে প্রমাণ দিতে হচ্ছে, আমি সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করি।

এই বাংলার এখন এমন দুর্গতি, কেউ কেউ বিশেষ ধর্মকে প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়ে উত্তেজনা তৈরির শিরোমণি হয়েই অনেকের কাছে নায়ক।

এই বাংলার এখন এমন দুর্গতি, নিজের ধর্মের লোকদের ভয়ংকর অপরাধ করতে দেখেও সেই ধর্মের বিশিষ্টরা চুপ।

এই বাংলার এখন এমন দুর্গতি, দুই ধর্মের মৌলবাদীদের কড়া নিন্দা করার লোক কমে আসছে ক্রমে।

চার পার্টির প্রধান নেতাও দিশেহারা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- একদিন কালীঘাটের স্কাই ওয়াক উদ্বোধন করছেন। পরদিনই ইমাম-মোয়াজ্জিনদের সম্মেলনে। তারপরেই জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনকে মেগা ইভেন্ট করার চেষ্টায়।

শুভেন্দু অধিকারী-- দিনের পর দিন মুসলিমদের সুতীব্র ব্যঙ্গ করেই চলেছেন। এছাড়া কোনও কাজ নেই। আপনি আমি হলে কবে গ্রেপ্তার হয়ে যেতাম।

মহম্মদ সেলিম-- কী করবেন, বুঝে পান না। ফেসবুক ছাড়া পার্টির সমর্থকদের এখনও সাংগঠনিক অস্তিত্ব নেই দেখে।

অধীর চৌধুরী-- মমতাকে গালাগাল করা ছাড়া আজও কোনও কাজ খুঁজে পাননি। তাঁর বদলি শুভঙ্কর সরকারের সেই কাজটাও নেই।

অন্য নেতারাও বিভ্রান্ত। কী করবেন জানেন না।

একজন হিন্দু নেতা নেই, যিনি হিন্দুদের অকাজ কুকাজের কড়া সমালোচনা করে শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সওয়াল চালাচ্ছেন। এখন নাকি সেটা সম্ভব নয়।

একজন মুসলিম নেতা নেই, যিনি মুসলিমদের অকাজ কুকাজের কড়া সমালোচনা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সওয়াল চালাচ্ছেন। এখন নাকি সেটা সম্ভব নয়।

জনতা?

বাংলাদেশে বহু মানুষ মৌলবাদী হয়ে গিয়েছে। তাদের সমালোচনায় নেমে অন্য দল নিজেদের অজান্তেই হয়ে উঠেছে মৌলবাদী। এই বাংলাতেও তাই। ৩৪ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সফল সিপিএমের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, তাদের বহু সমর্থক হাতে চে গেভারার উল্কি পাঞ্জাবিতে ঢেকে পরম রামভক্ত হয়ে চ্যাঁচাচ্ছেন, জয় শ্রীরাম। মানে অতি সহজ। এঁরা মোটেই অসাম্প্রদায়িকতা ও মার্কসবাদ রক্তকণিকায় ঢোকাতে পারেননি। সব রক্তবিন্দুতে ছিল সুবিধেবাদ।

বাংলার একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আরএসএসের গুরুদের গোপন ক্লাস।

বাংলার একদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আরএসএসের গুরুদের গোপন ক্লাস। কলকাতা থেকে গ্রাম। সেখানে কোন ধর্মকে কী কটাক্ষ চলে, পাঠক জানেনেই, বলার দরকার নেই। ওদিকে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামগঞ্জে বাড়ছে গোপন বেসরকারি মাদ্রাসা। গ্রামীণ লোকে বলে খারিজি মাদ্রাসা। সেখানে আনা হচ্ছে অন্য জেলার কিশোরদের। বলা হয়, এরা এতিম।

কলকাতা থেকে গ্রাম। সেখানে কোন ধর্মকে কী কটাক্ষ চলে, পাঠক জানেনেই, বলার দরকার নেই। বিজেপির হয়ে ভোট করবে ওরাই। বলা যায় না, জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ওদেরই কোনও আপাত অচেনা মুখ।

ওদিকে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামগঞ্জে বাড়ছে গোপন বেসরকারি মাদ্রাসা। গ্রামীণ লোকে বলে খারিজি মাদ্রাসা। সেখানে আনা হচ্ছে অন্য জেলার কিশোরদের। বলা হয়, এরা এতিম। মানে অনাথ। যাদের স্থানীয়রাই চেনে না। মোথাবাড়ি গিয়ে শুনেছিলাম, প্রচুর কমবয়সি ছেলে সেখানে হাঙ্গামায় ছিল আক্রমণকারীর ভূমিকায়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগত, সংঘর্ষে এত কিশোর-তরুণ আসে কী করে বাংলাদেশের মতো? উত্তর পেয়ে যাই।

এই গুরু ও ছাত্রর দল যে বিহার বা উত্তরপ্রদেশ থেকে খারিজিতে আসছে না, এমন গ্যারান্টি নেই। গ্রামে কোথাও এদের এক একদিন এক এক বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। মাঝেমাঝেই ধর্মীয় জালসা বসে অমুক মাদ্রাসার উন্নতিতে। সংখ্যাটা বাড়ছে ইদানীং। যেমন প্রচুর বেড়েছে গ্রামগঞ্জে কীর্তনের আসর। মন্দির ঝকঝকে হবে। মসজিদও ঝকঝকে হবে না কেন তা হলে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই কবে, ২৩ বছর আগে, ২০০২ সালে বলেছিলেন, 'বাংলায় প্রচুর বেআইনি মাদ্রাসা চলছে। সেখানে দেশবিরোধী কাজ হয় কি না দেখা দরকার।' তারপর কিছুই করতে পারেননি। পলিটব্যুরো এবং বামফ্রন্ট দুটো সভা ডেকে তাঁকে চুপ করিয়ে দেয়। বিমান বসু তো এখনও আছেন। তিনিই বলেছিলেন, 'বুদ্ধবাবু আমাদের বলেছেন, অধিকাংশ মিডিয়া আমাকে মিসকোট করেছে।' এত বছর ধরে বাম ও তৃণমূল প্রশাসনের গোয়েন্দারা করলেন কী? তাঁরা বের করতে পারেননি মন্দির-মসজিদের এত রমরমার রহস্য।

উত্তরবঙ্গ থেকে নিশীথ প্রামাণিক, সুকান্ত মজুমদার, দেবশ্রী চৌধুরীরা তো অনেকদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রইলেন। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর তালিকায় নাম দেখবেন গৌতম দেব, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উদয়ন গুহ, সাবিনা ইয়াসমিনের। ছিলেন বা আছেন। দুই পক্ষের এঁরাই বা এতদিন কী করলেন এলাকায় ধর্মীয় আগ্রাসন রুখতে?

আসলে পদ্মাপারের মতো গঙ্গাপারের পার্টিগুলো একচক্ষু হয়ে উঠছে সব। একদিক দেখছে শুধু। শুধু নিজেদের লাইনে কথা বলতে ব্যস্ত। দুই ধর্মীয় পক্ষকে সমান সুরে তুলোধোনা করতে ব্যর্থ। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের বড় মেজো সেজো ছোট সিকি আধা নেতারা বুঝতে পারছেন না, বিধানসভা ভোটে নিজেদের ক্ষণিক লাভের জন্য কত বড় ক্ষতি করছেন রাজ্যটার। ক্ষতি এবং সর্বনাশ। সব দল সমান দায়ী।

এটা ধর্মযুদ্ধ নয়। এটা অমানুষ হওয়ার যুদ্ধ। অমানুষ হয়ে নিজের ধর্মকে বাঁচানো যায়?

যায় না।

আজ

১৯৫৭

বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৭

'টেনিস সুন্দরী' মারিয়া শারাপোভার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কিছু কিছু সিদ্ধান্ত একেবারেই ব্যক্তিগত। কাউকে খুশি করা যায় না। নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। আমার মধ্যেও ওঁর মতো জাতীয়তাবোধ রয়েছে। আমি আর পাঁচটা মেয়ের মতো স্বাভাবিক নই। ওঁকে আমার ভালো লেগেছে ওঁর আত্মত্যাগের জন্য। ওঁর নিষ্ঠা উদ্বুদ্ধ করেছে।

-রিঙ্কু মজুমদার

ভাইরাল/১

দরজায় তালা! টুঁ শব্দ না করেও সেই তালা খুলে দিতে পারে চোরেরা। এমনই এক ভিডিও ভাইরাল। গ্যাসোলিন দিয়ে তালাটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন নেভার পর হালকা টান দিতেই খুলে গেল তালা।

ভাইরাল/২

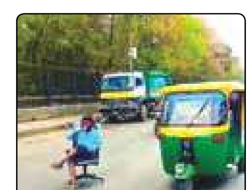

রাস্তার মাঝে চায়ে পে চর্চায় বসে বিপদে প্রশান্ত। পেশায় গাড়িচালক তরুণ রিল বানাতে বেঙ্গালুরুর ব্যস্ত রাস্তায় রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়েন। জমিদারি ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দেন। দু'পাশ দিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। এখন প্রশান্তের ঠিকানা শ্রীঘর।

উত্তরের পাঁচালি

নাটকে বর্ষবরণ

নাটকের মহড়া পলাশবাড়িতে।

নাটকের চর্চা দীর্ঘদিনের। গত ১৫ বছর ধরে বৈশাখ মাসে নাটকের মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসব করে আসছে পলাশবাড়ির ভাবনা নাট্যম সংস্থা। এতদিন নিজেদের আর্থিক অনুদান ও এলাকাবাসীর আর্থিক সাহায্যে নাট্যোৎসব হত। এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি পলাশবাড়ির বর্ষবরণ নাট্যোৎসবের জন্য আর্থিক অনুদান দিচ্ছে। এই অনুদানের মাধ্যমে সরকারিভাবে নাট্যোৎসবকে স্বীকৃতিও দেওয়া হল। ভাবনা নাট্যমের কর্ণধার রতনকুমার চৌধুরীর কথায়, '২০ এবং ২১ এপ্রিল নাটকের মাধ্যমে বর্ষবরণ হবে।' এই নাট্যোৎসব করা হয় পলাশবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে ইতিমধ্যে মণ্ডপের কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষবরণের এই নাট্যোৎসবে স্থানীয়দের নাটকও রয়েছে।

এবার প্রথম দিন প্রথম নাটকটি পরিবেশন করবেন স্থানীয় কলেজ ছাত্রীরা। সেটি অবশ্য অণুনাটক। নাম 'লড়াই'। এজন্য রূপা গোস্বামী, শর্মিতা বর্মন, শ্রেষ্ঠা ঘোষদের মতো কলেজ ছাত্রীরা এখন দারুণ ব্যস্ত। রূপার কথায়, 'প্রথম নাটকটি আমাদের। তাই যতটা সম্ভব ভালো অভিনয়ের চেষ্টা চলছে। বারবার অনুশীলন করা হচ্ছে।' প্রথমদিনের দ্বিতীয় নাটক 'মহাবিদ্যা' পরিবেশন করবে মাথাভাঙ্গা গিলোটিন নাট্য দল। তৃতীয় 'পিপাসা' নাটকটি আয়োজক সংস্থার। দ্বিতীয় দিন বারবিশা প্রত্যুষা কালচারাল ইউনিট 'রক্তের দোষ', ফালাকাটা রানার নাট্য সংস্থা 'নির্মাণ' ও আয়োজক সংস্থার 'লাঠি' নাটক পরিবেশিত হবে।

–সুভাষ বর্মন

সৃজনে মজে

আকাশ রায়।

ভাঙা হেলমেটের ওপর খবরের কাগজ, আঠা আর রং দিয়ে দারুণ কারসাজি। তাতেই অনায়াসে ধরা দিয়েছেন মা কালী। শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া আকাশ রায়ের হাতে। আকাশ খুবই সৃজনশীল। এর আগে মাটির তৈরি শিবঠাকুর, মোটর দিয়ে জেনারেটরের মতো এটা–সেটা বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সবার সামনে যেতে পারেনি। 'পারবে কী করে? ও যা লাজুক!' মা পূর্ণিমা রায় হাসছেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর পূর্ণিমা প্রচণ্ড লড়াই করে দুই ছেলেকে মানুষ করছেন। নবগ্রামের বাসিন্দা আকাশ বেশ ভালো ফুটবলও খেলে। উইঙ্গার। পড়াশোনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে নামী শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। শুভ্রা সান্যালের মতো মানুষরা পাশে দাঁড়িয়ে সমানে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন।

–দীপায়ন বসু

মঞ্চে প্রাণ

মৃদুস্মিতা বসু

কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্রী মৃদুস্মিতা বসু। ছোটবেলা থেকেই নাচতে ভালোবাসেন। ২০১৫ সালে নাট্য পরিচালক দেবলীনা বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর হাত ধরেই নাটকের জগতে পা রাখা। বর্তমানে মৃত্তিকা নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য। কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নাটক পরিবেশন সারা। জুটেছে বহু পুরস্কার। 'রাতের রজনী'-তে অভিনয় করে জুটেছে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার। নাটক নিয়ে পড়াশোনা আর অভিনয়ই বর্তমানে পাখির চোখ মৃদুস্মিতার।

–পার্থ নিয়োগী

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘণ্টা ও পর্দা : নাট্যমঞ্চ এবং জীবনমঞ্চ

মানুষের সারাজীবনই যেন কিছু হয়ে ওঠার গল্প। আরও নির্দিষ্ট বললে, 'হয়ে ওঠা' আবার যেন সিঁড়ি চড়ার গল্প।

সুনন্দ অধিকারী

পৃথিবীর পুরোটাই মঞ্চ। তা সে নির্মিত প্রেক্ষাগৃহ হোক, অথবা থার্ড থিয়েটার। অর্থাৎ জীবনমাত্রই তখন মঞ্চ। এবং সেখানে সবাই কুশীলব। তবে যে মঞ্চই হোক। দু'মঞ্চেই উপস্থিত হ্যামলেট।

'টু বি, অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েসচন।'

ধ্রুবসত্য এটাই। যে কোনও জীবনের শুরুরও শুরুতে। অর্থাৎ যেদিন নারী প্রথম অনুভব করে- গর্ভে তার নতুন প্রাণের সঞ্চার! সেদিনের সেই অপূর্ণ একটা জাইগোট-ভ্রূণে রূপান্তরিত হয়ে মাতৃগর্ভেই সেই নবাঙ্কুরের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা। অবশেষে সেই অতি কাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণে এসে; আমাদের সুতৃপ্তির উচ্চারণ—বাচ্চা সুস্থ হয়েছে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই সেই যে হয়ে ওঠার শুরু, একেবারে অন্তিমে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জীবনভর তার শুধু হয়ে ওঠা। প্রারম্ভে সে ছোট থেকে বড় হয়। আর একবার বড় হয়ে গেলে, বাকি জীবন সে বহুরূপী।

সেদিন সে হয়ে উঠতে সক্ষম—কবি, লেখক, শিল্পী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনৈতিক নেতা, আমলা, উকিল, প্রযুক্তিবিদ, নভশ্চর, বিজ্ঞানী, কৃষক, চর্মকার, ছুতোর, ভ্রামণিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, জকি, রেডিও জকি, শিক্ষক, গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, হিসাব পরীক্ষক, খেলোয়াড়, পরিচালক, চিত্রগ্রাহক ও আরও কত কী...। আবার ভালো ছাত্র থেকে ভালো স্বামী। ভালো মেয়ে থেকে ভালো বৌ। ভালো মা। ভালো বাবা। ভালো কর্মী। উত্তম অভিনেতা। এসবও হয়ে ওঠা। আবার শেষপর্যন্ত কিছু না হয়ে ওঠাও এক অন্যরকম হয়ে ওঠা সেদিন।

মোট কথা সারাজীবনই হয়ে ওঠার গল্প। আরও নির্দিষ্ট করে বললে হয়ে ওঠার সিঁড়ি চড়ার গল্প। আবার কোনও ঘটনা সংগঠিত হওয়াও হয়ে ওঠা। যাই হোক এবার ওই ঘণ্টা ও পর্দার কথায় আসি।

ঘণ্টা মানে বেল। মঞ্চে পর্দা ওঠার আগে যার ব্যবহার। যা ক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বাজার পর, তবেই পর্দা ওঠে। শুরু হয় নাটক। কিন্তু এ তো মানুষ নির্মিত কৃত্রিম মঞ্চ। তাকে তো গড়ে তুলতে হয়। তাই নির্মাণ পর্যন্ত তো বটেই। প্রদর্শনহীন অবস্থাতেও নিষ্প্রাণ সে। কিন্তু এর বিপরীতে জীবনমঞ্চ! এখানেই প্রশ্ন। পার্থক্যও এখানে।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে এসে আমরা কি বলতে পারি প্রেগন্যান্সি রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু যেদিন বলেন, 'পজিটিভ' (বাদবাকি শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আমরা চাই নেগেটিভ রিপোর্ট), তার কিছুদিন আগেই সেই অনাগত কুশীলবের বেজে গিয়েছিল জীবনের প্রথম বেল। এর পর কমবেশি ২৮০ দিন পেরিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই সেই নবাগতর জীবনমঞ্চের পর্দা উন্মোচন। অর্থাৎ প্রথম ঘণ্টা পরবর্তী। মাস জোড়া সংখ্যা ছোঁয়ার আগেই দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে পড়ে কুশীলব।

চলতে থাকে জীবন। একমুখিনতা পেরিয়ে আরম্ভ হয় নব নব হয়ে ওঠার গল্প। এভাবে এগোতে এগোতে একদিন 'অবসর' এসে কড়া নাড়ে। স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রদীপে তেল তলানিতে। সেটাই সেই কুশীলবের জীবনে দ্বিতীয় বেল।

অতঃপর বাকি থাকে একটাই মাত্র বেল বাজার। আর সেটা বাজলেই জীবনমঞ্চের পর্দা নেমে আসবে কুশীলবের। প্রথম ঘণ্টা যার বেজেছিল মাতৃগর্ভেই। এক্ষেত্রে অবশ্য পর্দা অদৃশ্য। জীবনমঞ্চের ঘণ্টাও নিঃস্বরেই বাজে!

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। জলে খোলামকুচি ভাসানোর খেলা ৩। ডায়েরিতে লেখা সারাদিনের বিবরণ ৫। ঘা পেকে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ৭। ডেউয়া গাছ বা তার ফল ৯। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ১১। সম্পর্কে ঠাকুরদার বাবা ১৪। ভদ্র বা শিষ্ট ব্যবহার বা আচরণ ১৫। সমসাময়িক অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। যার কথা এবং আচরণ অসংলগ্ন ২। খুবই সাদাসিধে ৩। কৃত্রিম আচরণ, চাতুরি ৪। খই থেকে ধানের খোসা বের করতে লাগে ৬। পদক্ষেপ বা ফুলের নাম ৮। ইল্বলের ভাই এক অসুর ১০। পালিশ না করা চাল ১১। যিনি বই বা গ্রন্থ রচনা করেছেন ১২। ওস্তাদের কাছে নিবিড় প্রশিক্ষণ ১৩। রান্নায় লাগে গাছের মূল থেকে পাওয়া মশলা।

সমাধান ■ ৪১১৮

পাশাপাশি : ১। শকুনি ৩। বিপ্র ৫। বাটা ৬। গোপন ৮। তিলক ১০। এত্তেলা ১২। পালকি ১৪। ঢিমে ১৫। রিক্ত ১৬। লোহার।

উপর-নীচ : ১। শচীপতি ২। নিবারক ৪। প্রতীপ ৭। নস্যি ৯। টোপা ১০। এলোমেলো ১১। লাগাতার ১৩। লটারি।

বিন্দুবিসর্গ

আমেরিকা-চিন বাণিজ্য যুদ্ধ তুঙ্গে

মোদির সঙ্গে ফোনালাপ মাস্কের

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : চিনা পণ্যের ওপর ২৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর বেজিং-ওয়াশিংটন বাণিজ্য যুদ্ধ নতুন মাত্রা পেয়েছে। মার্কিন পণ্যের ওপর চিনও ১২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে। শুল্ক-পালটা শুল্কের লড়াইয়ে দুই দেশের শিল্প সংস্থাগুলির পক্ষেই অন্যের বাজারে ব্যবসা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন টেসলা কর্তা তথা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম পরামর্শদাতা এলন মাস্ক।

আমেরিকা-চিন সংঘাত ও ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতির আবহে মোদি-মাস্ক ফোনালাপের বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মাস্কের সঙ্গে আলোচনার কথা নিজেই জানিয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এলন মাস্কের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বছরের শুরুতে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমরা বৈঠক করেছিলাম। সেখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়েও মতবিনিময় করেছি। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত এই ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

চিন, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে পালটা কর চাপানোর পথে হাঁটছে সেই সময় পারস্পরিক শুল্কনীতির প্রভাব ঠেকাতে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। চলতি বছরই দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত যে বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে রাজি নয় মোদির এদিনের এক্স বার্তা থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, ভারতে বৈদ্যুতিন গাড়ি ও ইন্টারনেট পরিষেবার বাজার ধরতে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহী মাস্ক। এজন্য ভারতের সঙ্গে মাস্কের মালিকানাধীন দুই সংস্থা টেসলা ও স্টারলিংকের আলোচনা চলছে। গত মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদির ওয়াশিংটন সফরের সময়ও তাঁর সঙ্গে মাস্কের বৈঠক হয়েছিল। এরপরেই ভারতে কর্মী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে টেসলা। মোদি-মাস্ক সাম্প্রতিক কথোপকথন ওয়াশিংটন বৈঠকের ধারাবাহিকতা বলে মনে করা হচ্ছে।

গোধূলিবেলায়... তাজমহলকে সাক্ষী রেখে যমুনার তীরে বসে আড্ডা পর্যটকদের। শুক্রবার।

উপরাষ্ট্রপতির নিশানায় সুপ্রিম কোর্ট

ধনকরকে পালটা তোপ বিরোধীদের

চেন্নাই ও নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : কোনও বিলে সম্মতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করেছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। সুপ্রিম কোর্ট সুপার-পার্লামেন্টের মতো আচরণ করছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। দেশের উপরাষ্ট্রপতির এহেন মন্তব্যে অসন্তুষ্ট ডিএমকে। সমালোচনা করেছে ইন্ডিয়া জোটও।

রাজ্যসভার সাংসদ তথা সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'আমি কখনও কোনও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে এই ধরনের রাজনৈতিক মন্তব্য করতে শুনিনি।' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'উপরাষ্ট্রপতির মন্তব্যে আমি একইসঙ্গে দুঃখিত এবং বিস্মিত। এটা এখন প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। যদি সুপ্রিম কোর্টের কোনও রায় সরকারের পক্ষে আসে তাহলে সেটিকে উদ্ধৃত করেন সরকারি আধিকারিকরা। আর যদি কোনও রায় সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে বিচারবিভাগের সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। তা নাহলে সমস্ত অধিকার বিপদে পড়বে।' সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদকে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ধনকর। তার সমালোচনা করে সিবাল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টকে ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগের ক্ষমতা সংবিধান দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেন তখন তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ মেনে নেন। সংবিধান রাজ্যপালকে বিল ফেরত পাঠানোর অধিকার দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সেই বিল তাঁর কাছে ফেরত এলে তিনি স্বাক্ষর করতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এটা জগদীপ ধনকরের জানা উচিত।' সিবালের প্রশ্ন, 'কারা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করছে? কীভাবে ওই ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে?' লোকসভার স্পিকারের মতো রাজ্যসভার চেয়ারম্যানেরও যে কোনও দলের মুখপত্রের মতো আচরণ করা উচিত নয় সেই কথা এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন সিবাল। পাশাপাশি জরুরি অবস্থা বা শিখ বিরোধী হিংসায় যে প্রসঙ্গ ধনকর বৃহস্পতিবার নিজের ভাষণে টেনেছিলেন তারও জবাব দিয়ে সিবাল বলেন, 'আপনি তো কখনও ২০০২ সালের গুজরাট হিংসার কথা বলেন না। আপনি ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার কথা বলেন। কিন্তু এখন যে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে তার কথা তো বলেন না।'

সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা এবং আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা-ও সমালোচনা করেছেন ধনকরের। অপরদিকে ডিএমকে-র রাজ্যসভার সাংসদ তিরুচি শিবার বলেন, 'ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী, শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের নিজস্ব ক্ষমতা আছে। এই তিনটি বিভাগ নিজেদের এক্তিয়ারে থেকে কাজ করলেও সংবিধানই যে সর্বোচ্চ সেটা যেন কেউ ভুলে না যান। প্রতিটি নাগরিকের মাথায় রাখা উচিত, দেশে আইনের শাসন যেন কার্যকর থাকে।' এদিকে সুপ্রিম কোর্টের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সংক্রান্ত রায় নিয়ে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি মনে করেন, রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য শুনে রায় দেওয়া উচিত ছিল সুপ্রিম কোর্টের। এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবী রাজন সিং মনে করিয়েছেন, বিচারবিভাগ যেন প্রশাসনের বেশি গভীরে না ঢোকে। অপরদিকে প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল, বিশিষ্ট আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী মনে করেন, সুপ্রিম কোর্ট সঠিক রায়ই দিয়েছে।

টুকরো খবর

মানসরোবর যাত্রা চালু হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর আবার কৈলাস ও মানসরোবর যাত্রা শুরু হচ্ছে। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে দ্রুত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। সাধারণ মানুষ এই বছর থেকেই ওই যাত্রার সুযোগ পাবেন। প্রতিবছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিব্বতের মানসরোবর ও কৈলাসে যাত্রা করতেন ভারতীয় পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা। কিন্তু ২০২০ সালে করোনা অতিমারির কারণে মানসরোবর যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়।

মৃত ১৭

জেরুজালেম, ১৮ এপ্রিল : পবিত্র শুক্রবারেও ইজরায়েলি হানা থেকে রেহাই পেল না যিশুর দেশ গাজা। ভোরে গাজায় আক্রমণ হানে ইজরায়েল। তাতে অন্তত‌পক্ষে ১৭ জন নিহত হয়েছেন।

শা-কে চ্যালেঞ্জ

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কড়া ভাষায় চ্যালেঞ্জ জানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তিনি বলেছেন, শুধু অমিত শা-ই নন, কোনও শা-ই তামিলনাড়ুতে শাসন করতে পারবেন না।' বিজেপির বিরুদ্ধে তামিলদের অপমান করার অভিযোগও তুলেছেন ডিএমকে সভাপতি।

ভারতের শুভাংশু মে মাসে মহাকাশে

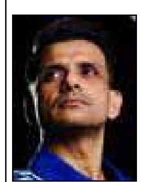

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ ভারতীয় নভোচারী শুভাংশু শুক্লা আগামী মাসে মহাকাশে পাড়ি দেবেন। অ্যাক্সিওম স্পেসের আসন্ন অ্যাক্স-৪ ক্রুরা একটি স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযানে মহাকাশে যাবেন। ১৪ দিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) থাকবেন।

শুভাংশু শুক্লা ভারতীয় বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন অ্যাক্সিওম স্পেসের আসন্ন অ্যাক্স-৪ মিশনের অংশ হবেন, যার ফলে তিনি আইএসএস-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মহাকাশযানে অংশগ্রহণকারী প্রথম ভারতীয় হবেন। মহাকাশ ও পারমাণবিক শক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই অভিযান ভারতের মহাকাশ যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায় রচনা করবে।

ইয়েমেনে মার্কিন বিমানহানায় মৃত ৩৮

সানা, ১৮ এপ্রিল : হুতি জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে ইয়েমেনে হামলার ঝাঁঝ বাড়াল আমেরিকা। শুক্রবার সকালে হুতিদের শক্ত ঘাঁটি রাস ইসা বন্দরে বোমা ফেলেছে মার্কিন বায়ুসেনা। হামলায় কমপক্ষে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত শতাধিক। তবে হতাহতদের মধ্যে জঙ্গি ও সাধারণ মানুষের সংখ্যা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। হামলার পর আমেরিকাকে 'জবাব' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হুতিরা।

পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হুতিদের জ্বালানি সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ছিল রাস ইসা। এই বন্দর দিয়ে প্রচুর পরিমাণ তেল রপ্তানি হয়। বন্দরের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে হুতিদের হাতে। জঙ্গি গোষ্ঠীর জ্বালানি সরবরাহের পরিকাঠামো ধ্বংস করতেই বন্দরটিকে নিশানা করে। ঘাঁটিগুলি ধ্বংসের চেষ্টা করে মার্কিন সেনা।

কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে পতঞ্জলি

ভোপাল, ১৮ এপ্রিল : ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণে মধ্যপ্রদেশের মউগঞ্জে একটি নতুন মডেল চালু করল পতঞ্জলি। এই অঞ্চলের পতিত ও অনুর্বর জমিতে ফসল ফলানোর পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পতঞ্জলি যোগপীঠের সাধারণ সম্পাদক আচার্য বালকৃষ্ণ। এর মধ্যে রয়েছে কৃষকদের মধ্যে শস্য বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, বীজ ইউনিট, ফসল প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নির্মাণ। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আচার্য বালকৃষ্ণের হাতে জমি রেজিস্ট্রির কপি তুলে দেন মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দ্র শুক্ল এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। মউগঞ্জের জেলা শাসক সঞ্জয়কুমার জৈনের সঙ্গে জমি পরিদর্শন এবং প্রকল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেন বালকৃষ্ণন। তিনি জানান, স্বামী রামদেবের নেতৃত্বে পতঞ্জলি যোগপীঠ কৃষকদের সমৃদ্ধির যে স্বপ্ন দেখেছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হবে।

হে প্রভু... পবিত্র গুডফ্রাইডের প্রার্থনা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

'সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় আপনারা মন দিন'

মুর্শিদাবাদ-হিংসায় কেন্দ্রের তোপে ঢাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে যেভাবে হিংসা ছড়িয়েছে, তার অভিঘাত লাগল ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক পরিসরেও। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও আন্তঃসীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কিছু শীর্ষ কর্মকর্তার মন্তব্যকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। ঢাকার মন্তব্যকে 'অযাচিত ও ছলনাপূর্ণ' আখ্যা দিয়ে নয়াদিল্লি বলেছে, 'অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য না করে বাংলাদেশের উচিত নিজের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া।'

শুক্রবার একটি বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশের মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি একপ্রকার ভুল ও অসৎ প্রয়াস, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান নিপীড়নের প্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই দেশে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালানো হলেও অপরাধীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশের উচিত হবে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য না করে, নৈতিকতার পাঠ না দিয়ে বরং নিজেদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করা।'

মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় বাংলাদেশের কট্টরপন্থী ও জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর জবাবে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেসসচিব শফিকুল আলম বলেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় বাংলাদেশকে জড়ানোর প্রচেষ্টা চলছে, যা আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। বরং আমরা ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক। ওই হিংসায় প্রাণহানি ঘটেছে, সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক।' বেশ কিছু গোয়েন্দা সূত্রে দাবি করা হয়েছিল, মুর্শিদাবাদের হিংসার পিছনে বাংলাদেশি ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে হিংসায় ইন্ধন জুগিয়েছে। তবে এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ সরকার।

> অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য না করে বাংলাদেশের উচিত নিজের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়া।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

এর আগে ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসার ঘটনা সামনে আসায় ঢাকাকে বারবার সতর্ক করেছে নয়াদিল্লি। গত মাসে ব্যাংককে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকেও মোদি-ইউনূস বৈঠকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিয়ে কথা হয়েছিল। তবে টানাপোড়েন থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তাই দিয়েছে সাউথ ব্লক। রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা একটি গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক বাংলাদেশের পক্ষে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

গীতা আর নাট্যশাস্ত্রকে সম্মান ইউনেসকোর

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : ইউনেসকোর 'মেমরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ ঠাঁই পেল শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ও ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। শুক্রবার এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে লিখলেন, 'ইউনেসকোর এই সম্মান প্রতিটি ভারতীয়র জন্য গর্বের মুহূর্ত।'

ভারতের প্রাচীন দুই গ্রন্থের সম্মানিত হওয়ার কথা শুক্রবার জানান কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি একে 'ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে বর্ণনা করেন। তিনি জানান, গীতা ও নাট্যশাস্ত্রকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত ইউনেসকোর তালিকায় ভারতের মোট ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল স্থান পেয়েছে।

মোদি বলেন, 'গীতা ও নাট্যশাস্ত্রের স্বীকৃতি আমাদের চিরন্তন জ্ঞান ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক সম্মান। শতাব্দীর পর শতাব্দী রচনাগুলি ভারতের নয়, মানবসভ্যতার ভাবনাজগৎকেও অনুপ্রাণিত করেছে।'

ইউনেসকোর 'মেমরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার' হল এমন একটি তালিকা, যাতে বিশ্বের নানা দেশের অমূল্য ও ঐতিহাসিক লিখিত ঐতিহ্য, নথি ও দলিল স্থান পায়।

পদ্মকুলের কান্ডারি কি এবার প্রহ্লাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : প্রতিদিনই চর্চায় আসছে একাধিক নাম। কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে কার ভাগ্যে যে শিকে ছিঁড়তে চলেছে তা নিয়ে এখনও বিশবাঁও জলে দলের নেতা-কর্মীরা। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যে বিষয়টি নিয়ে আর কালবিলম্ব করতে চাইছেন না সেটা পরিষ্কার। তাই ২০ এপ্রিলের পরেই শুরু হতে চলেছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে বিজেপির সভাপতি পদের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কর্ণাটকের ভূমিপুত্র প্রহ্লাদ যোশি। তবে যে নামটি এখনও পর্যন্ত আলোচনার বাইরে ছিল সেই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহাও শেষ মুহূর্তে জল্পনায় চলে এসেছে। এই দুজনের পাশাপাশি বিএল সন্তোষ, মনোহরলাল খাট্টার, সিটি রবি, ধর্মেন্দ্র প্রধান, ভূপেন্দ্র যাদবের নামও নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে ভাসছে গেরুয়া শিবিরে।

আত্মসমর্পণ ৩৩ মাওবাদীর

রায়পুর, ১৮ এপ্রিল : শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের সুকমা জেলার ৩৩ জন মাওবাদী নেতা-কর্মী কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এঁদের মধ্যে ১৭ জনের মাথার ওপর মোট ৪৯ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। শুক্রবার সকালেই পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং সিআরপিএফ প্রতিনিধিদের সামনে আত্মসমর্পণ করেন ২২ জন মাওবাদী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ৯ জন মহিলাও। পরে আত্মসমর্পণ করেন দুই মহিলা মাওবাদী সহ আরও ১১ জন। সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চবন জানান, আত্মসমর্পণকারীরা মাওবাদী মতাদর্শকে 'ফাঁপা' ও 'অমানবিক' বলে অভিহিত করেছেন। আদিবাসীদের ওপর মাওবাদীদের নির্যাতনে বিরক্ত হয়েই মূল স্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

প্রেম ভাঙতেই এফআইআর, জামিন অভিযুক্তের

প্রয়াগরাজ, ১৮ এপ্রিল : বিচ্ছেদ হলেই সঙ্গীর বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল আদালত। একই সঙ্গে ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি কৃষ্ণান পহাল উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ফৌজদারি আইনের অপব্যবহার নিয়েও।

এই মামলায় সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সেই মামলায় অভিযুক্ত ৪২ বছর বয়সি ওই ব্যক্তিকে জামিন দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিচারপতি পহাল এই আদেশ দেন ৯ এপ্রিল। আদালত বলেছে, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে এখন ক্রমশ ফৌজদারি মামলায় পরিণত করা হচ্ছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভাঙন ও আবেগজনিত বিরোধ এখন ক্রমেই ফৌজদারি আইনের অপব্যবহারে পরিণত হচ্ছে।'

ওই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাহিত। ২৫ বছর বয়সি এক তরুণী তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত যৌন সম্পর্কের ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেইল করেন এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে তাঁকে ফেলে চলে যান। তরুণীর অভিযোগ, ওই ব্যক্তি এর আগে তিনবার বিয়ে করেছেন এবং প্রেমের ফাঁদে ফেলেছেন বিভিন্ন মহিলাকে। তাঁর মতে, অভিযুক্ত একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি নিজের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাঁর জীবন ধ্বংস করেছেন।

অন্যদিকে অভিযুক্তের আইনজীবী বলেন, তরুণী জানতেন যে ওই ব্যক্তি বিবাহিত। তবুও দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। তিনি তিনটি বিয়ের কথা অস্বীকার করেন।

দুই পক্ষের যুক্তি শোনার পরে আদালত জানায়, এটি একটি বিচ্ছেদের পরবর্তী আবেগজনিত প্রতিক্রিয়ার ফল এবং ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো নয়। বিচারপতির কথায়, 'সামাজিক বা নৈতিকভাবে বিতর্কিত সমস্ত কাজের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। আইন সব নৈতিকতা রক্ষা করে না — এটাই ন্যায়বিচারের মূল কথা।' তিনি আরও বলেন, সম্পর্কটি সম্মতির ভিত্তিতেই হয়েছিল এবং তরুণী অভিযুক্তের বৈবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

ইউরোপ-আমেরিকা সেতুবন্ধনে মেলোনি

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে সব দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক চেপেছে। বাদ যায়নি বহু দশকের সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের ওপর শুল্কের হার ২০ শতাংশ। আমেরিকার শুল্কনীতি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের অন্দরে। তবু অনড় ট্রাম্প। শেষপর্যন্ত সেই অচলাবস্থা কাটার ইঙ্গিত মিলল। সৌজন্যে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। শুক্রবার ওয়াশিংটনে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন মেলোনি। তারপরেই সুর নরম করেছেন ট্রাম্প। তিনি জানান, ভারতের মতো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি করবে আমেরিকা। চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক শুল্কনীতির প্রভাবকে সীমিত রাখা হবে। তবে ইউরোপ সহ সব দেশকে (চিন বাদে) ৯০ দিনের জন্য পারস্পরিক শুল্কনীতির আওতা থেকে বাদ রাখার সময়সীমা বাড়ানোর সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, শুল্ক ইস্যুতে তাড়াহুড়ো করতে চান না তিনি। তাঁর কথায়, 'বাণিজ্য চুক্তি হবেই। ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। তবে সবকিছু ন্যায্যভাবে হতে হবে। সবাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইছে। আমেরিকার ক্ষতি হয় এমন চুক্তি মেনে নেওয়া যাবে না।' মেলোনির চলতি ওয়াশিংটন সফর নিয়ে ইতিমধ্যে আপত্তি জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা। তাঁদের মতে, ইতালির অবস্থান রাষ্ট্রজোটের ক্ষতি করছে। ইতালি অবশ্য জানিয়েছে, মেলোনি-ট্রাম্প বৈঠক ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে। ট্রাম্পকে ইতালি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেলোনি।

তবে কানাডার সঙ্গে সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে আমেরিকার। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছেন কানাডার অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানান, আমেরিকা কানাডার পণ্যে যে বর্ধিত কর আরোপ করবে, মার্কিন পণ্য থেকেও সমপরিমাণ কর আদায় করবে কানাডা। কার্নি বলেন, 'আমাদের অর্থনীতির পক্ষে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের প্রেক্ষিতে কানাডার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে প্রদেশ এবং অঞ্চলগুলির সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।' ২৮ এপ্রিল কানাডায় পার্লামেন্ট নির্বাচন। তার আগে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বয়ান কানাডার বিরোধী নেতাদের প্রতি বার্তা বলে মনে করছে সেদেশের রাজনৈতিক মহল।

মধ্যস্থতায় রণেভঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের ?

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে মরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেজন্য বহুদিন থেকেই তৎপরতা চালাচ্ছে ট্রাম্প সরকার। কিন্তু ফল মেলেনি। তাই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে রণেভঙ্গ দিতে চলেছে আমেরিকা।

মার্কিন বিদেশসচিব মার্ক রুবিও জানিয়েছেন, বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বহু দিক। সেই সমস্ত দিকও মনোযোগের দাবি রাখে। সম্প্রতি প্যারিসে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমন মনোভাব ব্যক্ত করলেন রুবিও। তাঁর বক্তব্যের সার কথা, আমেরিকা অনন্তকাল ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে না। তেমন ঘটলে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা থেকে সরে যাবে। শুক্রবার রুবিও সাফ জানালেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যস্থতা ছাড়তে প্রস্তুত।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তাঁর আশা, আগামী সপ্তাহে কিভ রফায় আসবে। গতকাল প্যারিসের বৈঠকে মার্কিন শান্তি পরিকাঠামোর ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছে জেলেনস্কির কার্যালয়। 'শান্তি পরিকাঠামোকে' ইতিবাচক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদিন রুবিওর মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে হোয়াইট হাউস হতাশ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, 'নির্বাচনে জয়ী হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে দেব।' বাস্তবে তা হয়নি।

গরমে আরামের সাজ

গরম। দুপুরের কাঠফাটা রোদ ও ভ্যাপসা গরমও উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াবেন অনেকে। তাই ঠিক কীভাবে নিজেকে সাজালে গরমেও আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যে দিনটি উপভোগ করতে পারবেন তা অনেকেই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন না।
যদি গরমের এই সময় নির্বিঘ্নে নতুন বছরের প্রথম পক্ষ উদযাপন করতে চান তাহলে বৈশাখের সাজে আনতে পারেন বেশ কিছুটা নতুনত্ব।

মেকআপ:
১. গরমে বৈশাখের সাজের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে জিনিসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি সুন্দর বেইস মেকআপ তৈরি। কারণ একটি সুন্দর বেইস মেকআপের ওপরই পুরো সাজসজ্জা নির্ভর করে।
২. সুন্দর ন্যাচারাল একটি বেইস মেকআপের জন্য প্রথমে পরিষ্কার মুখে একটুকরো বরফ ঘষে নিন। এতে গরমে মেকআপে আপনি অনেকটাই আরাম পাবেন।
৩. একটি ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে আপনার ত্বককে বেইস মেকআপের জন্য রেডি করুন। আপনার ত্বকের কালো দাগগুলো ঢেকে দিতে ওইসব জায়গায় একটি ভালো ব্র্যান্ডের ওয়াটার প্রুফ কনজিলার লাগিয়ে নিন।
৪. একটি ভেজা বিউটি পাফ দিয়ে কনজিলারটি সেট করে নিন। এতে মুখে ঘামের পরিমাণ অনকটাই কমে যাবে। এরপর তিন কালারের ফাউন্ডেশন পরিমাণমতো নিয়ে একটি স্কিন শেড তৈরি করে মুখে সেট করুন। তবে খেয়াল রাখবেন, এই স্কিন শেড যেন আমাদের ত্বকের সঙ্গে মিল থাকে।
৫. একটি পাতলা টিস্যু নিন। সেখান থেকে টিস্যুর আরও কিছু অংশ বের করুন। এবার সবচেয়ে পাতলা টিস্যু দিয়ে দিন মুখের ওপর। এক্ষেত্রে কোনও ভাবেই টিস্যু মুখের ওপর ঘষা যাবে না। মুখের অতিরিক্ত মেকআপগুলো তুলে নিতে আপনি এই ক্ষেত্রে টিস্যু মুখের ওপর হালকা ড্যাপ ড্যাপ করে বা চেপে চেপে দিন।
৬. এই কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন পাতলা টিস্যু মুখের ওপর চেপে ধরুন। টিস্যুর ওপর দিয়েই ব্যবহার করুন ফেস পাউডার। এই কাজটি করার জন্য ফ্লপি টাইপের মেকআপ ব্রাশের পরিবর্তে একটু শক্ত ধরনের ঘন মেকআপ ব্রাশ ব্যবহার করুন।
৭. সুন্দর একটি লুকের জন্য পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে অথবা পিচ শেডের আইশ্যাডো লাগাতে পারেন। গাঢ় কালো কাজলে এঁকে নিতে পারেন চোখের ওপর ও নীচে আইলাইনার। লাল, গোলাপি, মেরুন, ওয়াইন, যে কোনও শেডের ম্যাট লিপস্টিককে গরমের দিনে প্রাধান্য দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ।

মেকআপের জন্য প্রথমে পরিষ্কার মুখে একটুকরো বরফ ঘষে নিন। আরাম পাবেন। এবার ময়েশ্চারাইজার ক্রিম দিয়ে আপনার ত্বককে বেস মেকআপের জন্য তৈরি করুন।

পোশাক
ছোট কিংবা মাঝারি আকারের কানের দুলের সঙ্গে বৈশাখের লাল সাদা শেডের যে কোনও ডিজাইনের শাড়িতে নিজেকে সাজাতে পারেন। সাজে বাঙালিয়ানা আনতে মেকআপের পর কপালে পরতে পারেন যে কোনও রংয়ের টিপ।

চুলের সাজ
গরম থেকে মুক্তি পেতে চুল খোলা না রেখে উঁচু করে খোপা করে নিন। খোঁপায় লাগিয়ে নিতে পারেন বেলি কিংবা রজনীগন্ধা ফুলের মালা। এতে আপনার বৈশাখের সাজে আসবে একশো ভাগ বাঙালিয়ানা। একইসঙ্গে দেখতে লাগবে স্মার্ট। ফুটে উঠবে আলাদা আভিজাত্য।

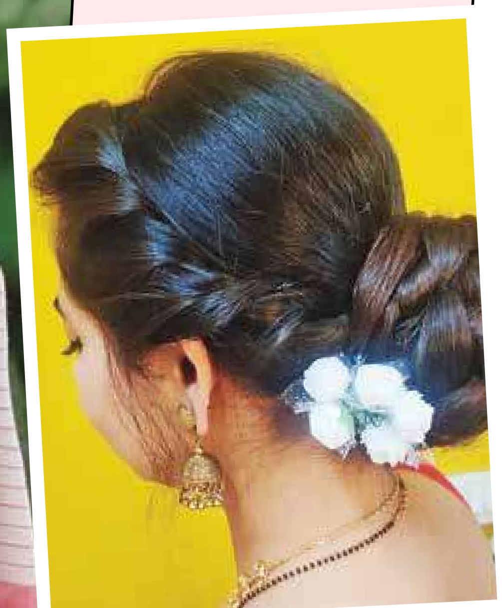

নতুন পোশাক
পরার আগে ধুতেই হবে?

নতুন বছর। ঝকঝকে পোশাক। নতুন পোশাক মানেই পরে ফেলার ইচ্ছে। প্রশ্ন হল, নতুন পোশাক পরার আগে ধোওয়া উচিত কিনা?
অনেকেই মনে করেন, নতুন পোশাক ধুলে পোশাকের নতুনত্ব কমে যাবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে নতুন পোশাক ধোওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, একটা পোশাক আমাদের হাতে পৌঁছোনোর আগে অনেকগুলো হাত ঘুরে আসে। কাপড় তৈরি করা থেকে শুরু করে রং করা ও সেলাইয়ের নানান ধাপ পেরিয়ে সেগুলো সাজানো হয় ডিসপ্লেতে। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে নতুন পোশাক ধোয়া অত্যন্ত জরুরি।
কাপড় তৈরিতে নানান ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই এসব পোশাক না ধুয়ে পরলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে, ত্বক লালচে হয়ে যেতে পারে, চুলকাতে পারে। বিশেষ করে কারও যদি কোনও নির্দিষ্ট রাসায়নিকে অ্যালার্জি থাকে বা যাদের সংবেদনশীল ত্বক, তাদের জন্য এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে।
এছাড়া হাতের স্পর্শেও কাপড় ময়লা হয়।
অনেকেই হাতের তালু দিয়ে হাঁচি-কাশি চাপেন। এরপর হাত পরিষ্কার না করেই যে কোনও কাজে হাত দেন। কাপড় তৈরি থেকে শুরু করে আমাদের কাছে তা পৌঁছোনো পর্যন্ত ঠিক কোন কোন মানুষ অপরিষ্কার হাতে তা স্পর্শ করেছেন, তা আমাদের অনেকেরই অজানা।
তাই আপাতদৃষ্টে ঝকঝকে পোশাকেও ময়লা ও জীবাণু থাকতে পারে। এভাবেই কাপড়ের মাধ্যমে একজনের হাত থেকে বিভিন্ন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যজনের কাছে।
শুধু তাই নয়, দোকানে সাজানো পোশাক অনেকেই হাতে নেন, পরীক্ষা করেন বা ট্রায়াল দেন। এই সময় পোশাকে লেগে যেতে পারে ঘাম, জীবাণু বা চর্মরোগের সংক্রমণ। কেউ কেউ আবার পরার পর ফেরতও দিয়ে থাকেন। ফলে, না ধুয়ে এসব পোশাক পরলে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।
তাই নতুন পোশাক পরার আগে ধুয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু তাতে, পোশাক পুরোনো হবার ভয় থাকে। সেক্ষেত্রে পোশাক ধোওয়ার আগে মৃদু ডিটারজেন্ট দিয়ে হালকা ধুয়ে নিন। বেশি সময় ভিজিয়ে রাখবেন না এবং খুব ঘষবেন না। সরাসরি কড়া রোদে শুকানোর পরিবর্তে ছায়ায় শুকোন। রঙিন ও সাদা কাপড় আলাদা করে ধোবেন। ধোওয়ার পর ভালোভাবে ইস্ত্রি করুন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন পোশাক না ধুয়ে পরা একেবারেই নিরাপদ নয়। তাই যখনই নতুন কাপড় পরবেন, ভালোভাবে ধুয়ে পরুন, স্বাস্থ্যঝুঁকি সহজেই এড়াতে পারবেন।

কাপড় তৈরিতে নানা ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার হয়। তাই নতুন পোশাক না ধুয়ে পরলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি, লালচে র‌্যাশ হতে পারে।

পান্তাভাত

যে তথ্য জানলে আপনি খাবেনই খাবেন
‘পান্তাভাত’। বাঙালির এককালের ঐতিহ্য। এই পান্তাভাতে কি কোনও গুণ আছে? খুঁজেছেন যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক। নতুন গুণের সন্ধানও পেয়েছেন তারা।
পান্তাভাত মূলত রান্না করা চালে জলে দিয়ে কিছুসময় রেখে তৈরি এক ধরনের খাবার। সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে ও ভারতে এই খাবার খাওয়া হয়।
গবেষণায় দেখা গেছে, পান্তাভাতে অনেক উপকারী অণুজীব আছে। আবার নতুন কিছু অণুপুষ্টি উপাদানও পাওয়া গেছে। গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পান্তা খেলে রক্তে স্বাভাবিকের চেয়ে কম হারে শর্করার মাত্রা বাড়ে।
ইংল্যান্ডের বিজ্ঞান সাময়িকী ফুড অ্যান্ড হিউম্যানিটিতে পান্তাভাত নিয়ে নতুন এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। লিভারপুল জন মুরস ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ফার্মাসি অ্যান্ড বায়োমলিকুলার সায়েন্সেসের অধ্যাপকদের নেতৃত্বে গবেষণা দলে যুক্ত ছিলেন ইংল্যান্ডের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও আট শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।

গবেষণায় যা বলছে
গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে সাদা বাসমতী চাল। রান্না করার পর এই চাল ডুবে যাওয়া না পর্যন্ত পাত্রে জল দেওয়া হয়েছিল। এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। রান্না করা চাল রাতারাতি ভিজিয়ে রাখলে হালকা গেঁজে যায়। পরে ব্যাসিলোটা ফাইলাম থেকে উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। পান্তাভাতে গুণাগুণ বেড়ে যায় অনেকটাই।

এই গবেষণায় পান্তায় প্রোবায়োটিক-সমৃদ্ধ ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, যা আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে পারে। সাধারণ ভাতের চেয়ে পান্তায় ১০ গুণ বা তারও বেশি উপকারী অণুজীব তৈরি হতেও দেখা গেছে।
এই গবেষণার অন্যতম বড় দিক হল, পান্তায় একাধিক অণুপুষ্টির সন্ধান। এর মধ্যে আছে লৌহ, জিংক, কপার, ক্যালসিয়াম, ম্যাংগানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, বোরন ও পটাশিয়াম, যা সাধারণ ভাতের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।
যেখানে প্রতি আড়াই গ্রাম সাধারণ ভাতে শূন্য দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রাম লোহা থাকে, সেখানে একই পরিমাণ পান্তায় পাওয়া যায় প্রায় ১ মাইক্রোগ্রাম। ক্যালসিয়ামের মাত্রা সাধারণ ভাতে শূন্য দশমিক ১০ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া গেলেও পান্তায় তা শূন্য দশমিক ৪০ মাইক্রোগ্রাম বেশি থাকে।
গবেষণার সময় একটি বাড়ির মালিক অধ্যাপকদের নির্দেশ অনুসারে খাবার তৈরি করেছিলেন এবং পরীক্ষাগুলি দুটি পৃথক দিনে পরিচালিত হয়েছিল।

চুলে রং
সাবধান হোন এখনই

চুলবুল পাণ্ডে। মাথার চুলেও কি তেমনই অবস্থা? তাহলে যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলবেন কীভাবে! একঢাল কালো চুলে এখন রকমারি ফ্যাশন। চুল রং করাও এখন বেশ জনপ্রিয় ট্রেন্ড। তবে রঙিন এই ফ্যাশনের পেছনে রয়েছে নানান বিপদ, তা কিন্তু অনেকেই জানেন না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘চুলের রঙে থাকা কিছু রাসায়নিক উপাদান ত্বকে অ্যালার্জি, দাগ, এমনকি দীর্ঘমেয়াদি রোগের কারণও হতে পারে। কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, চুলে রং করার আগে জানা জরুরি এর সম্ভাব্য ঝুঁকিও।
বিশেষজ্ঞের মতে, বাজারে চুলে রং করা হয় মূলত দু-ধরনের। একটি অক্সিডেটিভ (স্থায়ী বা আধা-স্থায়ী) ও নন-অক্সিডেটিভ (অস্থায়ী)। যার মধ্যে স্থায়ী রঙে ব্যবহৃত কেমিক্যালই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো শুধু ত্বকে অ্যালার্জি নয়, দীর্ঘমেয়াদে ক্যানসার বা অটোইমিউন রোগের কারণও হতে পারে।
চুলের রঙে থাকা প্যারা-ফেনাইলেনডায়ামিন (পিপিডি) নামের এক উপাদানকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে ধরা হয়। এটি ত্বকে অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে। গলা, কপাল, কানের পাশে বা স্ক্যাল্পে জ্বালা-পোড়া, ফুসকুড়ি বা চুলকানির মতো সমস্যা হয়।
অনেকেই নিয়মিত রং করেন, অথচ কখনও প্যাচ টেস্ট করেন না। এতে ধীরে ধীরে ত্বকে ক্ষত তৈরি হয়, চুল পড়ে যায়, এমনকি টাক পর্যন্ত হতে পারে। এবার, চুলে রং করা বিষয়ে কিছু সাধারণ পরামর্শ।

অনেকেই নিয়মিত রং করেন, অথচ কখনও প্যাচ টেস্ট করেন না। এতে ধীরে ধীরে ত্বকে ক্ষত তৈরি হয়, চুল পড়ে যায়, এমনকি টাক পর্যন্ত হতে পারে। তাই ঘন ঘন চুল রং করা থেকে বিরত থাকাই ভালো।

- চুল রং করার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে প্যাচ টেস্ট করে নিন।
- ত্বকে যদি আগেও অ্যালার্জি বা চুল পড়ার সমস্যা থাকে, ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন।
- ঘন ঘন রং করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্ভব হলে অ্যামোনিয়া-মুক্ত বা প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করুন।
- চুলে রঙ করলে আপনি অবশ্যই আরও স্টাইলিশ ও আত্মবিশ্বাসী দেখাতে পারেন। কিন্তু সৌন্দর্যের এই ফর্মুলা যেন আপনাকে বিপদে না ফেলে। সাবধান হোন, সচেতন হোন। তারপর রাঙিয়ে তুলুন চুল।

প্যাচ টেস্ট

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ছোট ছবির প্রদর্শনী।

ছবি ছোট স্বপ্ন বড়

চালচুলোহীন শিবঠাকুরের মুখটা একটা কোনা থেকে আঁকলে যে এতটা সুন্দর দেখায় তা কেউ বা জানত! সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ইজেলস আয়োজিত 'ছোটছবি'র প্রদর্শন সেটাই দর্শকদের সামনে তুলে ধরল। সেখানে দেবস্মিতা পালের আঁকা সেই শিবঠাকুর তো বটেই, আরও এমনই বহু ছোটছবি সবার নজর কাড়ল। অনায়াসে। উদ্যোক্তা রাজীব বাগ হাসছেন, 'এটাই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল।'

'ছোটছবি'। মানে তথাকথিত বড় ছবি নয়, আমরা হরদম বইখাতায় যেমন ছবি আঁকি, তেমনটাই। শিলিগুড়ি তো বটেই, উত্তরবঙ্গে এর

আগে এমন ছবির প্রদর্শনী আগে হয়েছে বলে নামী শিল্পীদের স্মরণে নেই। আর এখানেই রাজীবদের 'ছোটছবি' সার্থক। ছবির মাপ সর্বোচ্চ এক ফুট বাই এক ফুটে (ফ্রেম সহ) বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই মাপে তো ছবি এলই, এল ছয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি বা তার আশপাশের মাপেও। সেখানে অশোক ভাদুড়ি, কাঞ্চন মিস্ত্রি, দীপঙ্কর বসু বিশ্বাসের মতো ৫৫ জন শিল্পীর পাশাপাশি সায়ন বসাক, সুনন্দা সাহাদের মতো খুদেদের আঁকা ছবিগুলি বেশ চোখ টানল। শিলিগুড়ি তো বটেই, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুর, কলকাতা, বিহার থেকে ছবি আঁকিয়েদের অংশগ্রহণে উৎসব জমজমাট। উৎসবে শামিল হয়ে বিকাশ সেন রায়, সুজিত রাহা, রবীন্দ্র জৈন, মনোজ বনসাল, সুদীপ্ত রায়, নীহার মজুমদার, অশোক ভাদুড়ি, অমিতকুমার মজুমদারের মতো বিশিষ্টরা সবাইকে খুব উৎসাহ দিলেন। উৎসবের শেষ দিন পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনটা অভিনব।

কী কারণে এমন প্রদর্শনীর আয়োজন? রাজীব আদতে মেদিনীপুরের। বহুদিন ধরে শিলিগুড়িতে থাকায় এই শহরটারই হয়ে গিয়েছেন। ছবি আঁকাকেই জীবন করেছেন। নিজে যে পথে নেমেছেন তাতে আরও অনেককে নামানো পাখির চোখ করেছেন, 'প্রযুক্তিগতভাবে আমরা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু মানসিকভাবে? তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে। আর তাই মনকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তুলতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ছবি ছোট হলেও সমস্যা নেই, আমাদের মানসিকতা যেন তাতে ফুটে ওঠে ঠিকঠাক।'

আর সেই কারণেই হয়তো উৎসবের তিনদিন দীনবন্ধু মঞ্চে ছোটছবিগুলি দেখতে দর্শকদের বেশ ভিড় হল। সমস্ত ছবি আশায় বুক বাঁধল।

–দীপায়ন বসু

বইটই

ঘোরা আর খাওয়া

ঘুরতে বেরোনো আর দারুণ খাওয়া। দুই এক সুতোয় বাঁধা পড়লে আর কী চাই! সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য এই দুইকে এক সুতোয় অনায়াসে বেঁধে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন ফ্যান্টাসির এক অনন্য জগতে। মালদ্বীপে বেড়াতে যাবেন আর মাসহুনি খাবেন না তা কি হয়? বা সিডনিতে গিয়ে সেখানকার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভোর হওয়ার পাশাপাশি সেখানকার ফিশ অ্যান্ড চিপসেই না মজা? এমনই অনেক কিছুকেই নিয়ে সুমনের **পায়ের তলায় সর্ষে...**। এই বই আসলে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পোর্টালে প্রকাশিত সুমনের ভ্রমণনিবন্ধ ও খাওয়াদাওয়ার গল্পের সংকলন। সংগ্রহে রাখার মতোই।

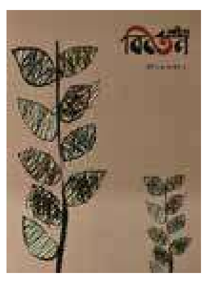

সৃজনে ভরপুর

বিবর্তন সাহিত্য পত্রিকার **বর্ষ ২৬ সংখ্যা ২** পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যার মতোই সৃজন-সম্ভাবনায় ভরপুর। ছোটগল্প, অণুগল্প, নিবন্ধ, কবিতা, স্বাস্থ্য, সংবাদ ও ধারাবাহিক উপন্যাস দিয়ে এই সংখ্যাটিও খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। 'ভারতের মাটিতে গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তক' শীর্ষকে শঙ্খনাদ আচার্য ও শাশ্বত বোসের লেখা 'বিবর্তনবাদ ও প্রাণের উৎপত্তিতে পুরাণের গ্রহণযোগ্যতা আদৌ কতটা' মনকে বেশ ভাবায়। এই সংখ্যায় ঠাঁই পাওয়া সমস্ত কবিতাই মনোগ্রাহী। উজ্জ্বল আচার্যের সম্পাদনায় সমস্ত সাহিত্যসৃজনে ছবির একটা বেশ বড় ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রেও রয়েছে। কল্যাণময় দাসের আঁকা প্রচ্ছদটি আলাদাভাবে চোখ টানে।

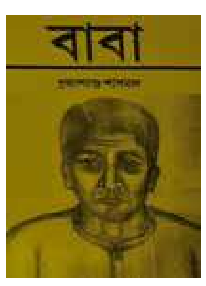

জীবনের রসদ

একজনের চাকরি চলে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে দেখলেন ব্যাগে বেশ কিছু টাকা। সেই টাকা পেয়ে কোথায় খুশি হবেন তা নয়, কীভাবে মেয়ের কাজে লাগাবেন তা ভেবে তখনই কাজে লেগে পড়লেন। এনিয়েই প্রকাশচন্দ্র শাসমলের অণুগল্প 'বাবা'। প্রকাশ শিলিগুড়ির অন্যতম নামী সাংবাদিক। খবর সংগ্রহ তো বটেই, জীবনভর বুক দিয়ে আগলে সাহিত্যসৃজনের কাজও করে চলেছেন। ২২টি অণুগল্প নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংকলন **বাবা**। প্রতিটি গল্প জীবনের নানা প্রান্তকে অনায়াসে ছুঁয়ে চলে। অনায়াসে। প্রবীণ স্রষ্টার কথায়, 'আমার সৃষ্টি যদি পাঠককে কিছুটা তৃপ্তি দিতে পারে তবেই তা সার্থক।'

সাদার শতবর্ষে

জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীনতম নাট্যদল বান্ধব নাট্যসমাজ। উত্তরবঙ্গের নাট্য ইতিহাসে জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য ভূমিকা অর্জন করেছে। আর্য নাট্যসমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯০৪ সালে। আরও বিশেষ করে বলতে গেলে শশীকুমার নিয়োগীর উদ্যোগে যার সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল ১৯০২ সালে। কিছু সদস্য নিয়মাবলি সংক্রান্ত মতবিরোধের কারণে বিশিষ্ট গবেষক পণ্ডিত চারুচন্দ্র সান্যাল ও এনামুল রহমানের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে আর্য নাট্যসমাজ ছেড়ে এসে গঠন করেন ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব। দুজনেই সমাজের অত্যন্ত মান্য মানুষ ছিলেন। চারুচন্দ্র সান্যাল রচিত 'রাজবংশী'স অফ নর্থবেঙ্গল' অত্যন্ত বিখ্যাত একটি পুস্তক। এনামুল রহমান ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব কালক্রমে সদস্যদের ভালোবাসার স্থান হয়ে ওঠে। তারাই এর একটি বঙ্গীকরণ করে। নাম হয় 'বান্ধব নাট্যসমাজ'। তারা একের পর এক নাট্য প্রযোজনা করতে থাকে। গড়ে তোলে নিজেদের প্রেক্ষাগৃহ। জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলায় অবস্থিত এই প্রেক্ষাগৃহটি সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে অত্যন্ত ভালোবাসার স্থান

বান্ধব নাট্যসমাজের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি প্রয়াস মঞ্চে 'মদনের উপাখ্যান' নাটকের একটি মুহূর্ত।

হয়ে ওঠে। বান্ধব নাট্যসমাজের অসাধারণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সব প্রযোজনা দর্শক দেখতে আসেন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করে। এহেন বান্ধব নাট্যসমাজের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল সম্প্রতি বান্ধব নাট্যসমাজের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রেক্ষাগৃহ ও জলপাইগুড়ি প্রয়াস নাট্যমঞ্চে।

প্রথম দিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়জন করা হয়। তাতে জলপাইগুড়ির নাট্যদল, সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহ ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন অংশ নিয়েছিলেন। পরদিন সংগঠনের প্রবীণ সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ অর্থাৎ যাঁদের সদস্যপদ ৫০ বছর অতিক্রান্ত তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে একটি অণুনাটক উৎসবের আয়োজন করা হয়। বান্ধব নাট্যসমাজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই উৎসবে জলপাইগুড়ির কলাকুশলী, অনামী থিয়েটার সেন্টার, মুক্তাঙ্গন নাট্যগোষ্ঠী, দর্পণ নাট্যগোষ্ঠী, ভ্রমর নাট্য সংস্থা, রূপায়ণ নাট্য সংস্থা ও আর্য নাট্যসমাজ অংশগ্রহণ করে।

পরে দু'দিন ধরে জলপাইগুড়ি প্রয়াস মঞ্চে আয়োজন করা হয় আরও একটি নাট্যোৎসবের। প্রথমে জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটার মূকাভিনয় পরিবেশন করে। এরপর আয়োজক সংস্থা পরিবেশন করে মনোজ মিত্র রচিত নাটক 'মদনের উপাখ্যান'। এই নাটকের নির্দেশক ছিলেন বরুণ ভট্টাচার্য। নাট্যোৎসবের শেষ দিন মঞ্চস্থ দুটি নাটক। কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত ও জরাসন্ধের গল্প অবলম্বনে পূর্বাচল দাশগুপ্ত রচিত নির্দেশিত নাটক 'কৃষ্ণগহ্বর'। এবং মাল অ্যাক্টোওয়ালা প্রযোজিত ও সুধাংশু বিশ্বাস রচিত নির্দেশিত নাটক 'চলো ফিরে যাই'।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটল সমাজের প্রতিচ্ছবি

বেশ কিছুদিন আগে কোচবিহারে নাট্য আসরের আয়োজন করেছিল মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ। প্রথমে ফিল্ম সোসাইটি অডিটোরিয়ামে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরে পরপর চারটি অণুনাটক পরিবেশন করে আয়োজক দল (বুমেরাং), কোচবিহার অনুভব (ইনাসিমিয়া), আইপিএ (অন্তঃক্ষরণ) ও কোচবিহার সংশপ্তক (শিউলি ফুল)। পরের দু'দিনের উৎসবের স্থান পরিবর্তিত হয়ে চলে আসে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে দু'দিনে আয়োজক দল মঞ্চস্থ করে দুটি নাটক। প্রথমটি পূর্বাচল দাশগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত 'তৃতীয় সূত্র'। আরজি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিবাদী সুর ধ্বনিত হয়েছে নাট্যে। নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে সলিল চৌধুরীর গণসংগীত, শঙ্খ ঘোষের কবিতাংশ, রবীন্দ্রসংগীত। অভিনয়ে ছিলেন রাজীব রায়, লিপিকা ভদ্র, অরুণ ঘোষ, দেবদুলাল দাম, সুব্রত কবি, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, অনামিকা দেব, মৌসুমী কবি। কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন সংস্কৃতি সাহা, অনন্যা ঘোষ, সৌমিতা বসু। আলো, আবহ প্রক্ষেপণ এবং মঞ্চসজ্জায় যথাক্রমে ছিলেন পঙ্কজ মৈত্র, অংশুমান মাহাতো এবং দিগন্ত পাল চৌধুরী।

আয়োজক দলের দ্বিতীয় নাট্যটি অভিনয় এবং সার্বিক গুণমানে প্রথমটির তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। পূর্বাচল দাশগুপ্তের সার্বিক পরিকল্পনা এবং অভিনয়ে 'কৃষ্ণগহ্বর' ভালো লাগল। মূল গল্প জরাসন্ধের। এছাড়াও মঞ্চে কুশীলব হিসেবে যথাযথ অভিনয় করেছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য, দেবদুলাল দাম, সুব্রত কবি, রাজীব

কোচবিহারে মঞ্চস্থ 'পাগল' নাটকের একটি মুহূর্ত।

রায়, দীপান্বিতা সেন এবং লিপিকা ভদ্র। এর পরে উৎসবে আমন্ত্রিত দল হিসেবে কলকাতা প্রেক্ষাপট মঞ্চায়ন করে পূর্বাচল দাশগুপ্ত রচিত, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত 'খণ্ডিতা', পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যম প্রযোজিত করে রতনকুমার চৌধুরী নির্দেশিত, তাপস মুখোপাধ্যায় রচিত 'আঁধি'। উৎসবের সর্বশেষ আকর্ষণ হিসেবে একটি ঝকঝকে প্রশংসনীয় প্রযোজনার স্বাক্ষর রেখে যায় জলপাইগুড়ি রূপায়ণ। তমোজিৎ রায় রচিত এবং দীপঙ্কর রায় নির্দেশিত নাটক 'পাগল' সমাজের এই মুহূর্তের রাজনীতির ক্লেদ, নোংরামি দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে সফল।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

শরদিন্দু স্মরণ

সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি শিলিগুড়ির চণ্ডাল বুকসে একটি আলোচনা এবং কবিতাপাঠের আয়োজন করেছিলেন শহরের তরুণ কিছু লেখক। সহযোগিতায় ছিল চণ্ডাল বুকস। সূচনাপর্বটির মূল সুর বেঁধে দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাবন্ধিক কৌশিক জোয়ারদার। অনুষ্ঠান শুরু হয় সংগীতশিল্পী মেঘা গুপ্তর গান দিয়ে। শরদিন্দুর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন সাহিত্যিক শুভময় সরকার ও তরুণ লেখক অরিন্দম ঘোষ। শরদিন্দুর জীবনের টুকরো টুকরো গল্প শোনান অরিন্দম। ছিল তরুণ কবিদের কবিতাপাঠ। কবিতা পড়ে শোনান পঙ্কজ ঘোষ, শুভ্রদীপ রায়, সৌরভ মজুমদার, সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী, সুপর্ণা সরকার সমেত একঝাঁক তরুণ কবি। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক গৌতম গুহরায়, অসীমকুমার দাস, পরাগ মিত্র, শিপ্রা পাল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীজিতা সাহা।

–সম্পা পাল

শিলিগুড়িতে সাহিত্য উৎসব

গত ১২ এবং ১৩ এপ্রিল শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল বহু ভাষাভিত্তিক সাহিত্য উৎসব। বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজি ভাষায় সুপরিচিত সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কবি, সাহিত্য সমালোচকরা তাতে শামিল হন। কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, চণ্ডীগড়, পাটনা, ওড়িশা এমনকি নেপাল থেকেও। উৎসবের আয়োজক ছিল শিলিগুড়ি মাল্টিলিঙ্গুয়াল লিটারারি সোসাইটি। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

মূল চারটি ভাষায় সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচিত হয়। বাংলা ভাষার সাহিত্য অন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদে সমস্যা ও সম্ভাবনা ছিল এর অন্যতম। অংশ নেন তিলোত্তমা মজুমদার, ডঃ সৃজিত মুখোপাধ্যায়, দিউ মালে, মঙ্গলা রাই, ডঃ সুজাতা রানি রাই, গীতা ছেত্রী, পঙ্কজম কোট্টরথ, যতীশ কুমার, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামল ভট্টাচার্য, রোয়েল পুষ্প, যশবীন সিং চাওলা, ডঃ স্বপ্ন বেহরা, ডঃ মঙ্গলা রানি, ডঃ সঞ্জীবন দত্ত রায় প্রমুখ। ছিল কবি ও বাচিকশিল্পীদের অনন্য পরিবেশন। উৎসবের উদ্বোধন করেন ডঃ সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সোসাইটির সভাপতি সুব্রত দত্ত, সম্পাদক সৌমিত্র কুণ্ডু ও উৎসব কমিটির সভাপতি ডাঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উৎসব ছিল সুন্দর। উৎসবকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতোই। উদ্যোক্তারা আগামীতে আবারও এমন উৎসবের আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়িতে ছবি আঁকার কর্মশালা।

রংতুলিতে মনের ভাষা

শিলিগুড়ি আর্ট সার্কেলের উদ্যোগে শহরের হাকিমপাড়া চিলড্রেন পার্কে সম্প্রতি চিত্র কর্মশালা, ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও আলোচনাচক্র হয়ে গেল। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে ১৫ জন চিত্রশিল্পী কালিকলম, জলরং ইত্যাদির মাধ্যমে ছবি আঁকলেন। বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে ১৮ শিশু অংশগ্রহণ করে। ছোট-বড় আঁকিয়েদের ছবি দিয়ে প্রাঙ্গণ ভরাট ছিল। সারাদিন বহু দর্শকের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব, প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরিতোষ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক ডঃ রতন বিশ্বাস, সমাজসেবী যতীশ বৈশ্য প্রমুখ। আর্ট সার্কেলের নবীন শিল্পী বৈষ্ণবী শর্মা, কৃতি শর্মা ও কস্তুরী দেবের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সূচনায় ভাষা সংরক্ষণে চিত্র ভাস্কর্য শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি অসিত খাসনবিশ এবং শেষে দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠনের সম্পাদক গোপীনাথ সাহা।

–ছন্দা দে মাহাতো

সমবেত উদ্যোগ

সম্প্রতি ইসলামপুর কিশলয় মঞ্চে পর্যাস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। উদ্বোধনী পর্বের সভাপতিত্ব করেন কবি নিশিকান্ত সিনহা। মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সজল গুহ, স্বরূপানন্দ বৈদ্য, রঞ্জন সাহা, অশেষ দাস, সুশ্বেতা বসু, রানি সেন, রুমি নাহা মজুমদার এবং ডাঃ সুভাষ চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত। স্বাগত ভাষণে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আয়োজক সংস্থার অন্যতম কর্ণধার তথা পর্যাস সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন পোদ্দার।

উপস্থিত লেখকদের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয় পর্যাস সাহিত্য পত্রিকা। পর্যাস সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয় বৃন্দাবন ঘোষ, বাণীপ্রসাদ নাগ, ভবেশ দাস, রেবা সরকার, দীপা চৌধুরী, শিপ্রা পাল, অনিল সাহা সহ বেশ কয়েকজন লেখককে। একক নৃত্য পরিবেশন করেন বৈশালী দত্ত। মঞ্চে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয় অরবিন্দ মাঝি ও প্রদীপ গুহকে। দ্বিতীয় পর্বটি ছিল সাহিত্য পাঠের। ওই পর্বে সভাপতিত্ব করেন লেখক ও সাংবাদিক সুশান্ত নন্দী। স্বরচিত সাহিত্য পাঠে প্রায় ৫০ জন বিভিন্ন জেলার কবি, সাহিত্যিক তথা লেখক অংশ নেন। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি নন্দী।

–সুরমা রানি

আলোচনা

সম্প্রতি 'শব্দ পত্রিকা'র উদ্যোগ ও বিআরসি দিনহাটার সহযোগিতায় দিনহাটার বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অডিটোরিয়ামে শিশু সাহিত্যিক ও ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের জন্মদিন পালিত হল। গোকুল সরকার, সুনীল সাহা, সঞ্জয় সোমের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। ভবানীপ্রসাদের লেখা কবিতা অনেকে আবৃত্তি করে শোনান। শব্দ পত্রিকার সম্পাদক বিপুল আচার্য, অভিজিৎ দাশ, মানিক সাহার মতো অনেকেই ভবানীপ্রসাদের লেখার বিষয়ে আলোচনা করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন অমিত রায়।

–সমীর পাল

এপ্রিল মাসের বিষয়
অকপট মুহূর্ত
(স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি)
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৬ এপ্রিল, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ এপ্রিল, ২০২৫

ছবি : সৌগত মহন্ত, দিলীপ দে সরকার, গৌরব বিশ্বাস, দুর্জয় রায়, অরিন্দমকুমার চন্দ ও নীহাররঞ্জন সরকার।

শিলিগুড়িতে ছন্দ মঞ্জরী নৃত্য শিক্ষায়তনের অনুষ্ঠান।

নারী আজও বিপন্ন

বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী গোবিন্দ সাহা তাঁর শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন। এটি ছিল ছন্দ মঞ্জরী নৃত্য শিক্ষায়তনের ১৪ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান মূলত সাজানো হয়েছিল ভরতনাট্যম এবং কত্থকের বিভিন্ন পর্ব দিয়ে। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক সূচনা পর্বে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী গোবিন্দ সাহার মা যূথিকা সাহা, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমী দাশগুপ্ত, শ্রাবণী চক্রবর্তী, সহেলি বসু ঠাকুর, সুবীর ঠাকুর, সন্দীপ নিয়োগী, কুহেলি দাস, ডঃ দীপক দাস ও মিঠুন সান্যাল। সূচনায় নজর কেড়েছিল মঞ্চজুড়ে শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে গুরুবন্দনা। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ছন্দ মঞ্জরীর কর্ণধার গোবিন্দ সাহার একক নৃত্য 'দ্রৌপদীর চিরহরণ' এবং কলকাতার শিল্পী গুরু সন্দীপ মল্লিকের একক কত্থক নৃত্য। গুরুশিষ্য দুই শিল্পীই তাঁদের নিবেদনে আসর জমিয়ে দেন। প্রথম দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'মনসামঙ্গল' নৃত্যনাট্য। গ্রন্থনায় ছিলেন অতসী রায় এবং ভাষ্যপাঠে অতসী ছাড়াও সুবীর ভট্টাচার্য ও শর্বরী দত্ত। এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডঃ শংকর ঘোষ, নৃত্যগুরু সংগীতা চাকি ও চিত্র পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাস সহ ১৮ জন সমাজ, সাংস্কৃতিক ও নাট্য জগতের ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছন্দ মঞ্জরীর 'পরম্পরা-২০২৫' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনের উল্লেখযোগ্য নিবেদনে ছিল রবীন্দ্র ভাবনায় নবরস, আঞ্চলিক নৃত্যে ঋতুরঙ্গ, সলিল চৌধুরীকে স্মরণ করে ছোটদের সৃজনশীল নৃত্য ও মায়েদের সৃজনশীল ও উপশাস্ত্রীয় নৃত্য। সেই মহাভারতের যুগ থেকে আজও সমাজে নারীর সম্ভ্রম নানাভাবে বিপন্ন। 'দ্রৌপদীর চির হরণে' গোবিন্দ তা দীনবন্ধু মঞ্চের উপস্থিত দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর এখানেই তাঁর নিবেদন সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে।

- ছন্দা দে মাহাতো

নার্সকে হুমকি

প্রথম পাতার পর

এরপর আমি বাধ্য হয়ে ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালককে গিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্য বলি।'

তারপরেই মিঠু নার্সকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ শুরু করে। মহিলার অভিযোগ, 'বেরিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুল্যান্সচালক আমায় হুমকি দিয়ে বলে, 'তুমি বেশি কথা বলছ। তোমাকে রাতের মধ্যেই আরজি কর হাসপাতালে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। তারপর ওরকম অবস্থা করে দেব।'

নার্স হতাশার সুরে জানান, অ্যাম্বুল্যান্সচালক যখন তাঁকে হুমকি দিচ্ছে, তখন সেখানে বেশ কয়েকজন রোগীর পরিজন দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা বিষয়টি দেখেও কোনও প্রতিবাদ করলেন না। নার্সের কথা, 'অভয়া কাণ্ডের সময় এঁরাই মোমবাতি হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলেন!' এদিকে, ওই নার্সকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি জানাজানি হতেই হাসপাতালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ক্ষোভ সৃষ্টি হয় নার্স সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও।

অ্যাম্বুল্যান্সচালকের ঠাঁই বর্তমানে জেলে। তবুও ঘটনায় আতঙ্কিত হাসপাতালের মহিলা কর্মীরা। ওই নার্সের আশঙ্কা, 'জেলা হাসপাতালের বাইরেও আমাকে চলাফেরা করতে হয়। ঘটনার পর থেকে আমি আতঙ্কে রয়েছি। যদি ওরা আমার কোনও ক্ষতি করে দেয়!'

বিষয়টি শুনেছেন হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'সুপার আমাকে বিষয়টা জানাননি। আমি এ নিয়ে সুপারের সঙ্গে কথা বলব। তাছাড়া ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, হাসপাতাল চত্বরে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স থাকতে দেওয়া হবে না। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে। ওখানে পুলিশ আউটপোস্ট রয়েছে। আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

গৌতম আশ্বস্ত করলেও প্রশ্ন থেকেই যায়, সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে একজন অ্যাম্বুল্যান্সচালক কীভাবে নার্সকে এভাবে হুমকি দেওয়ার সাহস পায়। হাসপাতালে এ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, হাসমি চক থেকে হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পর্যন্ত ফুটপাথ দখল করে রেখেছেন বড় ব্যবসায়ীরা। দুই-এক জায়গায় ছোট ছোট চায়ের দোকান রয়েছে। তবে তারা খানিকটা জায়গা ছেড়ে দোকান করছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা পুরো ফুটপাথটাই নিজেদের দখলে রেখেছেন। হিলকার্ট রোডে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পাশে অলোক কুণ্ডু এবং পুলক কুণ্ডুর পাশাপাশি ছাতার দোকান রয়েছে। দুজনেরই দোকানের সামগ্রী রাখা ফুটপাথের ওপরে। কোনওভাবে একজন কষ্ট করে ওই এলাকা দিয়ে হেঁটে বের হতে পারবেন। কেন ফুটপাথে সামগ্রী রেখেছেন, অনুমতি নিয়ে রেখেছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে অলোকের বক্তব্য, 'সময়মতো সরিয়ে দেব।' অন্যদিকে, পুলকের বক্তব্য, 'আগে সামনের দিকে গিয়ে দেখে আসুন। ওই এলাকা আগে খালি করানো হোক।' পুলকের কথা মতো সামনে গিয়ে দেখা গেল সত্যিই অন্য ব্যবসায়ীরাও ফুটপাথ দখল করে দোকানের সামগ্রী রেখে দিয়েছেন। টায়ারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সোনার দোকান। কেউ কেউ তো আবার পার্কিংয়ের জায়গাও দখল করে রেখেছেন। হিলকার্ট রোডের ফুটপাথে দোকান রয়েছে সুভাষ রায়ের। ফুটপাথের একাংশ দখল করে তিনি ব্যবসা করছেন। ক্রেতারা যাঁরা আসছেন তাঁদের আবার ফুটপাথে দাঁড়াতে দিচ্ছিলেন না ওই চা বিক্রেতা। তাঁর বক্তব্য, 'অনেকে তো গোটা ফুটপাথই দখল করে নিয়েছে। আমি গরিব মানুষ, একাংশে বসে ব্যবসা করছি। এটা দিয়েই আমার সংসার চলে।'

জেলে পাঠাল বাংলাদেশ

অপহৃত কৃষক নাকি অনুপ্রবেশকারী

শীতলকুচি, ১৮ এপ্রিল : বাংলাদেশিদের হাতে অপহৃত ভারতীয় কৃষককে ফেরাতে ব্যর্থ বিএসএফ। অপহৃত কৃষকের পরিবার জানতে পারে উকিল বর্মনকে বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানার পুলিশ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে আদালতে পাঠিয়েছে। লালমণিরহাট আদালত তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। এর প্রতিবাদে শুক্রবার বিএসএফের গাড়ি আটকে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অপহৃত কৃষকের পরিবার ও পরিজনরা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে। পরে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহর আবেদনে বিক্ষোভ উঠে যায়। এদিন শীতলকুচির ফুলবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

গত বুধবার বিএসএফের অনুমতি নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ধানখেতে কাজ করতে গিয়েছিলেন পশ্চিম শীতলকুচির উকিল বর্মন। সেসময় একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী তাঁকে অপহরণ করে। তিনদিন পেরিয়ে গেলেও তাঁকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। ফলে বিএসএফের ওপর ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা। এদিন অপহৃত কৃষকের স্ত্রী শৈববালা বর্মন বলেন, 'বিএসএফের আধিকারিকরা শুধু আশ্বাস দেন ফিরিয়ে আনার। আর সান্ত্বনা চাই না, স্বামীকে ফিরে পেতে চাই। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমার স্বামীকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন।'

বৃহস্পতিবার রাতে বিএসএফের গুলিতে মৃত বাংলাদেশি পাচারকারীর দেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। কিন্তু উকিল বর্মনকে দেশে ফেরানো নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে জটিলতা। সাংসদ বলেন, 'এক বাংলাদেশি বিএসএফের গুলিতে মারা যাওয়ায় তাদের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা কাজ করছে। এর ফলে একটু সময় লাগছে। বিএসএফ ও বিজিবি'র মধ্যে আলোচনা চলছে। উকিল বর্মনকে ফেরত আনতে আমরা যা প্রয়োজন করব।'

পাশাপাশি দুপুরে উকিল বর্মনের পরিবারের খোঁজ নেন এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, 'ওই কৃষককে ফিরিয়ে না আনতে পারায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতা প্রকাশ পাচ্ছে। বিএসএফের অনুমতি

বিএসএফের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা।

নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে কাজে গিয়েছিলেন। দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী চিৎকার করে। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের নজরে এনেছি বিষয়টি। আমি বিষয়টি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রীর নজরেও আনব।'

এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে বিএসএফ আধিকারিকদের কারও কোনও মন্তব্য পাওয়া না গেলেও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় কৃষককে ফেরাতে দফায় দফায় বিজিবি'র সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএসএফ।

বাইসনের সঙ্গে তিরিশ মিনিট 'যুদ্ধ' তরুণের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু চোট মারাত্মক থাকায় তাঁকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি কোচবিহারে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। তাঁর একটি পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। আরেকটি পায়ে অপারেশন করতে হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

শুক্রবার বেডে শুয়ে কালিদাস বলেন, 'সামনে বাইসন দেখে ভেবে নিয়েছিলাম মৃত্যু অবধারিত। তাই বাঁচার শেষ চেষ্টা করতেই বাইসনের শিং ধরে ঝুলে পড়ি। প্রায় ৩০ মিনিট বাইসনের সঙ্গে যুদ্ধ করি। অবশেষে সেটি আমাকে ছেড়েই পালিয়ে যায়। আজ ভগবানের কৃপায় বেঁচে আছি।'

ওই তরুণের দাদা ললিত বর্মন বলেন, 'ভাইয়ের চিৎকার শুনেই আমরা বাইরে গিয়ে দেখি সে রাস্তায় পড়ে আছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে আমরা গরিব মানুষ। ভাইয়ের যা পরিস্থিতি তার চিকিৎসা করানো আমাদের পক্ষে মুশকিল। বন দপ্তর যদি ভাইয়ের চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব নেয় তাতে আমার পরিবারটি বেঁচে যাবে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ওইদিন ফালাকাটা শহর ও গ্রামীণ এলাকায় ঢুকে পড়ে জোড়া বাইসন। তার হামলায় সকালের দিকেই তিনজন জখম হয়েছিলেন। দুটি বাইসনের মধ্যে একটি জঙ্গলে ফিরে গেলেও কুঞ্জনগরে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে একটি বাইসন সোনারায়েরধাম এলাকার ভুট্টাখেতে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তাকে পাহারা দিতে থাকে বন দপ্তর। তারা ভেবেছিল রাত হলে বাইসনটিকে জঙ্গলে ফেরাবে। বন দপ্তর সিদ্ধান্তমতো কাজ শুরু করে। বাইসনটি খেত, নদী, জঙ্গল পেরিয়ে কুঞ্জনগরে চলে যায়। তবে বনে ঢোকার আগেই অবশ্য সে লোকালয়ে হামলা চালায়। কুঞ্জনগরের উত্তরপাড়ায় কালিদাস বর্মন ওই বাইসনটির হামলাতেই গুরুতর জখম হন। বন দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, বাইসনটি এরপর সুস্থ অবস্থাতেই কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

বন দপ্তরের জলদাপাড়া (সাউথ)-এর রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'খবর পেয়েই আমরা ওই তরুণের বাড়িতে টিম পাঠিয়েছিলাম। বন দপ্তরের নিয়মমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এলাকায় বাইসনের গতিবিধি নজরে রাখতে তিনটি টিম রাখা হয়েছে।'

নালিশ বোসকে

প্রথম পাতার পর

মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারের কথায়। তিনি জানালেন, এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সেবা প্রতিষ্ঠানকেও শিবিরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যপাল শিবিরে ঢোকামাত্র স্কুলের গেটে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের আটকে দেয় পুলিশ। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

রাজ্যপাল ভেতরে থাকতেই বাইরে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাতে আহত হন একজন সরকারি কর্মীও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকলে রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। রেডক্রসের দেওয়া কিছু অনুদান শরণার্থীদের তুলে দেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, 'যে ধরনের হিংসার কথা শুনলাম, তা বরদাস্ত করা যায় না। কোনও মানুষ এমন ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।'

ক্যাম্পে আশ্রিত মাধবী মণ্ডল বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্যাম্প না হলে আমরা ঘরে ফিরব না। রাজ্যপালকে সেকথা জানিয়েছি। আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমরা পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। পুলিশ থাকতেই আমাদের এত ক্ষতি হয়েছে।'

মহেশ্বরী মণ্ডল নামে আরেক আশ্রিত বলেন, '১২ দিন আগে আমার মেয়ে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। ওই বাচ্চাকে নিয়ে নৌকায় পালিয়ে এসেছি। আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করা হয়েছে।' জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদারও বলেন, 'যে মানুষগুলোর ওপর নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, তাদের খাবার বন্ধ করে জোর করে বাড়ি পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে। আশ্রয় নেওয়া মহিলারা বলছেন, তাঁরা বাড়ি চান না, টাকা চান না। শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী চান। সম্মান নিয়ে বাঁচতে চান।'

স্থানীয় বাসিন্দারাও অভিযোগ করেন, পুলিশ রাতে আশ্রিতদের বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করছে। রিঙ্কি মণ্ডল নামে এক শিবিরবাসী বলেন, 'আমাদের জেলখানার বন্দির মতো রাখা হচ্ছে। বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। আত্মীয়রা এলে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা তো শখে আসিনি।'

পরিবর্তন আনব

প্রথম পাতার পর

এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন সাকুল্যে জনা পঞ্চাশেক। এঁদের অধিকাংশই দিলীপ ও রিঙ্কুর পরিবারের মানুষজন। বিয়ের ভোজের তালিকায় ছিল ভাত, ডাল, সবজি, কাতলা মাছের কালিয়া, পাঁচ রকমের সন্দেশ, সঙ্গে রসগোল্লা আর আইসক্রিম। দিলীপের শুভানুধ্যায়ীদের অনেকেই চেয়েছিলেন, তাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে জমকালো একটা ভুরিভোজ দিতে। বাদ সাধেন দিলীপ নিজেই। দিলীপের কথায়, এই দিনটা আমার কাছে আর পাঁচটা দিনের মতোই। তবে দিলীপ স্বীকার করেছেন, বিয়ের পিঁড়িতে বসে তাঁর জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হল। রসিকতা করে বললেন, 'লোকে জীবন শুরু করে গার্হ্যস্থ দিয়ে। আমি সেটা দিয়ে শেষ করলাম।'

শনিবার দিলীপের জন্মদিন। একঢিলে দুই পাখি মারার মতো করে শনিবার সকালে ইকোপার্কে মর্নিং ওয়াকের পর সেখানে জন্মদিন উদযাপন করবেন তিনি। তার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে শ'দুয়েক ইডলি। বেলায় দমদমে রাজনৈতিক কর্মসূচি সেরে বিকালে খড়্গপুরে নিজের বাড়িতে ফেরার কথা। নিজেই তা জানিয়েছেন দিলীপ।

সবুজের সমারোহ।। দমনপুরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

দেখা হল না রাজ্যপালের সঙ্গে

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ এপ্রিল : তাঁদের এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? তাঁরা স্কুলে ফিরে যেতে চান। এমন আবেদন নিয়ে শুক্রবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশের। কিন্তু মালদা সার্কিট হাউসের সামনে পৌঁছাতেই তাঁরা পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। অনুরোধ করলে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে বলেন পুলিশকর্তারা। কিন্তু প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করলেও রাজ্যপালের সঙ্গে চাকরিহারারা দেখা করে কথা বলার সুযোগ পেলেন না।

একাধিকবার পুলিশি বাধার মুখেও পড়তে হল তাঁদের। কখনও রাজ্যপালের নিরাপত্তারক্ষী এসে দূরে সরিয়ে দিলেন। আবার কখনও হাত লাগালেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ না হলেও চাকরিহারাদের আবেদনপত্র ইংরেজবাজার থানার আইসির হাতে তুলে দেন। তিনি আবেদনপত্র পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। চাকরিহারাদের তরফে অরিন্দম দাস বলেন, 'আমরা একটি আবেদনপত্র

সার্কিট হাউসের সামনে রাজ্যপালের অপেক্ষায় চাকরিহারা শিক্ষকরা।

লিখেছিলাম। সেটি রাজ্যপাল স্যরকে দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু দেখা করার অনুমতি পেলাম না। ইংরেজবাজার থানার আইসি আমাদের আবেদনপত্রটি নিয়েছেন। তিনি পৌঁছে দেবেন বলেছেন।'

শুক্রবার মালদা শহর জুড়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে। এদিনই মালদায় আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সকাল থেকে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে চাকরিহারা যোগ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে অনশন বিক্ষোভ শুরু হয় মালদার সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পক্ষ থেকে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলে এই অনশন মঞ্চ। পাশাপাশি এদিন দুপুর দেড়টা থেকে মালদা টাউনহলের সামনে থেকে একটি মিছিল করেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকেরা। গোটা শহর ঘোরে এই মিছিল। শহরের একদিকে যখন চাকরিহারাদের মিছিল অনশন মঞ্চ চলছে, এদিনই বিকেল চারটে নাগাদ মালদা সার্কিট হাউসে পৌঁছান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

আর সে খবর পেয়েই জনাকয়েক চাকরিহারা শিক্ষক সার্কিট হাউস-এর সামনে পৌঁছায়। তাঁরা যে যোগ্য, সেই আবেদন রাজ্যপালের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তারা ভেতরে ঢুকতে পারেননি। আন্দোলনকারীদের তরফে পায়েল সাহা বলেন, 'আমরা আমাদের আবেদন পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেখা করতে চেয়েছিলাম রাজ্যপালের সঙ্গে। কিন্তু অনুমতি না থাকায় আমাদের যেতে দেওয়া হয়নি। এখন পাশে কেউ নেই। কি করব, কোথায় যাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

রাজনীতির প্রসাদ পান

প্রথম পাতার পর

দেড় সপ্তাহ আগে জলপাইগুড়ির সভায় গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মন দুই নৌকায় পা রাখলেন যেন। শর্ত দিলেন দুই ফুলকেই। ২০০০ রাজবংশী প্রাইমারি স্কুল ও ৫০টি জুনিয়ার হাইস্কুলের অনুমোদন দিলে ২০২৬-এ রাজবংশী ভোট যাবে জোড়াফুলে। পৃথক রাজ্যের দাবি মেনে নিলে ইভিএম ভরবে পদ্মফুলে। বংশীবদন কিন্তু তৃণমূল সরকারের বদান্যতায় প্রশাসনের দেওয়া নীলবাতির গাড়িতে ঘোরেন।

তর্কের খাতিরে বলি, দুই ফুলই তাঁর শর্ত পূরণ করলে কাকে সমর্থন করবেন বংশীবদন? তৃণমূলকে সমর্থনের বিনিময়ে প্রশাসনের দেওয়া নীলবাতির গাড়ি চড়ার সুযোগ তাঁর হাতে। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের আরেক নেতা নগেন রায় (স্বঘোষিত অনন্ত মহারাজ) আবার বিজেপিকে সমর্থনের বিনিময়ে রাজ্যসভার সাংসদপদ পেয়েছেন।

কামতাপুরি আন্দোলনের প্রধান কান্ডারি অতুল রায়কেও জীবদ্দশায় দুই নৌকায় দেখা গিয়েছে। কখনও জোড়াফুলের গন্ধ মেখে কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হয়েছেন। কখনও নরেন্দ্র মোদির জনসভা আলোকিত করেছেন। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের শীর্ষ নেতা বিরসা তিরকি, তেজকুমার টোপ্পো তৃণমূলের দাক্ষিণ্যে সরকারি পদ পেয়েছেন। পরিষদের প্রাক্তন নেতা জন বারলা আবার পদ্মফুলে গা-ঘষাঘষি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন।

গোর্খা জনমুক্তির মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং একসময় ছিলেন তৃণমূলের গুড বয়। যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা ডেকেছিলেন। তিনি এখন মমতার চক্ষুশূল। বরং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বৈঠকে ডাকের অপেক্ষায় আঁকুপাঁকু করেন। তাঁর দল ভেঙে নানা গোষ্ঠী, উপদলের জন্ম হয়েছে। গুরুংয়ের প্রাক্তন সহকর্মী অনীত থাপা এখন তৃণমূলের চোখের মণি। রাজনীতির ছোঁয়া জাতি আন্দোলনকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে।

আন্দোলনের নেতাদের একাংশ কখনও তাৎক্ষণিক লাভের আশায়, কখনও ব্যক্তিগত বা অন্য কোনও স্বার্থে আপস করেছেন মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে। একটা উদাহরণ দিই। বংশীবদন একসময় বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ দূরের কথা, ভোট না দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। যুক্তি ছিল, ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা 'গ' শ্রেণির রাজ্য কোচবিহারের বাসিন্দা। তাঁরা কেন অন্য রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) ভোটে থাকবেন?

যে যুক্তি বংশীবদনরা নিজেরাই ভাঙলেন ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে। সমস্ত রাজবংশী মানুষ সেই ডাকে সাড়া দেবে না বুঝে প্রথমে বিবেক ভোটের ডাক দিলেন। নির্বাচনের দিন পাঁচেক আগে আরও কিছুটা নরম হয়ে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টকে হারাতে যেখানে যে বিরোধী দল শক্তিশালী, সেখানে তাদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরিণতি? সেই নির্বাচনে দিনহাটায় কমল গুহর দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে তাঁর পুত্র উদয়নের (তিনি তখন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী) হার। সিতাই কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফজলে হকের জয়। মূল ধারার রাজনীতির সেই ছোঁয়া থেকে আর মুক্ত হয়নি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। একই নামে পৃথক সংগঠনের নেতা, এখন সাংসদ নগেন কখনও মমতাকে সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কখনও অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজনীতির হাত ধরে যেখান থেকে যেমন ক্ষীর পাওয়া যায় আর কী! জঙ্গি সংগঠন কেএলও তো বিজেপির হাত ধরেই চলেছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা যেন কেএলও'র সঙ্গে বিজেপি ও কেন্দ্রের লিয়াজঁ অফিসার।

দলীয় রাজনীতির স্বার্থ নানাভাবে প্রতিফলিত জাতি সংগঠনগুলিতে। বিভাজনও সেই কারণে। ভাগাভাগিতে কয়েকজন নেতার পরিচিতি, পদপ্রাপ্তি বা অন্য কিছু হয় বটে। কিন্তু জাতির সার্বিক লক্ষ্য আদায় বা আর্থিক-সামাজিক উন্নয়ন উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। জাতিগুলির সমর্থন ধরে রাখতে পাহাড় থেকে সমতলে তৈরি একের পর এক উন্নয়ন বোর্ডের অধিকাংশ হয়ে উঠেছে দুর্নীতির আখড়া। এখন তো বরাদ্দ বন্ধই। ফলে জাতির উন্নয়ন বোর্ডগুলির অস্তিত্ব কার্যত কাগজে-কলমে। মেরুকরণের অ্যাজেন্ডায় বিজেপির জোর জাত-ধর্মের লড়াইয়ে। পালটা মমতা কখনও ওয়াকফ আইনের বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কখনও দিঘায় মন্দির গড়ছেন। দুই শিবিরের এই লড়াইয়ে না উপকৃত হচ্ছে ধর্ম, না লাভ হচ্ছে জাতিগোষ্ঠীগুলির। উলটে রাজনীতির কলুষে নিজেরাই বিভাজিত হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকছে জনগোষ্ঠীগুলির।

দার্জিলিং হেরিটেজ ওয়াক

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : দার্জিলিংয়ের ইতিহাস আরও বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাবেন ইতিহাসপ্রেমীরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সংগ্রহশালার উদ্যোগে ১৭ এবং ১৮ মে 'দার্জিলিং হেরিটেজ ওয়াক'-এর আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক, পড়ুয়া, গবেষক থেকে শুরু করে যে কেউই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মলয় সাহা বলেন, 'দার্জিলিংয়ে অনেক ঐতিহ্যবাহী নির্দশন রয়েছে। সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে যাতে ইতিহাসপ্রেমীরা জানতে পারেন সেজন্য দু'দিনের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ৫ মে'র মধ্যে আবেদন করতে হবে।

মন্তব্যে বিতর্ক

কিশনগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল : কিশনগঞ্জে শুক্রবার এআইএমআইএমের রাজ্য সভাপতি ও অমৌরের বিধায়ক আখতারুল ইমামের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জলঘোলা হয়। তিনি বলেন, 'জেলায় ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আছে। বেআইনিভাবে বোর্ডের জমি স্বল্প দামে বিক্রি হয়েছে। শুধু কিশনগঞ্জে নয়, সারাদেশে ওয়াকফ বোর্ডের জমি অনৈতিকভাবে দখল হয়েছে।' বিধায়কের ওই মন্তব্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আয়োজকদের তরফে অবশ্য তা সামলে দেওয়া হয়।

উত্তরের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। আর তাকে ঘিরে পর্যটন প্রসারে একের পর এক পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এবার তাতে নতুন পালক যুক্ত করা হচ্ছে। ইতিহাসের সাক্ষী থাকা পোস্ট অফিস জুড়বে পর্যটনে। আবার ধর্মীয় পর্যটনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পোস্ট অফিস নিয়ে পর্যটনের ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল : বিভিন্ন এলাকার পুরোনো পোস্ট অফিসগুলো অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। এবার সেই পোস্ট অফিসকে ঘিরে পর্যটন নতুন দিগন্ত ছুঁতে চলেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ওই ইতিহাসবিজড়িত পোস্ট অফিসগুলো দেখতে এসে ওই এলাকা সম্পর্কে জানবেন। আশপাশের এলাকাও ঘুরে দেখবেন। এতে এলাকার পর্যটন ব্যবসার উন্নতি হতে পারে। ওই পরিকল্পনার প্রাথমিক আলোচনাতেই আলিপুরদুয়ারের বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিস নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে শুধু বক্সা নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের ১০০টি পুরোনো পোস্ট অফিসকে ওই প্রকল্পে শামিল করার ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন ট্যুরিজমের তরফে ডিপার্টমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনকে ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ওই মন্ত্রককে বলা হয়েছে যে, তারা এই বিষয়টি নিয়ে যেন পোস্টাল বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে। রাজ্য ইকো ট্যুরিজমের চেয়ারম্যান রাজ বসুর কথায়, 'পোস্টাল বিভাগের দেশজুড়ে বড় নেটওয়ার্ক। সেটাকে পর্যটনের

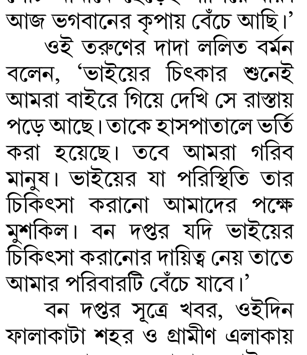

বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিস।

জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। আমারও পোস্টাল বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করব। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে অনেক এলাকার পর্যটন ব্যবসা বাড়বে।'

উত্তর-পূর্ব ভারতের ১০০টি পোস্ট অফিসের তালিকা তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যে পোস্ট অফিসগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে সেগুলোর ইতিহাসও খোঁজা হচ্ছে। মেঘালয়ে তিনটি, অসম-অরুণাচল সীমানায় দুটি, মায়ানমার সীমান্তে দুটি পোস্ট অফিস চিহ্নিত হয়েছে। আরও কাজ চলছে। শিলিগুড়ির পাশে নেপাল সীমান্ত, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ কয়েকটি পোস্ট অফিসকে রাখা হবে। তবে সেই তালিকায় পাকাপাকিভাবে জায়গা পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিস।

প্রথমেই ওই পোস্ট অফিসকে চিহ্নিত করার পিছনে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। দেশ স্বাধীনের আগে থেকে ইন্দো-ভুটান সম্পর্কের বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী ওই পোস্ট অফিস। ১৯০৫ সালে বক্সাদুয়ারকে ব্রিটিশরা মহকুমা করার পর বক্সা পাহাড়ে ওই পোস্ট অফিস তৈরি করা হয় বিভিন্ন সরকারি কাজের সুবিধার জন্য। এরপর থেকে বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ওই পোস্ট অফিস। ১৯৩১ সালে বক্সার জেলে বন্দিরা সেখান থেকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলে জানা গিয়েছে। ওই পোস্ট অফিসের বর্তমানে বেহাল দশা। বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিসের বর্তমান পোস্ট মাস্টার সৃজনা থাপার কথায়, 'এই রকম কোনও পরিকল্পনা হয়েছে বলে আমি শুনিনি। যদি কোনও সরকারি নির্দেশ আসে সেটা তো মানতেই হবে।'

পুরোপুরি নতুন এই পরিকল্পনার জন্ম ঠিক কোথা থেকে? দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মেট্রো সিটি সব জায়গায় যে পরিষেবা পাওয়া যায় সেটা হল পোস্ট অফিস পরিষেবা। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের পোস্ট অফিস বিভাগকে পর্যটনের জন্য কাজে লাগানোর পরিকল্পনা চলছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ১০০ পোস্ট অফিসকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে পোস্টাল বিভাগের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

মন্দিরকে আকর্ষণীয় করার প্রয়াস

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বাংলার বীরযোদ্ধা পৃথু রায় ও আলাউদ্দিন খিলজির যুদ্ধক্ষেত্রের ঐতিহাসিক সীমান্ত এলাকা এবার পর্যটকদের দেখার সৌভাগ্য হবে। এর সঙ্গেই আরও একাধিক ঐতিহাসিক সীমান্ত এলাকাকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার উদ্যোগ নিল প্রশাসন। পাশপাশি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অধীন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঢোলগ্রামের মন্দির এলাকাকে নিয়ে ধর্মীয় পর্যটনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন সীমান্তবর্তী স্থানকেও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। এই উদ্যোগে প্রশাসন স্থানীয় মন্দির কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির সাহায্য নিচ্ছে। ঢোলগ্রাম এলাকা জেলার সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-২ পঞ্চায়েত ও নগর বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়েছে। ঢোলগ্রামের সঙ্গে ধর্মীয় পর্যটনে দক্ষিণ বেরুবাড়ির গর্ভেশ্বরী ও গর্তেশ্বরী মন্দির দুটিকেও যুক্ত করা হবে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ঢোলগ্রাম মন্দির ও বেরুবাড়ির মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা পর্যটনের প্রচারের আলোয় আসে না। যদিও প্রশাসন থেকে গর্ভেশ্বরী ও ঢোলগ্রাম এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে।

নগর বেরুবাড়ির কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে দেবী চৌধুরানির সুড়ঙ্গ দর্শন।

মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নে অনেক কাজ করা হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পর্যটনে মানুষের আকর্ষণ বাড়াতে আমরা বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলির সহযোগিতা পেতে আবেদন করেছি।

জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সব্যসাচী রায়ের কথা থেকে জানা গিয়েছে, অবিভক্ত বাংলার পরাক্রমশালী রাজা পৃথু রায় ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ির সীমান্ত এলাকায় আলাউদ্দিন খিলজির বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। বাংলাদেশে গড়ালবাড়ির কাছে আজও পৃথু রাজার গড় রয়েছে। এছাড়া খারিজা বেরুবাড়ির মালকানিতে রাজার মন্দিরও আছে। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা প্রশাসনের পরামর্শে ঢোলগ্রাম ও গর্ভেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রটি পর্যটকদের দেখানোর ব্যবস্থা করব।' অন্যদিকে, ঢোলগ্রামে কালী, গঙ্গা ও শিবের মূর্তি রয়েছে বলে মন্দির কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন। প্রতি বছর সেখানে পুণ্যার্থীরা ভিড় করেন। স্থানীয় যমুনা নদীতে স্নান সারেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ির ত্রিস্রোতা মহাপীঠ মন্দির কমিটির সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র রায় বলেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ি একদিকে বেরুবাড়ি আন্দোলন ও অ্যাডভার্স জমির জন্য জাতীয় স্তরে পরিচিত। তাছাড়া আজও পৃথু রাজার নামে সিং রোড, মহারাজার দিঘি ও আন্তর্জাতিক সড়ক রয়ে গিয়েছে। ফলে ধর্মীয় পর্যটনের সঙ্গে সীমান্ত পর্যটনকে যুক্ত করে জেলা আয়ের নতুন দিশা পাবে।' নগর বেরুবাড়ি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরের জঙ্গলে দেবী চৌধুরানির গোপন সুড়ঙ্গ ঢাকা পড়ে রয়েছে। বিএসএফ-এর সহযোগিতাও মিলতে পারে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ির ড্যাফোডিলস স্কুলের প্লে-গ্রুপের ছাত্রী শিবাক্ষী দে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে খুব আগ্রহী। এই খুদে ছাত্রীর গানেও আগ্রহ রয়েছে।

পুড়ল গাড়ি

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ঘুরতে এসেই ঘটল বিপদ! আগুনে পুড়ে গেল সাধের গাড়ি। বড়সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা সুনম সুনাম। অরুণাচলপ্রদেশ থেকে শিলিগুড়িতে আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিল তিনি। গাড়ি চালাতে চালাতেই ভক্তিনগর থানার কাছে ডন বসকো মোড় থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের দিকে যাওয়া রাস্তায় গাড়িটিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুন লাগতেই গাড়ি থেকে নেমে যান সুনম। নিমেষেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গাড়িটি। গাড়িতে আগুন দেখতে পেয়ে পথচারীরাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ, ডাবগ্রাম দমকল বিভাগ। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে যায় গাড়িটি।

তবে আচমকাই ওই গাড়িতে কীভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে দেখছে দমকল বিভাগ।

চুরির কিনারা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সাফল্য পেল এনজেপি থানার পুলিশ। গত ২২ মার্চ বাড়িভাসা নিবাসী স্বপনকুমার চন্দ নামে এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে নগদ কুড়ি হাজার টাকা ও রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই পুলিশকর্মী। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে মাদানিবাজার বাঁশবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সুজন রায় ও মানিক সরকার নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের কাছে থেকে উদ্ধার হয় কিছু টাকা ও রুপোর গয়না। বাকি টাকার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

খোয়া গেল ফোন

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : হাওড়া থেকে শহরে ক্যারাটে খেলতে এসে মোবাইল ফোন খোয়া গেল এক খেলোয়াড়ের। ওই খেলোয়াড় জানিয়েছেন, শহরের একটি স্কুলে তাঁদের একটি দল দু'দিনের জন্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে এসেছে। এদিন সকালেই তাঁরা জংশনে পৌঁছান। এরপর জংশন এলাকার একটি হোটেলে খেতে গিয়েছিলেন। এক খেলোয়াড় বলেন, 'বেরোনোর সময় আমি মোবাইল নিতে ভুলে যাই। পরে দেখি, মোবাইল উধাও হয়ে গিয়েছে।' এরপর প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন ওই খেলোয়াড়। মোবাইল ফোনটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বামেদের প্রচার

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল : ব্রিগেড সমাবেশের জন্য প্রচার শুরু করল সিপিএম। শুক্রবার সিপিএমের ৪, ৫, ৬ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তরফে মিছিল করে ব্রিগেড সমাবেশে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই কর্মীরা ব্রিগেডে যোগদানের জন্য কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিল সহ নানা দাবিতে এদিন ইসলামপুর শহরে মিছিল করে সিপিএম। মিছিল শেষে বাস টার্মিনাসে পথসভা হয়।

খাবার বিলি

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শিবমন্দির বহ্নিশিখা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে বৃদ্ধাশ্রমে খাবার দেওয়া হয়। শুক্রবার রোহিণীর একটি বৃদ্ধাশ্রমে আটা, তেল, কাঁচা সবজি সহ আরও কিছু সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। খাবারের পাশাপাশি দুটো সিলিং ফ্যানও দেওয়া হয়েছে।

এয়ারভিউ মোড়ে ন্যায়বিচার চেয়ে চাকরিহারাদের মিছিল। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

অবৈধ গোডাউন ঘিরে ফের প্রশ্ন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : কোথাও খালি ফ্ল্যাটেই দেওয়া হচ্ছে গোডাউন ভাড়া, কোথাও আবার ফাঁকা ঘর হয়ে যাচ্ছে গোডাউন। লাইসেন্সহীন, কোনওরকম সুরক্ষা ছাড়া গোডাউনগুলি চলছে কী করে, ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্ন আরও বড় হয়ে উঠেছে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে। বৃহস্পতিবার একটি চশমার দোকানের দোতলায় থাকা একটি গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এই প্রশ্ন সামনে নিয়ে এল। কেন পুরনিগম ব্যবস্থা নিচ্ছে না? ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'এটা সত্যি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটছে। ভাড়া দেওয়ার আগে বাড়ি, ফ্ল্যাট মালিকদের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ওয়ার্ড কমিটিগুলির সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা করছি।'

পুরনিগমের নিয়ম অনুযায়ী, গোডাউন তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যানে তার উল্লেখ থাকতে হবে। বাড়ি তৈরির পর গোডাউন করতে চাইলে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে আবেদন করতে হয়। শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেই পুরনিগম অনুমতি দিতে পারে। নিতে হয় ফায়ার লাইসেন্স। কিন্তু কাগজে-কলমে যতই নিয়ম থাক, ধার ধারেন না একশ্রেণির বাড়ির মালিক। শহরে এখন ঘর বানিয়ে অথবা ফাঁকা ফ্ল্যাটে গোডাউন ভাড়া দেওয়ার নতুন চল শুরু হয়েছে। আশ্রমপাড়া থেকে জ্যোতিনগর, মহানন্দাপাড়া থেকে পাঞ্জাবিপাড়া, সর্বত্রই ছবিটা একই। পাড়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকছে গাড়ি, সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। প্রতিটি এলাকা যেন কমার্সিয়াল।

গভর্নমেন্ট স'মিল এলাকায় একটি বহুতল রয়েছে। আবাসন হলেও, বহুতলটি রীতিমতো গোডাউনে পরিণত। স্থানীয় পুলক রায় বলেন, 'এলাকায় গোডাউনের চাহিদা বেশি। তাই অনেকেই গোডাউন ভাড়া দিচ্ছেন। সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা।' একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডেও গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলোর একাংশে। শুধু ফ্ল্যাটই নয়, সাধারণ ঘর গোডাউন হিসেবে ভাড়া দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। মহানন্দাপাড়ার রাজু দাসের কথায়, 'কোনও পরিবারকে ভাড়া দিলে অনেক সময় নানা ঝামেলার মুখে পড়তে হয়। গোডাউন ভাড়ায় এই সমস্যা নেই।'

এমন পরিস্থিতিতে কাউন্সিলারদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'গোডাউন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মধ্যে এখন আইন ভাঙাটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কত আইন ভাঙতে পারে, প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা এ ব্যাপারে ওয়ার্ডবাসীকে সচেতন ও সতর্ক করছি।' ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা অবশ্য বলছেন, 'ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা বোর্ড মিটিংয়ে তুলেছি। কোন এলাকায় এধরনের গোডাউন বেশি, তথ্যও দিয়েছিলাম। কিন্তু হচ্ছে, হবে-এর বাইরে ফল দেখতে পারছি না।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, গোডাউনগুলিতে কী জিনিস থাকছে কেউ জানেন না। তার মধ্যেই রাস্তায় সেই মাল লোডিং-আনলোডিং হওয়ায় যানজটও বাড়ছে।'

পুরনিগমের নিয়ম

- গোডাউন তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যানে তার উল্লেখ থাকতে হবে
- বাড়ি তৈরির পর নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে আবেদন করতে হবে
- শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেই পুরনিগম অনুমতি দেয়
- গোডাউনের জন্য দমকল থেকে নিতে হয় ফায়ার লাইসেন্স

বিধি ভেঙে

- নিয়ম উড়িয়ে ফাঁকা ফ্ল্যাটে গোডাউন ভাড়া দেওয়ার নতুন চল শুরু হয়েছে
- আশ্রমপাড়া থেকে জ্যোতিনগর, মহানন্দাপাড়া থেকে পাঞ্জাবিপাড়া, সর্বত্র একই ছবি

শহরে র‍্যালি চাকরিহারা শিক্ষকদের

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ফের পরীক্ষা না দেওয়া, যোগ্যদের নিজ নিজ স্কুলে চাকরিতে বহাল, ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে শহরে র‍্যালি করলেন শিক্ষকরা। শুক্রবার এয়ারভিউ মোড় থেকে ওই র‍্যালি শুরু হয়। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিভিন্ন স্কুলের চাকরিহারা শিক্ষকরা ওই র‍্যালিতে যোগ দেন। সমাজের সকল স্তরের মানুষদের এই আন্দোলনে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন চাকরিহারারা।

এদিন তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে র‍্যালিতে দেখে গেল বামপন্থী শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদার, বিকাশরঞ্জন দেবকে। আগামীতে যোগ্যদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। র‍্যালি শেষে হাসমি চকে পথসভাও করেন তাঁরা। এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত সেলিম জাফর বলেন, 'যোগ্য হয়েও আমাদের চাকরির নিশ্চয়তা নেই। চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মতো সুপ্রিম কোর্ট ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে।' তবে শনিবার স্কুলে শিক্ষকরা যাবেন কি না সেই ব্যাপারে এখনও তাঁরা কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাতিল মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ডাকা মিছিল বাতিল করল নুর এ মুয়াজ্জেন। যদিও মিছিল হবে ধরে নিয়েই শুক্রবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির হাসমি চকে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনের পক্ষ থেকে মিছিল বাতিলের কথা জানানো হলে বাহিনী তুলে নেওয়া হয়।

পদ্ম নেতার বিরুদ্ধে পোস্টারে চাঞ্চল্য

জ্যোতিনগরকে ঢাল করে বাগযুদ্ধ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : ঝংকার মোড় এবং ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিংকে 'হিন্দু বিরোধী' তকমা দিয়ে পোস্টার পড়ল। কোথাও লেখা 'হিন্দু বিরোধী বিবেক সিং ৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে দূর হটো'। আবার কোথাও লেখা 'তৃণমূলের সঙ্গে সংযোগ করে হিন্দু অপমানকারী বিবেক সিংকে জানাই ধিক্কার'। শুক্রবার সকাল থেকেই এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় শহরজুড়ে। গোটা ঘটনার সঙ্গে গত বুধবার ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা পরিমল মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে বিবেক সিং-এর সাংবাদিক বৈঠকের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ওই সাংবাদিক বৈঠকে বিবেক সিং দলকে না জানিয়েই তৃণমূল নেতার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বলে খবর। এই ঘটনাকে ভালোভাবে নেননি বিজেপির কর্মীরা। এরমধ্যেই বিবেক সিং ওই সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেছিলেন, এক কথা দু'কথায় অন্য মানে হয়ে গিয়ে গত সোমবার জ্যোতিনগরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়ে যায়। পাশে বসেই পরিমল মিত্রকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ওসব ভুল বললে হবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

ওই ঘটনার পর থেকেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিবেকের ওপর চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এমনকি কয়েকজন ফেসবুকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করে কমেন্টও করেছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক সুবিধা নিতে শুরু করেছে তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'কী শিলিগুড়ির বিধায়ক মহাশয়? শিলিগুড়িতে ধর্মের নোংরা রাজনীতি করতে গিয়ে আপনার মুখ পুড়ল।' কারণ, ঘটনায় প্রথম থেকেই বিধায়ক শংকর ঘোষ সরব ছিলেন। এরমধ্যেই এদিন বিবেক সিং-এর বিরুদ্ধে এ ধরনের পোস্টার, বিশেষ রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি হিসেবেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, রাজনৈতিক ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন বলে মনে করছেন বিবেক সিং। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থানার আইসি একটি শান্তি বৈঠক ডেকেছিলেন। এরপর প্রশাসনের থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল, একটি শান্তি বার্তা দেওয়ার জন্য। সেকারণেই ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতার সঙ্গে বসেছিলাম।' পরিমলকে ইঙ্গিত করে তাঁর বক্তব্য, 'এখন ওই সাংবাদিক বৈঠককে কেন্দ্র করে যদি রাজনীতি করা হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। রাজনীতির জন্য অন্য জায়গা রয়েছে। সেখানে সামনাসামনি বসুক। তৃণমূল কর্মীরাই চক্রান্ত করে পোস্টার দিয়েছে।'

এদিকে, গোটাটাই বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল বলে টিপ্পনী করতে ছাড়ছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি বলেন, 'এটা বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ফল। আগে থেকেই ছিল এখন শুধু তা সামনে আসছে।' এদিকে, ওই সাংবাদিক বৈঠকের পর থেকে বিবেক সিং-কেও বিশেষ প্রোটোকলে থাকার জন্য বিজেপির তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনওকিছু বলার আগে, দলের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিবেক জেলা কমিটির মুখপাত্র পদেও রয়েছেন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'ওইদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বিবেক সিং যে কথাগুলো বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য। দলের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। তাছাড়া বিধায়ক শংকর ঘোষ জ্যোতিনগর সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে মূলত কোনও মন্তব্যই করেননি। এদিনের বিবেকের বিরুদ্ধে যে পোস্টার দেওয়া হয়েছে, সেটা তৃণমূলের তরফেই ফেলা হয়েছে।'

জিইয়ে রাখার চেষ্টা

- সোমবার জ্যোতিনগরে হঠাৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়
- বুধবার এনিয়ে তৃণমূল নেতার সঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলার যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন
- যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের ঘটনাকে ভালোভাবে নেননি স্থানীয় বিজেপির কর্মীরা
- শুক্রবার ঝংকার মোড় এলাকায় বিজেপি কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ে

সোনার চেন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েই বাঁধল বিপত্তি। সোনার চেন ছিনতাই করে নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। যদিও ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সেই সোনার চেন উদ্ধার করল পুলিশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরের বাসিন্দা সুধা বাজাজ।

গত ৯ এপ্রিল জ্যোতিনগর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে ঘটনাটি ঘটে। সুধার বক্তব্য, বিকেলের পর হাঁটতে বেরিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ মোটরবাইক চালিয়ে দুই দুষ্কৃতী তাঁর সামনে আসে এবং চলন্ত অবস্থায় তাঁর গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে নামে পুলিশ। ওই দিনই রাত ৮টা নাগাদ এনজেপি থানার অন্তর্গত তিনবাত্তি ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় টোটোতে থাকা এক পুলিশকর্মীর স্ত্রীর মোবাইল, সোনার অলংকার, টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তিন দুষ্কৃতী। এই ঘটনার তদন্তে নেমে শক্তিগড়ের বাসিন্দা মহম্মদ সৌরভ এবং অনু সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। এই দুজনকে গ্রেপ্তারের পরই জ্যোতিনগরের ছিনতাইয়ের কিনারা হয়।

এনজেপি থানা থেকে ধৃতদের জেরার পর অনুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সুধা বাজাজের ছিনতাই হওয়া সোনার চেন। চেনটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

গুডফ্রাইডে-তে সেবার বার্তা

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : যিশুখ্রিস্টের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে থাকে গুডফ্রাইডে। ক্ষমা এবং প্রেমের নিদর্শন তুলে ধরা হয় এদিন। শিলিগুড়ির বেশ কিছু চার্চেও এদিন গুডফ্রাইডেতে প্রার্থনা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর প্রধাননগরের আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চে বড় আকারে গুডফ্রাইডের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবছরও একইরকম আয়োজন ছিল। দুপুর ৩টে থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্রুশযাত্রার আয়োজন করা হয়। যেখানে যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার কাহিনী নাটকের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। যুবরা সেখানে অংশগ্রহণ করে। শহর এবং শহরের বাইরে থেকে গুডফ্রাইডেতে প্রায় ৫-৬ হাজার লোকের সমাগম হয়। পাশাপাশি এদিন প্রভু যিশুর আদর্শ সকলের কাছে তুলে ধরা হয়।

এরপর শনি ও রবিবার হবে ইস্টার স্যাটারডে এবং ইস্টার সানডের অনুষ্ঠান। আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথলিক চার্চের ফাদার উইলিয়াম তিরকি বলেন, 'মানবসেবাই পরম ধর্ম। যিশুখ্রিস্ট তাই বলেছেন। সেই কথাও আজ আমরা তুলে ধরব, পাশাপাশি প্রভু যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনীও তুলে ধরা হবে।'

প্রধাননগরের এই চার্চের পাশাপাশি সেবক রোড, মাটিগাড়া সহ বিভিন্ন এলাকাতেও চার্চগুলিতে আজ দুপুর ২টার পর গুডফ্রাইডের নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রংদার রোববার

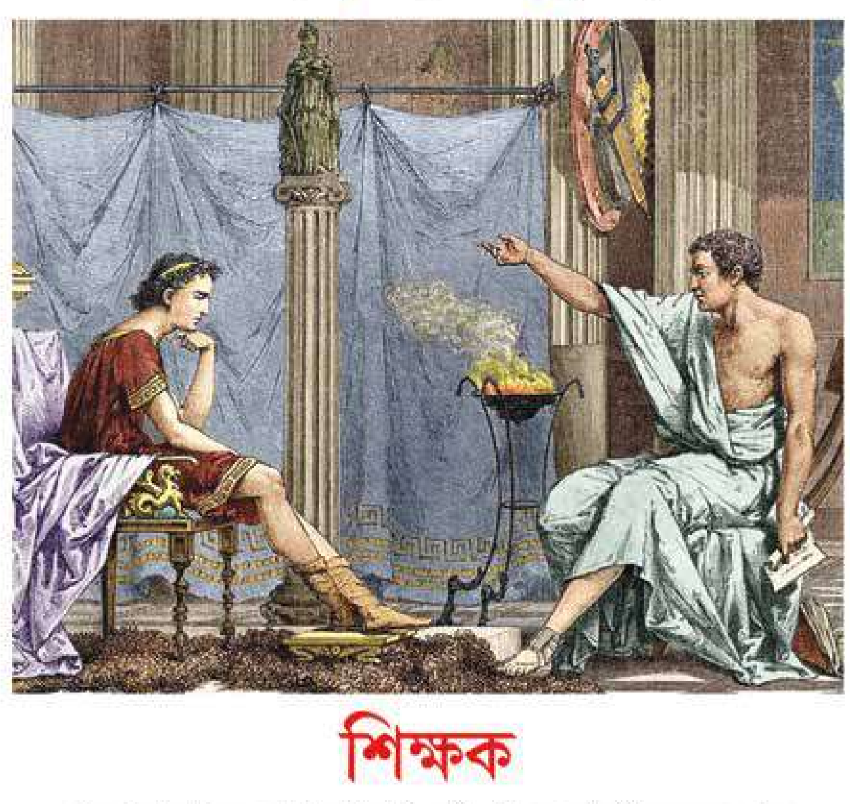

শিক্ষক

এখন প্রচারমাধ্যমে চোখ রাখলেই বেশি পাওয়া যায় শিক্ষকদের খবর। নানা কারণে তাঁরাই খবর। কেউ হতভাগ্য। কেউ সৌভাগ্যবান। কখনও ছাত্রদের কাছে নায়ক, কখনও খলনায়ক। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক সমাজের বদলের পর্যালোচনার চেষ্টা হলে তা অজান্তে হয়ে দাঁড়াবে ছাত্রদের পরিবর্তনের রূপান্তরও। এবারের প্রচ্ছদে শিক্ষক। সঙ্গে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বদলের চর্চা।

প্রচ্ছদ কাহিনী কৌশিক জোয়ারদার, সৈয়দ তানভীর নাসরীন ও চিরদীপা বিশ্বাস

কবিতাগুচ্ছ বিজয় দে

গল্প সেবন্তী ঘোষ ও ছন্দা বিশ্বাস

ট্রাভেল ব্লগ গ্রন্থন সেনগুপ্ত

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

ফোটোজেনিক ক্যাফে কালচার শালুগাড়ায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : চারটে দেওয়ালই সাদা রংয়ের। এককোণে একটি চেয়ার আর ছোট্ট টেবিল। সেই কোণের দেওয়ালে ফুল আঁকানো হয়েছে রংতুলি দিয়ে। ওপর থেকে ছোট আকারের একটি বাতি ঝুলছে। যার আলো এসে পড়ে মুখের ওপর। জয়ী সেই চেয়ারে উঠে বসল। হাতে মকটেলের গ্লাস। উলটো দিকে ঋষভ। প্রিয়তমার আবদার মেনে একের পর এক ক্লিক। সব আলাদা আলাদা ভঙ্গিমায়। 'অ্যাস্থেটিক (নান্দনিক) ভিউ'-তে তোলা ছবিগুলো রাতেই আপলোড হয়ে যাবে সমাজমাধ্যমে। তারপর লাইক, কমেন্টের বন্যা।

জেন জেড ও আলফার এই নেট দুনিয়াকে চমকে দেওয়ার প্রবণতা ক্যাফে মালিকদের রমরমা কারবারের চাবিকাঠি। তাই ক্যাফের মেনুতে নতুনত্ব আনার পাশাপাশি সাজসজ্জার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ভীষণভাবে। শালুগাড়ার ক্যাফেগুলো সুস্বাদু খাবার ও সময় কাটানোর ঠিকানার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছে ফোটো তোলার আদর্শ জায়গা।

বছর পাঁচেক আগে পর্যন্ত হাতেগোনা কিছু মোমো, চাউমিনের দোকান ছিল। ততক্ষণে অবশ্য ক্যাফে কালচার জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে শহর শিলিগুড়িতে। শালুগাড়া থেকে তরুণ-তরুণরী আসতেন এখানে। তারপর সময়ের দাবি মেনে ক্যাফে খুলতে শুরু করল ওই জনপদে। স্থানীয় অনুজ ছেত্রী আজ থেকে দশ বছর আগে ছোট্ট একটি মোমোর দোকান খুলেছিলেন। তবে এখন সেটা ক্যাফে। মোমোর পাশাপাশি মেনুতে যুক্ত হয়েছে হরেকরকমের চাইনিজ পদ। অনুজ বলছিলেন, 'আমাদের এখানে এখন অনেক ক্যাফে খুলেছে। আরও খোলার অপেক্ষায়। অন্দরসজ্জা যতটা সুন্দর করা যাবে, ক্রেতার কাছে তত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।' সহমত ললিত তামাং। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'এখন সবাই ফোটোজেনিক জায়গার খোঁজ করে। তাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, একটু অন্যরকম মেনু আর সঙ্গে সুন্দর পরিবেশ।'

কী কী খাবার মিলছে? পরিচিতি খাবারের স্বাদে আনা হচ্ছে বদল। চিজ, ফ্রাই, চিলি মোমো বেশ জনপ্রিয়। এছাড়া র‍্যামেন, সুশি, বোবা টি, মাশরুমের বিভিন্ন পদ, মকটেল, শেকস ইত্যাদি তো রয়েছেই। তবে বাজিমাত করছে তারা, যাদের অন্দরসজ্জায় রয়েছে চমক।

একটি ক্যাফেতে দেখা হল সৃজিতা চক্রবর্তী, রিদ্ধি সাহার সঙ্গে। রিদ্ধির কথায়, 'শিলিগুড়িতে অনেক বেশি ক্যাফে রয়েছে, এটা ঠিক। তবে অধিকাংশই ছোট, ভিড়ে ঠাসা। এখানে ভেতরটা তুলনামূলকভাবে সুন্দর।'

মূল সড়কের দু'পাশে তো বটে, অলিগলিতেও দেখা মিলবে ক্যাফের। স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাচ্ছেন স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা। কোনটিওর দেওয়ালজুড়ে নকশা আঁকানো। কোনওটিতে মাঝে বসানো আর্টিফিশিয়াল গাছ। সেটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে টুনি বালব দিয়ে। এমনকি যে লাইটগুলো লাগানো হয়, তার নকশা এবং আলোর রং দিয়েও কাড়া হচ্ছে নজর। টেবিলের রং, প্লেট ও চামচের ডিজাইনও নাকি খাবারের ছবি তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। বছর আঠারোর মোহিত আগরওয়ালের কথায়, 'নতুন নতুন ক্যাফেতে যাওয়া। সেখানে খাবার ও অন্দরসজ্জার ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা আমার শখ। এগুলোই তো আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।'

দাম হয়তো রাস্তার ধারের ফাস্ট ফুড স্টলের থেকে বেশি, তবে 'অ্যাস্থেটিক ফোটো'র জন্য বাড়তি খরচে কার্পণ্য করছে না তরুণ প্রজন্ম।

ঘরের মাঠে হারের হ্যাটট্রিক বিরাটদের

বিরাট কোহলিকে আউট করার পর অর্শদীপ সিংকে ঘিরে উচ্ছ্বাস পাঞ্জাব কিংসের ক্রিকেটারদের। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-৯৫/৯ (১৪ ওভার)
পাঞ্জাব কিংস-৯৮/৫ (১২.১ ওভারে)

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিল : ঘরের মাঠের ক্ষত আরও গভীর। অষ্টাদশ আইপিএলে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে জোড়া ম্যাচে হেরে শুক্রবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নেমেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেখানেও ১১ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে হেরে ঘরের মাঠে তারা হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল।

পাঞ্জাব কিংসের বোলিং দাপটে তারা ১৪ ওভারে আটকে যায় ৯৫/৯ স্কোরে। একটা সময়ে মনে হয়েছিল ১৪ ওভারের ম্যাচেও তারা অল আউট হয়ে যাবে। সেই বিড়ম্বনা থেকে আরসিবি-কে বাঁচিয়ে দেন টিম ডেভিড (২৬ বলে অপরাজিত ৫০)। শেষ ওভারে ডেভিড ছক্কার হ্যাটট্রিক সহ ২১ রান নেওয়ার পরও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স তিন অঙ্কের রানে পৌঁছাতে পারেনি। ডেভিড ছাড়া তাদের ইনিংসে একটিই দুই অঙ্কের রান – যা এসেছে অধিনায়ক রজত পাতিদারের (২৩) থেকে।

পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিংয়ের চিন্তিত মুখে হাসি ফোটালেন অর্শদীপরা।

এদিন মাঝে মাঝেই বৃষ্টির আবির্ভাবে নির্ধারিত সময়ের সোয়া ২ ঘণ্টা পর খেলা শুরু হয়। তাই পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার টস জিতে বোলিং নেওয়ায় কেউই অবাক হননি। টসের পরও একদফা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে বাইশ গজে বল পড়তে আরও ১৫ মিনিট দেরি হয়ে যায়। সুইংয়ের আদর্শ পরিবেশে বেঙ্গালুরুকে চতুর্থ বলেই প্রথম ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিং (২৩/২)। ফিল সল্টকে (৪) ফিরিয়ে তিনি পাঞ্জাব কিংসের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক ৮৭টি শিকারের নজির গড়েন। পেছনে ফেলে দেন পীযূষ চাওলাকে। আরসিবি সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই তৃতীয় ওভারেই অর্শদীপের শিকার হয়ে যান বিরাট কোহলি (১)। এরপর মার্কো জানসেন (১০/২) ও জেভিয়ার বার্টলেট (২৬/১), এমনকি লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালও (১১/২) বেঙ্গালুরুর ব্যাটারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের ছন্দ দেখিয়ে চাহাল জোড়া উইকেট শিকার ছাড়াও একটি বাউন্ডারিও খরচ করেননি কোটার তিন ওভারে। যে চাপ সামলাতে না পেরে আরসিবি ৬৩/৯ হয়ে যায়। ডেভিডের ব্যাটিংয়ে মুখরক্ষা হলেও লড়াই করার মতো স্কোরে তারা পৌঁছাতে পারেনি।

তবে এই স্কোর নিয়েই জোশ হ্যাজেলউড (১৪/৩) পালটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভুবনেশ্বর কুমারও (২৬/২) তৃতীয় ওভারে প্রভসিমরান সিংকে (১৩) ফিরিয়ে তাঁকে যোগ্য সংগতের চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়েছেন শ্রেয়সও (৭)। কিন্তু তাঁরা দুইজন বোলিং থেকে সরে যাওয়ার পর বাকি আরসিবি বোলাররা সেই চাপ বজায় রাখতে পারেনি। সুযোগটা কাজে লাগান নেহাল ওয়াধেরা (১৯ বলে অপরাজিত ৩৩)। পাঞ্জাব ১২.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়।

প্রো টি২০ লিগ শুরু ১৬ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ শুরু হচ্ছে আগামী মাসের ১৬ তারিখ থেকে। এটি প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সংস্করণ। গতবছর থেকে সিএবি এই প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল।

তবে ১৬ মে প্রো টি২০ লিগ শুরু হলেও ওইসময় কিন্তু আইপিএলের খেলা থাকবে। ২৩ মে প্লে-অফ ম্যাচ এবং ২৫ মে ফাইনাল ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে হওয়ার কথা রয়েছে। তাই প্রো টি২০ লিগের শুরুর দিকের ম্যাচ ইডেনে হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এদিকে মহিলাদের প্রো টি২০ লিগ ৪ জুন থেকে শুরু হওয়ার কথা।

উত্তরের খেলা

জয়ী ২০১৬, ২০০৮ ব্যাচ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১৬ ব্যাচ ৪ উইকেটে হারিয়েছে ১৯৯৩-১৯৯৪ ব্যাচকে। ১৯৯৩-১৯৯৪ প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২২ রান করে। প্রণেন্দু দেব রেখে আসেন ৩৭ রান। ম্যাচের সেরা উদ্দীপন চক্রবর্তী ১৮ রানে তিন উইকেট পেয়েছেন। ২০১৬ জবাবে ১৩ ওভারে ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

অন্য ম্যাচে ২০০৮ ব্যাচ ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে ২০০৬ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০০৬ প্রথমে ৯০ রানে অল আউট হয়। তন্ময় ভৌমিকের শিকার ২২ রানে ৪ উইকেট। ২০০৮ জবাবে ৮ ওভারে ৩ উইকেটে বিনিময়ে ৯৪ রান তুল নেয়। ম্যাচের সেরা তন্ময় ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন।

প্রথম রাজ্য যোগ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র কল্যাণ সমিতির আয়োজনে ও উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা অ্যাকাডেমি ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় প্রথম রাজ্য যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে শনিবার। নমশূদ্র কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্য জানিয়েছেন দুই দিনের এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে শিলিগুড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নেট রান রেট	পয়েন্ট
দিল্লি ক্যাপিটালস	৬	৫	১	০.৭৪৪	১০
পাঞ্জাব কিংস	৭	৫	২	০.৩০৮	১০
গুজরাট টাইটান্স	৬	৪	২	১.০৮১	৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৭	৪	৩	০.৪৪৬	৮
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৭	৪	৩	০.০৮৬	৮
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৭	৩	৪	০.৫৪৭	৬
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৭	৩	৪	০.২৩৯	৬
রাজস্থান রয়্যালস	৭	২	৫	-০.৭১৪	৪
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৭	২	৫	-১.২১৭	৪
চেন্নাই সুপার কিংস	৭	২	৫	-১.২৭৬	৪

বাবার পরামর্শ মেনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সৌরভ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : বাবা মনোজ কোঠারি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ১৯৯০ সালে। ৩৫ বছর পর বিশ্বসেরার খেতাব জিতলেন পুত্র সৌরভ কোঠারি। সদ্য ২০২৫ আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরলেন সৌরভ।

■ **ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি**

খুব ভালো লাগছে। বাবা মনোজ কোঠারি ১৯৯০ সালে এই খেতাব জিতেছিলেন। ৩৫ বছর পর আমি খেতাব জিতলাম। এটাই বড় কথা। তাছাড়া ডেভিড কসিয়ের, পঙ্কজ আদবানির মতো খেলোয়াড়দের হারিয়ে খেতাব জেতাটা বড় প্রাপ্তি।

■ **ফাইনালে প্রতিপক্ষ পঙ্কজ আদবানি**

দুই মাস আগেই পঙ্কজকে হারিয়ে আমি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এমনিতেই সারাবছর আমরা একসঙ্গে খেলি। তবে পঙ্কজের মতো খেলোয়াড়কে হারানোটা সহজ ছিল না।

■ **প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ**

অবশ্যই ডেভিড কসিয়ের। এমনিতেই ওকে হারানোটা প্রচণ্ড কঠিন। তবে ২০১৮ সালে ওয়াল্ড বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ সেমিফাইনালেও কসিয়েরকে হারিয়েছিলাম। একের পর এক কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে খেতাব জেতাটাই আমাকে তৃপ্ত করেছে।

■ **ফাইনালের আগে বাবার পরামর্শ**

বাবা আমাকে নিজের ছন্দটা ধরে রাখতে বলেছিলেন। এমনিতেই অনুশীলন বা ম্যাচের সময় কোনও খারাপ শট খেললে সবসময় সেটা নিয়েই আমার সঙ্গে কথা বলবেন। তবে এবারই প্রথমবার দেখলাম, ক্রমাগত আমাকে নিজের ছন্দ ধরে রাখতে বলেছেন। সেটা মেনেই সাফল্য পেয়েছি। ফাইনাল জেতার পর বাবা প্রচণ্ড খুশি হয়েছিলেন।

■ **প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি**

আমি স্নুকার ও বিলিয়ার্ডস দুটোই খেলি। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার আগে বাবার পরামর্শে স্নুকারের অনুশীলন বন্ধ রেখেছিলাম। পুরোপুরি বিলিয়ার্ডসে মনোনিবেশ করেছিলাম। দিনের বেলায় এমনি অনুশীলন করতাম। তবে একটানা চোদ্দোদিন বিকেলে বাবার অধীনে দুই ঘণ্টা কড়া অনুশীলন করেছি। ওখানে বাবা আমার সমস্ত ভুলত্রুটি শুধরে দিতেন। বাবার অধীনে অনুশীলনই আমাকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছে।

■ **টাইমড ফরম্যাটে খেলা**

টাইমড ফরম্যাটে খেলাটা খুব চাপের। ফাইনালে পঙ্কজ আমার ৩০০ পয়েন্টের লিডটাকে কমিয়ে ১০ পয়েন্টে এনেছিল। তখন মাত্র ৪৫ মিনিট বাকি। সেইসময় যে কেউ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত।

■ **ফাইনালের টার্নিং পয়েন্ট**

ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে ৩০০ পয়েন্টের লিড নিয়েছিলাম। ওটাই ফাইনালের টার্নিং পয়েন্ট। এখানেই পঙ্কজের মনোবলটা ভেঙে যায়।

■ **বাবা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বাড়তি চাপ**

কোনও বাড়তি চাপ ছিল না। কারণ ২০১৮ সালে আমি ওয়াল্ড বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউবিএল) জিতেছিলাম। তখন বেশ চাপ অনুভব করেছি।

■ **পরবর্তী লক্ষ্য**

এরপরের লক্ষ্য স্নুকারের ওয়াল্ড গেমস। ওখানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা খেলতে আসবেন। ভারত থেকে একমাত্র আমি প্রতিনিধিত্ব করছি। কারণ স্নুকারে বিশ্বের সেরা আট খেলোয়াড়ের মধ্যে আমি রয়েছি।

গোকুলামকে হারিয়ে ট্রফি ছুঁল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলা বাহিনী। পুরুষ দলের ব্যর্থতার মাঝে লাল-হলুদে এটাই যেন অক্সিজেন।

মহিলাদের ফুটবলে 'টিফো' সচরাচর দেখা যায় না। ভারতে তো নয়ই। সেখানে শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের ম্যাচে সুবিশাল টিফো নিয়ে মাঠে হাজির সমর্থকরা। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শুরু থেকে শেষ ফুটবলারদের উজ্জীবিত করে গেলেন সমর্থকরা। আর লিগের শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে তিন গোলে জয় আরও রাঙিয়ে দিল লাল-হলুদের ট্রফি জয়ের উৎসব।

লিগের শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালাকে ৩-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। জোড়া গোল করলেন ঘানার স্ট্রাইকার এলসাদাই। একটি গোল সৌম্যা গোগুলোথের। তিনটি গোলই ম্যাচের প্রথমার্ধে। এদিন গোটা ম্যাচে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি গোকুলামকে। আগাগোড়া দাপটের সঙ্গেই খেলে গেল ইস্টবেঙ্গলই। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই লাল-হলুদের গ্যালারির উৎসবের আমেজ পৌঁছে গেল মাঠেও। গ্যালারি থেকে লাল-হলুদ বেলুন উড়ল আকাশে। আতশ বাজি, স্মোক বম্বের সঙ্গে 'লাল-হলুদের ঝড়ের নাম ইস্টবেঙ্গল' সুরে মাঠে তখন মায়াবী পরিবেশ।

ইস্টবেঙ্গলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত পাল। অধিনায়ক সুইটি দেবীর সঙ্গে সেই ট্রফি গ্রহণ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে মহিলা দলকে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হল এদিনই। সঙ্গে উপহার। চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক সুইটি দেবী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত। বললেন, 'মহিলা ফুটবলে এমনটা দেখাই যায় না। আমি এই প্রথম দেখলাম। এই সমর্থন মহিলাদের ফুটবলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।' কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজ অবশ্য মাটিতেই পা রাখছেন। তাঁর চোখ এবার এএফসি-তে।

মহিলাদের জাতীয় লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল দল।

দলের সঙ্গেই যাচ্ছেন সাউল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : চার বিদেশিকে ধরেই কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের ছক অস্কার ব্রুজোঁর।

শুক্রবারও অনুশীলনে অনুপস্থিত সাউল ক্রেসপো। চোট গুরুতর না হলেও স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্ট। চিকিৎসকরাও তাঁকে কয়েকটা দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে দলের সঙ্গে ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন সাউল।

সুপার কাপ খেলতে শনিবার বেলার দিকে ভুবনেশ্বর উড়ে যাবে টিম ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সকালে যুবভারতী সংলগ্ন মাঠে কেরালা ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়া। ক্রেসপোকেও অনুশীলনে ডাকা হয়েছে। যদিও সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। ফলে অস্কার হাতে পাচ্ছেন চার বিদেশিকে। সেখানে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে কেরালা ব্লাস্টার্স। ডাগআউটে থাকবেন নতুন স্প্যানিশ কোচ ডেভিড কাটালা। তিনি আবার লাল-হলুদ কোচ ব্রুজোঁর পূর্ব পরিচিত। অস্কার যে সময়ে সেল্টা ভিগো যুব দলের কোচ ছিলেন সেই সময় তাদের সিনিয়ার দলে খেলতেন কাটালা। এদিকে ইস্টবেঙ্গল, কেরালাকে হারাতে পারলেই কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সামনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সেই ম্যাচে সাউলের খেলার ব্যাপারে আশাবাদী ম্যানেজমেন্ট।

সেমিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টার

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ এপ্রিল : অলৌকিক বললেও বোধহয় কম বলা হবে।

ইউরোপা লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তখন ৬-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে। অতিরিক্ত সময় শেষ হতে মিনিট দশেকও বাকি নেই। ইউনাইটেডের অতি বড় সমর্থকও ভাবতে পারেননি ম্যাচটা তারা জিততে পারবে। কিন্তু সেই কার্যত অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখাল রুবেন অ্যামোরিমের দল।

অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন

নাটকীয়তায় ভরপুর ৯ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। লিঁওর বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ ৫-৪ গোলে জিতে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রথম লেগের ফল ছিল ২-২। ফিরতি লেগেও শুরু থেকেই ইতিবাচক ফুটবল ইউনাইটেডের। ম্যানুয়েল উগার্তে এবং দিয়েগো ডালোটের করা গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় রেড ডেভিলরা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ৭১ ও ৭৭ মিনিটে আচমকাই পরপর গোল হজম। ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। ১০৪ ও ১০৯ মিনিটে আরও দুই গোল দিয়ে তখন জয়ের স্বপ্ন দেখছে লিঁও। এরপরই অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। ১১৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ব্রুনো ফার্নান্ডেজের। ১২০ মিনিটে গোল কোবি মাইনোর। শেষ বাঁশি বাজার আগে হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ইউনাইটেড।

নিষিদ্ধ গুরমিত

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল : ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দায়ে আজীবনের জন্য নির্বাসিত হলেন মুম্বই টি২০ লিগে একটি দলের মালিক গুরমিত সিং ভামরা। শুক্রবার বিসিসিআইয়ের অম্বুডসম্যান প্রাক্তন বিচারপতি অরুণ মিশ্র এই শাস্তির কথা জানিয়েছেন। মুম্বই টি২০ লিগের দ্বিতীয় সংস্করণে সেমিফাইনাল ম্যাচে গুরমিত একজন খেলোয়াড়কে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই খেলোয়াড়ের অভিযোগের ভিত্তিতে বিসিসিআই তদন্ত শুরু করেছিল।

অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের বাংলা দলের সদস্য জলপাইগুড়ির ৪ ফুটবলার।

অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলের কোয়ার্টারে বাংলা

বেলাকোবা, ১৮ এপ্রিল : মণিপুরের ইম্ফলে আয়োজিত জাতীয় স্কুল গেমসের অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বাংলার মেয়ে ও ছেলেদের দল। শুক্রবার মেয়েরা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ গোলে হারিয়েছে ওড়িশাকে। জোড়া গোল করে সারজিতা খাতুন। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে মেয়েদের প্রতিপক্ষ হারিয়ানা। মেয়েদের দলে রয়েছে জলপাইগুড়ির চার ফুটবলার প্রিয়া রায়, স্নেহা মিনজ, নিশা ওরাওঁ এবং সহনি রায়।

অন্যদিকে, ছেলেরা ১-০ গোলে হারায় দিল্লিকে। গোলস্কোরার সায়ন রায়। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে ছেলেরা নামবে কেরলের বিরুদ্ধে। ছেলেদের দলে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার আশিস রায় ও প্রভাত প্রধান।

মেয়রস কাপ দাবায় প্রথম নৈয়ায়িক, সুকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : বাবুপাড়ার শক্তি সোপান ক্লাবে আয়োজিত পুরনিগমের আন্তঃ বিদ্যালয় মেয়রস কাপ দাবায় অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে নৈয়ায়িক বিশ্বাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আয়ুষ দত্ত এবং হিমেল দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের প্রথম হয় সুকৃতি বসাক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে মনস্বী শর্মা এবং আত্মিকা পইরা। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে প্রথম তিনে নিশান মণ্ডল, দেবাগ্নিক মোদক ও রিতোভাষ ভট্টাচার্য। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের বিভাগে প্রথম তিনে দেবোষ্মা তালুকদার, অনুশ্রী দে ও পৃথীকা সাহা। অনূর্ধ্ব-৮ ছেলেদের বিভাগে সেরা তিনে রিশান সাহা, অধিরাজ ভদ্র ও শ্রেয়াস ঘোষ। অনূর্ধ্ব-৮ মেয়েদের বিভাগে সেরা তিনে সৌজান সাহা, সঞ্জীবনী সাহা ও অদ্রিজা সরকার। প্রতিযোগিতায় ১৮৪ জন অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় প্রমুখ। পরে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও মেয়র পারিষদরা পুরস্কার তুলে দেন।

মেয়রস কাপ দাবায় ট্রফি জয়ের পর খুদে দাবাড়ুরা। শুক্রবার।

প্রথম ম্যাচে ওয়াকওভার

বাড়তি সময় পাচ্ছে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : সুপার কাপ খেলেই বিদায় গ্লেন মার্টিন্সের। সূত্রের খবর, আগামী মরশুমে তাঁকে রাখছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এছাড়া বাকি ভারতীয় ব্রিগেড অপরিবর্তিত থাকছে।

চার্চিল ব্রাদার্স নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় প্রথম ম্যাচে ওয়াকওভার পাচ্ছে মোহনবাগান। ফলে সরাসরি ২৬ মার্চ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে নামবে। প্রথম ম্যাচে ওয়াকওভার পাওয়ায় সুপার কাপের প্রস্তুতির জন্য আরও কিছুটা সময় পেয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান।

সুপার কাপে মোহনবাগানের যুগ্ম কোচ হিসেবে বাস্তব রায় ও দেগি কার্ডোজো ডাগআউটে থাকবেন। আপাতত বাস্তবের অধীনে অনুশীলন করছেন সুহেল আহমদ ভাটরা। দেগি সোমবার থেকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। শুক্রবার দলের অনুশীলনে গ্লেন ছাড়া বাকি সব ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ফুটবলারদের দুটি দলে ভাগ করিয়ে ম্যাচ প্র্যাকটিস করান বাস্তব। সুপার কাপের জন্য মোহনবাগান রওনা দিচ্ছে ২৫ তারিখ।

জলপাইগুড়ির কাছে হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১২ দলীয় প্রবীণদের ফুটবল শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। দিনের শেষ খেলায় জলপাইগুড়ি ভেটেরান্স টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে দেয় আয়োজকদের। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। দুই দলই তাদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছিল। জলপাইগুড়ি ৩-০ গোলে জিতেছিল গরুবাথান ভেটেরান্সের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি ভেটেরান্স ২-০ গোলে কলেজ ভেটেরান্সকে হারিয়ে দেয়। ডুয়ার্স রাইনো ২-১ গোলে জয় পায় সেবক ভেটেরান্সের বিরুদ্ধে। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর আগে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন আয়োজক সংস্থার সভাপতি প্রদীপ চন্দ, সচিব স্বপনকুমার দে, পরিতোষ ভৌমিক, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ প্রমুখ।

কুমলাই লিগে ফাইনালে এসআরকে রাইডার্স

বড়দিঘি, ১৮ এপ্রিল : কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল এসআরকে রাইডার্স। শুক্রবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৫ উইকেটে নেওড়া ফ্রেন্ডসকে হারিয়েছে। প্রথমে নেওড়া ১১.৫ ওভারে ৭৭ রানে সব উইকেট হারায়। সেলিম রব্বানী ২৮ রান করেন। দেলোয়ার বাদশা ১৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে এসআরকে ১০.১ ওভারে ৫ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ৩৫ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন শাহরুখ হামজা।

অন্যদিকে এলিমিনেটরে আরিসা ইলেভেন ২ উইকেটে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার বড়দিঘিকে। প্রথমে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৯ রান করে। বিক্রম সোনারের অবদান ৯৪ রান। জবাবে আরিসা ১১.৫ ওভারে ৮ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা ঋষভ ঘোষ ৭০ রান করেন।

জয়ী সুপার কিংস

জামালদহ, ১৮ এপ্রিল : জামালদহ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার জামালদহ সুপার কিংস ৫ উইকেটে হারিয়েছে সানরাইজ ১১ দলকে। প্রথমে সানরাইজ ১৪.৩ ওভারে ১৩৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে সুপার কিংস ১৩.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়।

সূর্য পকেট-পরীক্ষা করলেন অভিষেকের

ঈশানকে স্নেহের আদর নীতার, 'দাদা' হার্দিক

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল : ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত। প্রথম পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটা জয়। সেখান থেকে জোড়া জয় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। হার্দিক ব্রিগেডের টিমগেমের সামনে বৃহস্পতিবার দাঁড়াতে পারেনি প্যাট কামিন্সের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ব্যাটে-বলে উইল জ্যাকসের পারফরমেন্স, রোহিত শর্মার রানে ফেরার চেষ্টা, জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের নিয়ন্ত্রিত বোলিং—চলতি লিগে এখনও পর্যন্ত সেরা ম্যাচ মুম্বইয়ের।

হায়দরাবাদের বিস্ফোরক ব্যাটিংকে ১৬২/৫-এ আটকে রাখার পর ১১ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জয় মুম্বইয়ের। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে শুধু ব্যাটবলের টক্কর নয়, আবেগের স্রোতও দেখা গেল। আবেগের নাম ঈশান কিষান, মুম্বই সংসারের প্রাক্তন 'পকেটসাইজ ডিনামাইট'। নিজের একদা 'দ্বিতীয় হোম' ওয়াংখেড়েতে প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে ২ রানের বেশি করতে পারেননি ঈশান।

রান না পেলেও ফিরলেন ভালোবাসা, স্নেহ, আদর নিয়ে। ম্যাচের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানির সঙ্গে দেখা করেন বাহাঁতি ব্যাটার। পুত্রসম ঈশানকে স্নেহের আদরে ভরিয়ে দেন। গালে হাত দিয়ে আদরে বুঝিয়ে দেন, জার্সি বদল হলেও ঈশান এখনও তাঁদের হৃদয়েই রয়েছেন। মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া সেখানে বড়ভাইয়ের ভূমিকায়। আউট হয়ে ফেরা ঈশানকে সান্ত্বনা দিলেন।

ব্যাট হাতে আইপিএলের ব্যর্থতা ভুলে মুম্বই টি২০ লিগের ট্রফি উন্মোচনে ফুরফুরে মেজাজে রোহিত শর্মা। শুক্রবার।

মুম্বই থেকেই ঈশানের উত্থান, ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিতি। ৭ বছরের যে সম্পর্কে ছেদ পড়ে এবার। গতকাল প্রিয় ওয়াংখেড়েতে নেমেছিলেন হায়দরাবাদের জার্সিতে। একদা আরবসাগরের কোলের এই মঞ্চে ম্যাচ জেতানো একাধিক ইনিংস খেলেছেন। লক্ষ্য ছিল তেমনই কিছু করে দেখানোর। কিন্তু উইল জ্যাকসের বলে লক্ষ্যচ্যুত।

সূর্যকুমার যাদব আবার অভিষেক শর্মার পিছনে পড়েন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ট্র্যাভিস হেডের সঙ্গে কিছুটা সাবধানি শুরু অভিষেকের। ইনিংসের মাঝেই সূর্যকে দেখা যায় অভিষেকের পকেট চেক করছে। আগের ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ১৪১ রানের বিস্ফোরক ইনিংসের মাঝে সেঞ্চুরির পর সমর্থকদের উদ্দেশে লেখা চিরকুট তুলেও ধরেন।

সূর্য মজা করেই দেখতে চান, এদিনও মুম্বই বোলারদের ছাতু করে তেমনই কিছু করার ইচ্ছে আছে কি না? ওভারের মাঝেই অভিষেকের পকেটে হাত ঢোকাতে দেখা যায়। যা নিয়ে অভিষেক, পাশে থাকা হার্দিকরা হেসে লুটোপুটি। শেষপর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। ২৮ বলে ৪০ রানে থামতে হয় অভিষেককে। পকেট থেকে বেরোয়নি কোনও চিরকুটও।

জোড়া জয়ের খুশি নিয়ে হার্দিক আবার উইল জ্যাকসে মজে। ঈশান কিষান, ট্র্যাভিস হেড, জোড়া বিগ উইকেটের সঙ্গে ৩৬ রানে ম্যাচের সমীকরণ বদলে দেন। হার্দিকের মতে জ্যাকস যথার্থ অর্থে থ্রি-ডি প্লেয়ার। চাপের মুখে বল করতে প্রস্তুত। জানে ব্যাটে ঝড় তুলতে। সঙ্গে বিদ্যুৎগতির ফিল্ডিং। এই কারণে দলে জ্যাকস।

এদিকে, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে নয়া নজির রোহিত শর্মার। আইপিএল ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ওয়াংখেড়েতে ১০০ ছক্কা মারেন হিটম্যান। ২৬ রানের ছোট্ট ইনিংসে তিনটি ছক্কা। যার সুবাদেই মুকুটে নয়া পালক। তবে আইপিএলে কোনও একটি স্টেডিয়ামে সর্বাধিক ছক্কার তালিকায় একনম্বরে বিরাট কোহলি (১৩০টি ছক্কা, চিন্নাস্বামী, বেঙ্গালুরু)।

নাইটদের অনুপ্রেরণা এখন ম্যাককুলাম

ব্যাটারদের নিয়ে বৈঠক কেকেআরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : করব, লড়ব, হারব!

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরে নয়া স্লোগান। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯৫ রানে অল আউট হয়ে পুরো দল মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। আত্মবিশ্বাস তলানিতে। দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর লক্ষ্যেই মুল্লানপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পর টানা তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। আর সেই বিশ্রামের মধ্যেই আগামীর ভাবনা, পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

সোমবার ঘরের মাঠে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে আজ নাইটদের সংসারে দলের ব্যাটারদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয়েছে বলে খবর। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, অধিনায়ক রাহানের নেতৃত্বে সেই বৈঠকে ভেঙ্কটেশ আইয়ার, সুনীল নারায়ণদের মতো ব্যাটারদের কাছে তাঁদের সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হয়েছে। কেন বারবার দলের ব্যাটিং ভেঙে পড়ছে, তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আজ নাইটদের অন্দরে। কিন্তু প্রশ্ন এখন একটাই, এত আলোচনার পরও দলের হাল ফিরবে কি?

জবাব সময়ের গর্ভে। হয়তো সোমবারের ম্যাচেই তার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু তার আগে শুভমান গিলদের দলের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে কেকেআরের অন্দরে। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণদের পাশে অভিজ্ঞ রশিদ খান, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো বোলার রয়েছে গুজরাট দলে। এমন দলের বিরুদ্ধে তাই পরিকল্পনা করতে গিয়ে নানা বিষয় ভাবতে হচ্ছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে। গতকালের পর আজও কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কারণে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ পুরো ঢেকে রাখা হয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায় নাইটদের অনুশীলন হওয়ার কথা। মনে করা হচ্ছে, সোমবার শুভমানদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ফের পিচ নিয়ে নাটক হবে কেকেআরের সংসারে। সূত্রের খবর, গুজরাট ম্যাচেও নাইটরা পছন্দের স্পিনিং ট্র্যাক পাবেন না।

কঠিন পরিস্থিতিতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর নাইটদের অনুপ্রেরণা হিসেবে আজ উদয় হয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম। ২০০৮ সালে আজকের দিনেই আইপিএলের পথ চলা শুরু হয়েছিল। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কেকেআর বনাম আরসিবির সেই ম্যাচে ৭৩ বলে ১৫৮ রানের ইনিংস খেলে আইপিএল ও কুড়ির ক্রিকেটকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন ম্যাককুলাম। এহেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক আজ কেকেআরের সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'এখনও ১৮ বছর আগের সেই দিনটার কথা ভাবলে অবাক লাগে। জানি না কেন কেকেআর ম্যানেজমেন্ট আমার উপর ভরসা রেখেছিল। তবে ওই ইনিংসটা আমার ও আমার পরিবারের জীবনটাই বদলে দিয়ে গিয়েছে। ওই ম্যাচের পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমায় বলেছিলেন, 'তোমার ক্রিকেট কেরিয়ার ও জীবনটাই বদলে গেল। বাস্তবে সেটাই হয়েছে।'

আইপিএলের পথ চলার শুরুর দিনের স্মৃতি ম্যাককুলামের পাশে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনেও এখনও তাজা। কিন্তু বর্তমান নাইটদের মধ্যে কি এভাবে সবকিছু বদলে দেওয়ার স্কিল ও দক্ষতা রয়েছে? জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে।

> এখনও ১৮ বছর আগের সেই দিনটার কথা ভাবলে অবাক লাগে। জানি না কেন কেকেআর ম্যানেজমেন্ট আমার উপর ভরসা রেখেছিল। তবে ওই ইনিংসটা আমার ও আমার পরিবারের জীবনটাই বদলে দিয়ে গিয়েছে। ওই ম্যাচের পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমায় বলেছিলেন, তোমার ক্রিকেট কেরিয়ার ও জীবনটাই বদলে গেল। বাস্তবে সেটাই হয়েছে।
>
> **ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম**
> (আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে ১৫৮ রানের ইনিংস প্রসঙ্গে)

ভরত অরুণের সঙ্গে গেম প্ল্যান সাজিয়ে নিচ্ছেন আজিঙ্কা রাহানে।

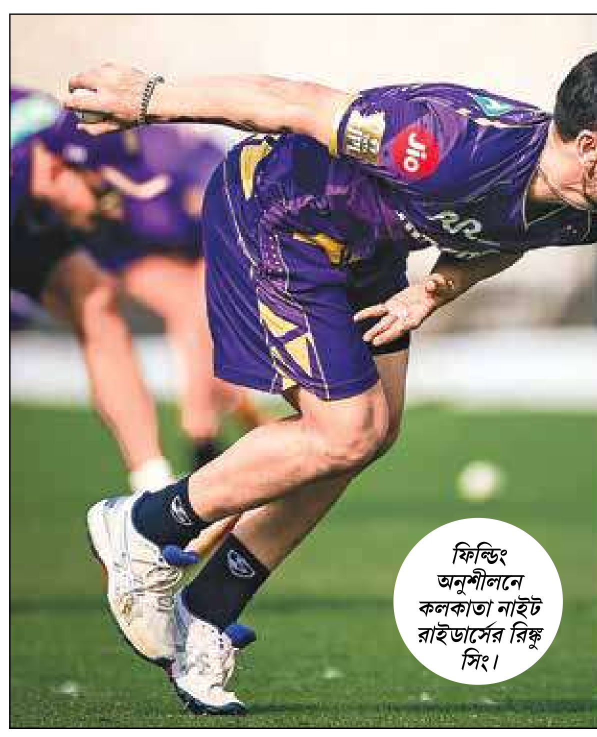

ফিল্ডিং অনুশীলনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিং।

লখনউর চোখ জয়পুর জয়ে

ব্যর্থতা, বিতর্কে জেরবার সঞ্জুরা

আহমেদাবাদ, ১৮ এপ্রিল : টানা ব্যর্থতার জেরে জেরবার রাজস্থান রয়্যালস শিবির। সাজঘরের পরিবেশেও টানাপোড়েন। দলের মধ্যেই মতানৈক্য মাথাচাড়া দিচ্ছে। রিয়ান পরাগকে প্রথম তিন ম্যাচে অধিনায়ক করা বিতর্ক উসকে দিয়েছিল। খবর, হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের মধ্যে নাকি সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে সুপার ওভারে হারা ম্যাচে যা সামনেও চলে এসেছে! দলের হাডল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় খোদ অধিনায়ককে। কোচ দ্রাবিড় পুরো দলকে একত্রিত করে কিছু বলছিলেন। যদিও সঞ্জু তখন 'দলছুট', হাডলের বাইরে! অনেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন। এমনই গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ঘরের মাঠে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে শনিবার নামছে রাজস্থান।

প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস। ৭ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ঋষভ পন্থের দল লিগ টেবিলের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। সেখানে রাজস্থান সমসংখ্যক ম্যাচে চার পয়েন্টে আটকে। আর নড়বড়ে রয়্যালস ব্রিগেডকে হারিয়ে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ।

ব্যাটিং অস্ত্রে শান যশস্বী জয়সওয়ালের। শুক্রবার।

দিল্লি ম্যাচে সুপার ওভারে রাহুল দ্রাবিড়ের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে সমালোচনা হয়। ব্যাটিং কম্বিনেশন এবং ছন্দে থাকা জোফ্রা আর্চারের বদলে সুপার ওভারে সন্দীপ শর্মাকে দিয়ে বল করানোর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকে। সবমিলিয়ে ঘরে-বাইরে পাহাড় প্রমাণ চাপ। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে জিততে হবে পরিস্থিতি। লক্ষ্যপূরণে হাজারো ফাঁকফোকর পূরণের চ্যালেঞ্জ।

ব্যাটিং এবং বোলিং, দুই বিভাগেই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে গোলাপি ব্রিগেড। জোফ্রা আর্চার গত কয়েকটি ম্যাচে ছন্দে থাকলেও বাকিরা 'আজ ভালো তো কাল খারাপের' অলিন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। তুষার দেশপান্ডে, ফজলহক ফারুকি, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গারা ভরসার মর্যাদা রাখতে ব্যর্থ। ব্যাটিংয়ে ভারতীয় ব্রিগেডের (সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল, নীতীশ রানা, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল) হালও তথৈবচ। চাপ সামলাতে হিমসিম শিমরন হেটমেয়ারও।

আগামীকাল অ্যাওয়ে ম্যাচে এহেন নড়বড়ে প্রতিপক্ষের ফায়দা নেওয়ার বাড়তি তাগিদ লখনউ শিবিরের। মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান, আইডেন মার্করাম ব্যাটিংকে টানছেন। গত ম্যাচে রানে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। আছেন ডেভিড মিলারও। আর্চারকে ভোঁতা করে দিতে পারলে মার্শদের আটকানো সহজ হবে না। ঠিকঠাক মঞ্চ পেয়ে গেলে পুরান-তাণ্ডবের আশঙ্কা তো রয়েইছে।

বোলিং তুলনায় কিছুটা এলোমেলো লখনউর। শুরুটা ভালো করেও গত কয়েক ম্যাচে শার্দূল ঠাকুরের পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নগামী। আবেশ খান, আকাশ দীপরা থাকলেও বোলিংয়ে 'নেতা'র অভাব। তুলনায় নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি ছাপ রাখছেন। হাল ফেরাতে মায়াঙ্ক যাদব অস্ত্র হতে পারেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ছাড়পত্র পেয়ে ইতিমধ্যে দলে যোগ দিয়েছেন।

আগামীকাল কি মাঠে নামবেন দেড়শো কিলোমিটার গতির মায়াঙ্ক? দ্বৈরথে চোখ থাকবে অনেকের।

মোদি স্টেডিয়ামে আজ সিরাজ বনাম স্টার্ক

সেরার টক্করে গুজরাট-দিল্লি

আহমেদাবাদ, ১৮ এপ্রিল : মিচেল স্টার্ক ম্যাজিক অব্যাহত।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে স্টার্কের নিয়ন্ত্রিত বোলিং হারা ম্যাচে জয় এনে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসকে। ম্যাচের শেষ ওভার এবং পরে সুপার ওভারে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার। রাজস্থান অধিনায়ক স্বীকার করে নেন স্টার্কের কাছেই কার্যত হেরেছেন তাঁরা। আগুনে বোলিংয়ের যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আগামীকাল ফের বাইশ গজে মিচেল স্টার্ক।

লক্ষ্য এবার গুজরাট টাইটান্স। দিল্লির স্টার্কের জবাবে গুজরাটের 'মিসাইল' সেখানে মহম্মদ সিরাজ। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর আইপিএল ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। মঞ্চটাকে কাজেও লাগাচ্ছেন। ছন্দে থাকা দুই দলের যে আকর্ষণীয় টক্করে ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে সিরাজ-স্টার্কের গতির যুদ্ধে।

দিল্লি ক্যাপিটালস (শুক্রবার পাঞ্জাব-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) ৬ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে। দিল্লির যে বিজয়রথের মূল কারিগর যদি হন স্টার্ক, তাহলে সহযোদ্ধার তালিকাও বেশ দীর্ঘ। স্পিন বিভাগে অক্ষর প্যাটেল-কুলদীপ যাদব (কাঁধের হালকা সমস্যা রয়েছে) যুগলবন্দি। নবাগত স্পিনার ভিপরাজ নিগমও চমক দিচ্ছেন। স্টার্কের সঙ্গে দিল্লির স্পিন-ত্রয়ী গুজরাট ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে।

কুলদীপদের জন্যও থাকছে পালটা চাপ। শুভমান গিল, বিসাই সুদর্শন, জস বাটলার সমৃদ্ধ গুজরাটের টপ অর্ডার অত্যন্ত ধারাবাহিক। সংগ্রহে ৬ ম্যাচে আট পয়েন্টে। আর গোটা চারেক জয় প্লে-অফ অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে। কাল ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা হাতছাড়া করতে রাজি নন শুভমান ব্রিগেড। দিল্লিকে সাফল্যের রথ ছোটাতে হলে গুজরাটের টপ অর্ডারকে ভাঙতে হবে।

দিল্লির ব্যাটিং বিভাগে নবীন-প্রবীণের সঠিক মিশ্রণ। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগ্রাক ও অভিষেক পোড়েলের আনকোরা ওপেনিং জুটি ঝোড়ো শুরু দেওয়ার চেষ্টা করছে। মাঝে ফাফ ডুপ্লেসি, লোকেশ রাহুলরা খেলাটা ধরছেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দিল্লি শিবিরে আবার জন্মদিনের মেজাজ। শুক্রবার তেত্রিশে পা রাখেন লোকেশ। যাকে ঘিরে ছোটখাটো অনুষ্ঠান টিম হোটেলে।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে শনিবার চাইবেন দলের জন্য জন্মদিনের উপহার সাজাতে। দিল্লি ব্যাটিংয়ে গভীরতা বাড়াচ্ছে করুণ নায়ারের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। তফাত গড়ছে অধিনায়ক অক্ষরের অলরাউন্ড পারফরমেন্সও। গুজরাটের ছেলে হওয়ার সুবাদে আহমেদাবাদ অক্ষরের ঘরের মাঠও। প্রথমবার আইপিএলের অধিনায়ক হিসেবে যেখানে খেলতে নামবেন। ফলে সাফল্যের বাড়তি তাগিদ প্রত্যাশিত। শুভমানরা সেখানে হোম অ্যাডভান্টেজ হাতছাড়ায় নারাজ।

সবমিলিয়ে কাল সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর, আকর্ষণীয় ম্যাচের হাতছানি। ঘরের ছেলে অক্ষর নাকি ঘরের দলের অধিনায়ক শুভমান, শেষ হাসি কে হাসেন, সেটাই দেখার।

গুজরাট টাইটান্সের টক্কর নিতে প্রস্তুত হচ্ছেন অক্ষর প্যাটেল।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স
বনাম
দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

রাজস্থান রয়্যালস
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জয়পুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

হুইলচেয়ারে থাকা ভক্তের মন জয় মাহির

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল : শুধু মাঠ নয়, মাঠের বাইরেও মন জিতলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

রবিবার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। সেই লক্ষ্যেই বলিউড নগরীতে সদলবলে পা রেখেছেন। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন আইপিএলের 'এল ক্লাসিকো'র জন্য। এর মাঝেই মানবিক ধোনির একটি ভিডিও ভাইরাল। মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর পথে দেখেন হুইলচেয়ারে বসে তাঁর এক ভক্ত। সেলফির আবদার।

নিরাপত্তা কর্মীদের দাঁড়াতে বলে নিজেই হুইলচেয়ারে থাকা ভক্তের ফোন হাতে নিয়ে সেলফি তুলে দিলেন। মাহির যে ভিডিও সমাজমাধ্যমে আসতে রীতিমতো ভাইরাল। অতীতে অনেক ক্রিকেট তারকার মানবিক দিক সামনে এসেছে। তবে ধোনি মানে আলাদা আকর্ষণ।

এদিকে, মুম্বই ম্যাচের আগে রদবদল ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস সংসারে। হলুদ ব্রিগেডে যোগ দিলেন বিশ্ব ক্রিকেটে 'বেবি এবি' বলে খ্যাত ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। চোটের জন্য মিডিয়াম পেসার গুরজাপনীত সিং ছিটকে গিয়েছেন। পরিবর্ত হিসেবে বছর একুশের ব্রেভিসকে নিচ্ছে চেন্নাই। এবি ডিভিলিয়ার্সের মতো দেখতে এবং ব্যাটিং স্টাইলের জন্য 'বেবি এবি' হিসেবে পরিচিত। সেই ব্রেভিসকে নিয়ে ব্যাটিংয়ে শান দেওয়ার প্রচেষ্টা।

মেগা নিলামে দক্ষিণ আফ্রিকার নবাগত তারকার বেসপ্রাইস ছিল ৭৫ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, চেন্নাই তার চেয়ে অনেক বেশি ২.২ কোটিতে সই করিয়েছে ব্রেভিসকে। মূলত ভারতীয় ক্রিকেটারের পরিবর্তে ভারতীয়কে নেওয়ার রীতি। তবে নিলাম শেষে চেন্নাইয়ের বিদেশি প্লেয়ারের জায়গা খালি থাকায়, ব্রেভিসকে নিতে অসুবিধা হয়নি।

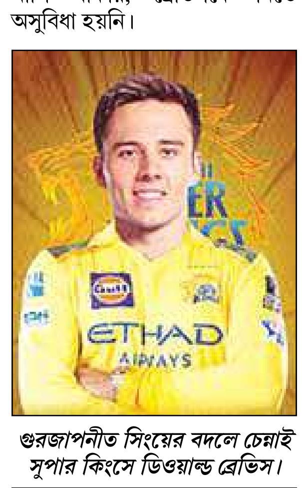

গুরজাপনীত সিংয়ের বদলে চেন্নাই সুপার কিংসে ডিওয়াল্ড ব্রেভিস।

আইপিএলে নতুন নন ব্রেভিস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে গোটা দশেক ম্যাচও খেলেছেন। এছাড়াও মেজর লিগ, দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে নিয়মিত খেলেন। ইতিমধ্যেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্ত হিসেবে মুম্বইয়ের টিনএজার ব্যাটার আয়ুষ মাত্রেকে নিয়েছে চেন্নাই। দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এবার দলে ব্রেভিস।

বাঙ্গারের মেয়ের বিস্ফোরক অভিযোগ

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল : নগ্ন ছবি পাঠাতেন ক্রিকেটাররা। অভিযোগ, ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গারের রূপান্তরকামী কন্যা অনয়ার। অস্ত্রোপচার করিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করেছেন অনয়া। পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন। স্বপ্ন ছিল বাবার মতো ক্রিকেটার হবেন। একটা সময় সরফরাজ খান, যশস্বী জয়সওয়ালদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছেন। স্বপ্ন দেখতেন জাতীয় দলে খেলার। তবে লিঙ্গ পরিবর্তনের পর সেই স্বপ্নও শেষ হয়ে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে জীবনও। এক সাক্ষাৎকারে অনয়া বলেছেন, 'লিঙ্গ পরিবর্তনের পর অনেকের সাহায্য যেমন পেয়েছি, তেমন হেনস্তাও হতে হয়েছে। বেশ কিছু ক্রিকেটার নগ্ন ছবি পাঠাতেন আমাকে।' কর্মসূত্রে বর্তমানে ইংল্যান্ডে থাকেন অনয়া। মাঝে দেশে ফিরেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাও খুব একটা ভালো নয়। এক ক্রিকেটার তাঁকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

'নগ্ন ছবি পাঠিয়েছেন বেশকিছু ক্রিকেটার'

ভারতে খেলা নিয়ে জটিলতার শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : ভারতের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বদলা কি পাকিস্তান আসন্ন মহিলা বিশ্বকাপে নেবে? চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতের মাটিতে বসছে মহিলা বিশ্বকাপের আসর। পাক দল যে টুর্নামেন্টের মূলপর্বে পা রাখতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকে। কারণ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠায়নি ভারত। শেষপর্যন্ত 'হাইব্রিড মডেলে' নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা। ফাইনালও সরে যায় দুবাইয়ে।

মহিলা বিশ্বকাপে পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টানাপোড়েনের সময় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড হুমকি দিয়েছিল, তারাও ভারতে আইসিসি টুর্নামেন্টে দল পাঠাবে না। পাকিস্তান দলের জন্যও একই ব্যবস্থা রাখতে হবে। আইসিসির কাছে যে দাবি জানিয়ে রাখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট ছাড়াতে পিসিবির আংশিক দাবি মেনেও নেয় আইসিসি। মহিলা দল বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছোনোর পর জটিলতা তৈরির আশঙ্কা। পালটা হিসেবে পাকিস্তান মহিলা বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল না পাঠালে আইসিসির পদক্ষেপ কী হবে, জল কতদূর গড়ায়, তা নিয়ে বড় বিতর্কের ইঙ্গিত।

গতকাল লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে থাইল্যান্ডকে ৬৭ রানে পরাজিত করার সঙ্গে সঙ্গে মূলপর্বের টিকিট আদায় করে নেয় পাক মহিলা দল। থাইল্যান্ড সহ যোগ্যতা পর্বের চারটি ম্যাচই জয়ী হওয়ার সুবাদে প্রথম দল হিসেবে মূলপর্বের টিকিট পেল তারা। ছয় দেশীয় যোগ্যতা পর্বের চলতি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বাকি দলগুলি হল বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড।

বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করার পর পাকিস্তানের মহিলা দল।

জুলাইয়ে সিঙ্গাপুরে আইসিসি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল : গত ১ ডিসেম্বর সরকারিভাবে জয় শা আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নিয়েছেন। মাঝে কেটে গিয়েছে চার মাস।

এই সময়ে ক্রিকেটকে আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমসিসি ক্রিকেট কমিটির তরফে এসেছে একাধিক প্রস্তাবও। সেই প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী জুলাই মাসে বার্ষিক সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। জানা গিয়েছে, আইসিসি-র এই বৈঠক হবে সিঙ্গাপুরে। আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার পর জুলাইয়ের বৈঠকে প্রথমবার চেয়ারম্যান হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন জয়। জানা গিয়েছে, করোনা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলারদের জন্য বলে থুতুর ব্যবহার ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা জুলাই মাসের এই বৈঠকে। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরের মতো আইসিসি-র অ্যাসোসিয়েট সদস্যের তালিকায় থাকা কোনও দেশে এই প্রথমবার বার্ষিক সভা হতে চলেছে।

KHOSLA ELECTRONICS
7 DAYS PRICE CHALLENGE
WE CHALLENGE
ON CUSTOMER DEMAND
HURRY !!
LAST 2 DAYS
খোসলা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এলো
সবথেকে সস্তার সপ্তাহ
UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹3,250 per card;
Validity: 11 Apr - 26 Apr 2025. T&C Apply.
EXCLUSIVE AT KHOSLA 2 EMI OFF
₹0 PAYMENT ON ALL BRANDS EMI*
upto 88% DISCOUNT !!
upto ₹45,000 CASHBACK !!
FREE GIFTS
6Pcs Coffee Mug
Travel Bag
5 Pcs Container Set
Stainless Steel Bottle
Chopper
Dosa Tawa
Portable Fan
Mixer Grinder
Glass Cook Top
Ear Buds
Smart Watch
Bluetooth Speaker
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC citibank ICICI Bank kotak
Easy Finance by
BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB kotak
LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR
FREE YOUR 1st MONTH ELECTRICITY BILL
GUARANTEED ₹3,000
MAXIMUM ₹10,000!*
WITH AIR CONDITIONER & REFRIGERATOR
EXCLUSIVE OFFER @ KHOSLA ELECTRONICS
IDFC FIRST Bank
ALL BRANDS UNDER ONE ROOF
DAIKIN HITACHI Carrier BLUE STAR VOLTAS LG SAMSUNG
Panasonic LLOYD Godrej Haier Whirlpool IFB MITSUBISHI O GENERAL
EXCLUSIVE AT KHOSLA 1 EMI OFF ON AIR CONDITIONER
UPTO 60% DISCOUNT
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY *
SAMSUNG
BESPOKE AI WindFree™
AI that truly saves and cools
Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View
AI FAST AND COMFORT COOLING
SMART FORWARD
AI ENERGY MODE
GOOD SLEEP
WELCOME COOLING
HOME
5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*
বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^
7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#
0 ডাউন পেমেন্ট~
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.0 kW)
AR60F19D1ZW
5 star
MRP ₹ 81990
Special Offer Price
₹ 48000 (1 unit)
BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.3 kW)
AR60F19D1XW
3 star
MRP ₹ 63490
Special Offer Price
₹ 39990 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.0 kW)
AR50F19D1ZH
5 star
MRP ₹ 72990
Special Offer Price
₹ 44000 (1 unit)
BESPOKE AI Split AC (5.3 kW)
AR50F19D1XH
3 star
MRP ₹ 60990
Special Offer Price
₹ 37990 (1 unit)
Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.
Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia
Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFreeTM 5star Models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ~Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier
Contact us
WhatsApp Scan QR Code
Scan to locate your nearest Khosla store
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products..
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132